উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 19 May 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 1

গর্বের ৪৬

আমরা গড়ে রোজ

১,৪৫,৮৭১*

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ছাপি
যা উত্তরবঙ্গ থেকে প্রকাশিত বাকি সব
বাংলা-ইংরেজি-হিন্দি-নেপালি
সংবাদপত্রের মিলিত প্রচারসংখ্যার চেয়েও বেশি

সে কারণেই
বিজ্ঞাপন হোক বা খবর
প্রতিপক্ষেরও
প্রথম পছন্দ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

এগিয়ে

আমাদের দাবি নয়, পাঠকের মত

অনলাইনে খবর পড়তে স্ক্যান করুন

www.uttarbangasambad.com

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

* As certified by Audit Bureau of Circulations (ABC) for July-December 2024.

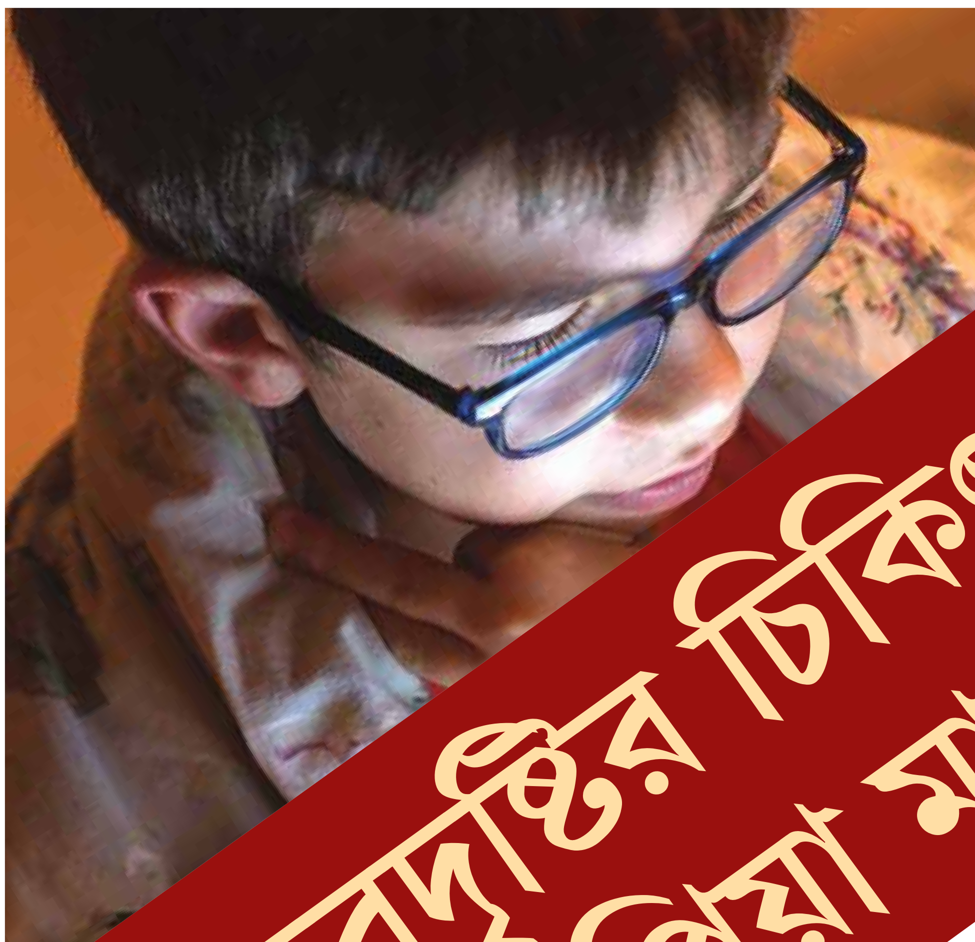

অ-দূরদৃষ্টির চিকিৎসায় মায়োপিয়া মাস্টার

চলতি মাসের ২৩ থেকে ২৮ তারিখ বিশ্বজুড়ে উদযাপিত হতে চলেছে মায়োপিয়া সচেতনতা সপ্তাহ। মায়োপিয়া কী, এর চিকিৎসা কী এবং কীভাবে এর প্রতিরোধ করা যায়, জানালেন ডাঃ ভাওয়ালস মায়োপিয়া ক্লিনিকের সিনিয়ার আই সার্জন

ডাঃ অর্জুন সি ভাওয়াল

মায়োপিয়া কী

মায়োপিয়া বা অ-দূরদৃষ্টি একটি প্রতিসরণ ত্রুটি। এই ত্রুটির কারণে দূরের জিনিস ঝাপসা আর কাছের জিনিস স্পষ্ট দেখা যায়। চোখ অতি লম্বা কিংবা কর্নিয়া অতি বাঁকা হলে আলোর ফোকাস রেটিনার ওপরে না পড়ে সামনে পড়ে। এতে মায়োপিয়া হয়। মায়োপিয়া মৃদু, মাঝারি কিংবা তীব্র হতে পারে।

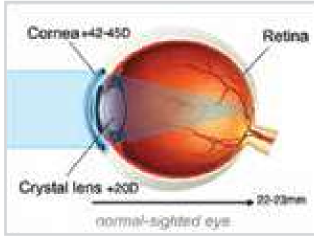

সাম্প্রতিক বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, আমাদের জনসমাজের মধ্যে বিশেষ করে শিশু ও তরুণদের মধ্যে মায়োপিয়ার প্রকোপ বাড়ছে। ২০৫০ সাল নাগাদ শিশুদের মধ্যে ৫০ শতাংশ মায়োপিয়ায় আক্রান্ত হবে।

উপসর্গ

আপনার শিশুসন্তান যদি খুব কাছে বসে টিভি দেখতে চায়, টিভি দেখতে দেখতে চোখ কচলায়, ক্লাসে ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা পড়তে না পারে তাহলে তার মায়োপিয়া হয়ে থাকতে পারে। এমন

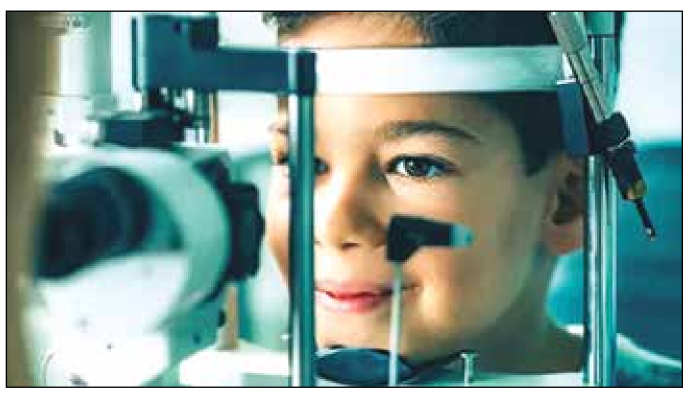

হলে দেরি না করে রোগ নির্ণয়ে ও নিয়ন্ত্রণে চোখের ডাক্তারের কাছে যাওয়া আবশ্যক। জেনেটিক কারণ ছাড়াও, চোখ স্ক্রিনের কাছে নিয়ে দীর্ঘ সময় কাজ করলে, ঘরের বাইরে কাজকর্ম কমিয়ে দিলে, টিভি, কম্পিউটার, স্মার্টফোনের স্ক্রিনে বেশিক্ষণ চোখ রাখলে, পুষ্টির ঘাটতি হলে এবং অন্য কোনও রোগে ভুগলেও মায়োপিয়া হতে পারে।

মায়োপিয়া মাস্টার কী

এটি এমন একটি যন্ত্র বা ডিভাইস যা একাধারে কর্নিয়া থেকে লেন্স পর্যন্ত চোখের পাওয়ার সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় পরিমাপ ও বিশ্লেষণ করতে পারে, চোখের তারার দৈর্ঘ্য পরিমাপ করতে পারে, প্রাক-মায়োপিয়া বা মায়োপিয়ার প্রাথমিক পর্যায় নির্ণয় করতে পারে এবং এই অবস্থার সঠিক মোকাবিলার যথার্থ পরিকল্পনা বলে দিতে পারে।

কাদের জন্য এই পরীক্ষা আবশ্যক

- যেসব শিশুর বাবা-মা অথবা বাবা কিংবা মা অদূরদৃষ্টিসম্পন্ন তাদের জন্য প্রয়োজন।
- প্রাক-অদূরদৃষ্টি বা স্কুল মায়োপিয়ার সমস্যা রয়েছে কি না তা নির্ণয়ের জন্য ৫ বছর বয়সের সব শিশুর এই পরীক্ষা করানো উচিত।
- অদূরদৃষ্টির সমস্যায় আক্রান্তদের নিজেদের অবস্থার অগ্রগতি এবং ঝুঁকি জানার জন্য এই পরীক্ষা করা প্রয়োজন।
- সমস্যার বৃদ্ধি বিশ্লেষণ ও অগ্রগতি মনিটর করার জন্য সব অদূরদৃষ্টির সমস্যায় আক্রান্তদের এই পরীক্ষা করানো প্রয়োজন।
- অদূরদৃষ্টির সমস্যার বৃদ্ধি বা অগ্রগতি আটকানোর পথ রয়েছে, যেমন মায়োপিয়া নিয়ন্ত্রণে বিশেষ লেন্স, অর্থো-কে লেন্স, অ্যাট্রোপিন থেরাপি কিংবা জীবনশৈলী সংশোধন। কার জন্য কোনটা উপযোগী তা জানার জন্য অদূরদৃষ্টির সমস্যায় আক্রান্তদের সবার এই পরীক্ষা করানো জরুরি।

একা মায়োপিয়া মাস্টারই সবগুলি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বা প্যারামিটার বিশ্লেষণ করে প্রমাণভিত্তিক মায়োপিয়া রিপোর্ট দেয় এবং সবচেয়ে উপযোগী চিকিৎসা সুপারিশ করে।

রোগ মোকাবিলায়

মায়োপিয়া মোকাবিলা মানে মায়োপিয়ার চিকিৎসা, সঙ্গে রোগটা যাতে বাড়তে না পারে তা ঠেকানো। এই রোগ নিয়ন্ত্রণে স্লোগান হল, মায়োপিয়া দূরে রাখতে বাইরে যান এবং খেলুন। মায়োপিয়া নিয়ন্ত্রণে মহার্ঘ লেন্স বা অর্থো-কে লেন্স কিনবেন না যদি না মায়োপিয়া মাস্টার বা অনুরূপ কোনও ডিভাইস দ্বারা আপনার চোখের অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে।

৫০ পেরোলে নারীর খাদ্যাভ্যাস

৫০ বছর পেরোনো একজন নারীর সামনে জীবনটা দেখা দেয় ভিন্নরূপে। শারীরিক পরিবর্তন তো ঘটেই, মনের জগতেও ঘটে অদলবদল। এই বয়সে শরীরের চাই আরও বেশি যত্ন, আরও বেশি মনোযোগ। এজন্য জোর দিতে হবে পুষ্টির ওপর, বাদ দিতে হবে কিছু খাবার।

প্রথমেই বাড়তি লবণ খাওয়া ছাড়তে হবে। পাতে কিংবা কোনও পানীয়তে বাড়তি লবণ নেবেন না। লবণ, বিট লবণ, পিংক সল্ট, টেস্টিং সল্ট – সবেতেই স্বাস্থ্য ঝুঁকি। অতিরিক্ত লবণযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। চিপস, চানাচুর, শুঁটকি ও অন্যান্য প্রক্রিয়াজাত খাবার, সস, সয়া সস, মেয়োনিজ, পনির, কাসুন্দি, ইনস্ট্যান্ট নুডলস প্রভৃতিতে বেশ খানিকটা বাড়তি লবণ থাকে। এগুলো এড়িয়ে চললে উচ্চ রক্তচাপজনিত জটিলতার ঝুঁকি কমবে।

দ্বিতীয়ত, চিনি এড়িয়ে চলুন। মধু বা গুড়ও চিনির বিকল্প নয়। ভাত, রুটি, আলু কম খাবেন। চাল, আটা বা ময়দা দিয়ে তৈরি করা অন্যান্য খাবারও কম খেতে হবে। এভাবে সব দিক মেনে চলতে পারলে ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকবে। ডায়াবিটিস ও অন্যান্য রোগের ঝুঁকি কমবে।

তৃতীয়ত, মেনোপজের পর নারীদের হুট করে বেশি গরম লাগার সমস্যা হতে পারে। তাই এমন খাবার খেতে হবে, যাতে শরীর ঠান্ডা থাকে। যেসব সবজিতে জলের পরিমাণ বেশি যেমন, লাউ, ঝিঙে, চিচিঙ্গা, চালকুমড়ো, ধুন্দুল, পটল প্রভৃতি পাতে রাখুন। এছাড়া ডাবের জল, শসা, পাকা পেঁপে, পাকা বেল, তরমুজ, কলা, টক ফল, পুদিনা পাতা প্রভৃতি খেলে শরীর ঠান্ডা থাকে। আর অবশ্যই পর্যাপ্ত জল খাবেন।

চতুর্থত, ফাইবার বা আঁশযুক্ত ফল ও সবজি খাবেন। মিষ্টিকুমড়ো, চালকুমড়ো, ঝিঙে, চিচিঙ্গায় প্রচুর আঁশ পাবেন। কলাতেও আঁশ আছে। তাছাড়া খোসা সহ কিছু ফল খেতে পারেন। কিছু সবজির খোসা বিভিন্ন পদ তৈরিতে ব্যবহার করা যায়। এসবেও প্রচুর আঁশ আছে। পাশাপাশি গোটা শস্য দিয়ে তৈরি খাবার খান। ডাল ও বাদাম থেকেও খানিকটা আঁশ পাবেন।

পঞ্চমত, খাদ্য তালিকায় যেন ক্যালসিয়াম থাকে। এজন্য কাঁটা সহ ছোট মাছ খেতে পারেন। এক গ্লাস দুধ কিংবা তা দিয়ে তৈরি খাবার বা দইও খেতে পারেন। পালং শাক, ব্রোকোলি ও কাঠবাদামে রয়েছে কিছুটা ক্যালসিয়াম। এছাড়া ভিটামিন-ডি'র চাহিদা মেটাতে সকাল ৭টা থেকে ১২টার মধ্যে অন্তত ২০ মিনিট শরীরে রোদ লাগান।

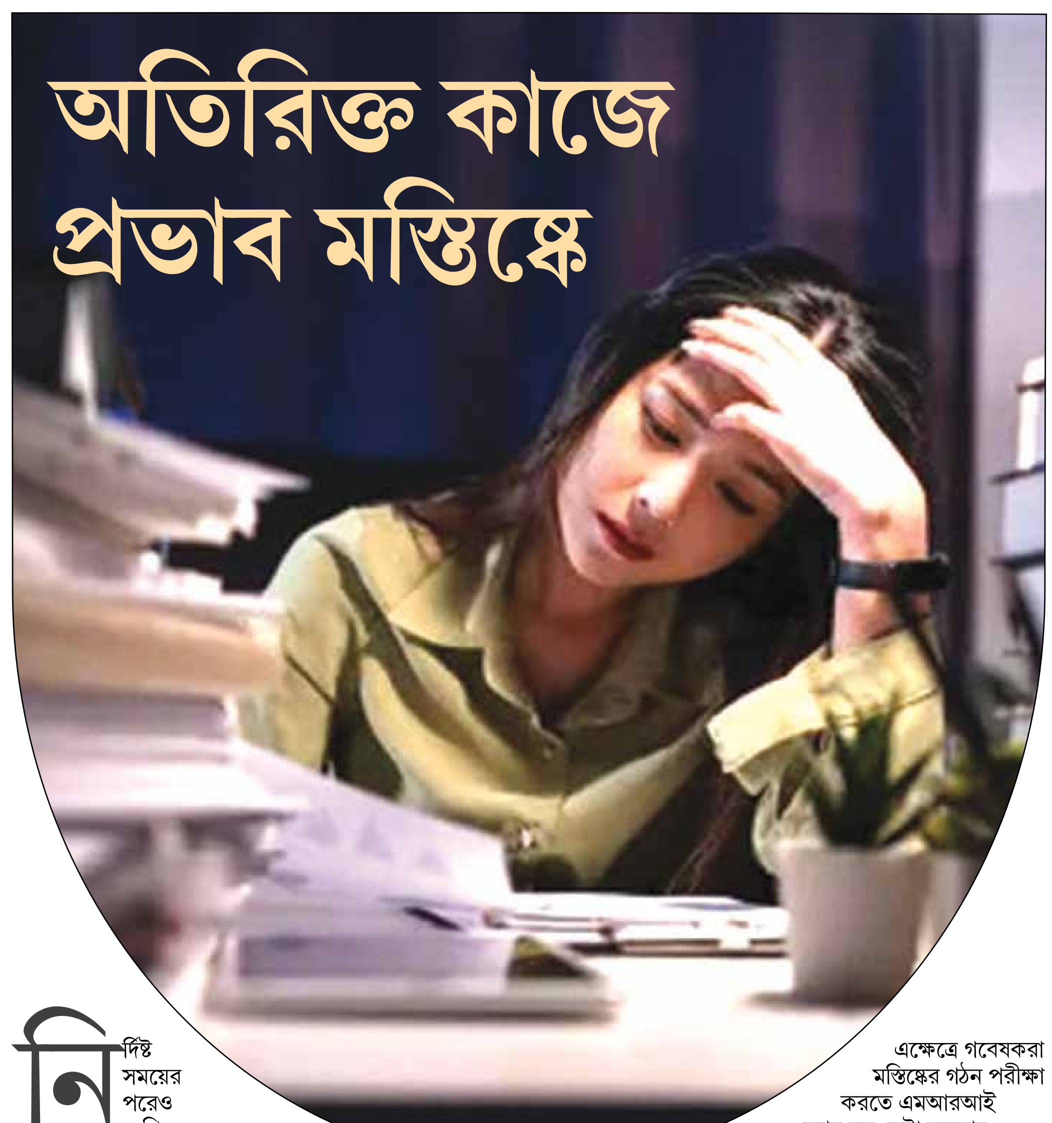

অতিরিক্ত কাজে প্রভাব মস্তিষ্কে

নির্দিষ্ট সময়ের পরেও বেশি সময় কাজ করলে বদলে যেতে পারে মস্তিষ্কের গঠন। সম্প্রতি অকুপেশনাল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল মেডিসিন জার্নালে প্রকাশিত গবেষণার এমনটাই দাবি। সেখানে বলা হয়েছে, যাঁরা অতিরিক্ত কাজ বা পরিশ্রম করেন তাঁদের মস্তিষ্কে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। এই গবেষণা পরিচালনায় ছিলেন দক্ষিণ কোরিয়ার চুং-আং বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইয়োনসেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন বিজ্ঞানী। গবেষণাটি কিছু স্বাস্থ্যকর্মীকে নিয়ে করা হয়েছে, যাঁরা বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মিত সপ্তাহে ৫২ ঘণ্টারও বেশি কাজ করেন। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে ১১০ জন কর্মীকে রাখা হয়েছিল, যাঁদের মধ্যে ৩২ জন অতিরিক্ত সময় এবং বাকি ৭৮ জন স্বাভাবিক সময় কাজ করেছেন।

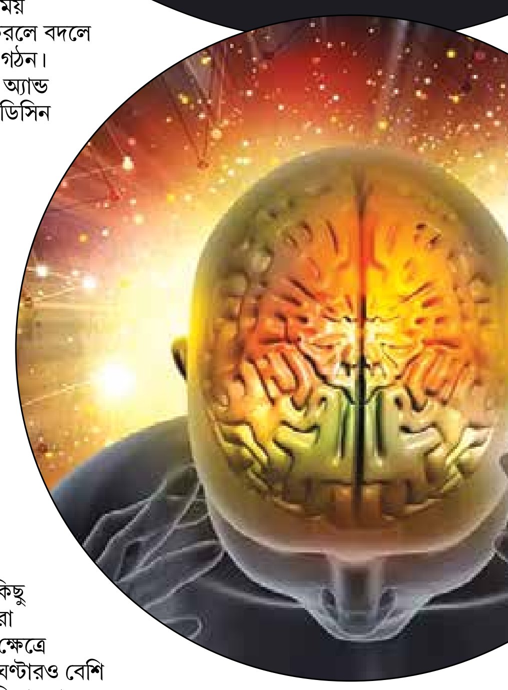

এক্ষেত্রে গবেষকরা মস্তিষ্কের গঠন পরীক্ষা করতে এমআরআই স্ক্যান সহ ডেটা ব্যবহার করেছেন। তাঁদের মতে, এই সমীক্ষা অতিরিক্ত কাজ ও মস্তিষ্কের কিছু অংশে পরিবর্তনের মধ্যে সম্ভাব্য সম্পর্ক নির্দেশ করে।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, 'অতিরিক্ত কাজ' মস্তিষ্কের সেই অংশে প্রভাব ফেলতে পারে, যেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং স্মৃতিশক্তির সংযোগ থাকে। এছাড়া মানসিক স্বাস্থ্য, পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করেছে। প্রভাব ফেলেছে আবেগ নিয়ন্ত্রণেও। সেইসঙ্গে মিডল ফ্রন্টাল জাইরাস মস্তিষ্কের একটি অংশ, যা স্মৃতি এবং ভাষা তৈরির সঙ্গে যুক্ত, সেই অংশে সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। প্রভাব পড়েছে ইনসুলা অংশে, যা আবেগের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে এবং নিজের চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন থাকার বিষয়ে সাহায্য করে।

হাঁটতে হাঁটতে যোগব্যায়াম

আমরা যোগব্যায়াম এবং হাঁটার একগুচ্ছ উপকারিতা জানি। কিন্তু উভয়ই একসঙ্গে করার কথা কখনও শুনিনি। হাঁটতে হাঁটতে যোগব্যায়াম বা ওয়াকিং ইয়োগা একটি অসাধারণ অনুশীলন, যাতে সাধারণ হাঁটার সঙ্গে যোগব্যায়ামের নীতির সমন্বয় ঘটে। যোগ থেরাপিস্ট রুচি খোসলার কথায়, এই ধরনের ব্যায়াম খুব হালকা কিন্তু শক্তিশালী উপায়, যা আপনার শরীরকে যত্নে রাখতে, মনকে শান্ত করতে এবং অভ্যন্তরীণ সত্তার সঙ্গে সংযোগস্থাপনে সাহায্য করে।' আর এই ধরনের ব্যায়ামে যোগব্যায়ামের চিরাচরিত ভঙ্গির প্রয়োজন নেই বা ম্যাটও লাগে না, শুধু হাঁটতে হাঁটতেই আপনি স্ট্রেচিং বা শ্বাসপ্রশ্বাসের বিভিন্ন কৌশল করতে পারেন।

হাঁটতে হাঁটতে যোগের প্রতিটা পদক্ষেপে মিশে থাকে গভীর শ্বাস এবং সাধারণ স্ট্রেচিং। কেউ কেউ এর সঙ্গে হাতের নড়াচড়া বা যোগের ছোট ছোট ভঙ্গি যুক্ত করেন। অর্থাৎ এই ধরনের ব্যায়াম সাধারণ হাঁটাকে আরামদায়ক করার পাশাপাশি ধ্যান করার ন্যায় অনুভব তৈরি করে।

শারীরিক দিক থেকে এই ধরনের ব্যায়াম রক্ত সঞ্চালন উন্নত করতে, পেশি শক্তিশালী করতে এবং হালকা নড়াচড়ার মাধ্যমে জয়েন্টের সক্রিয়তা বাড়ায়। অন্যদিকে মানসিক দিক থেকে এটি স্ট্রেস ও উদ্বেগ কমাতে সাহায্য করে, মননশীলতা ও শ্বাসপ্রশ্বাসের সচেতনতাকে উৎসাহিত করে এবং শান্ত ও স্থির থাকতে সাহায্য করে। এই ধরনের ব্যায়াম অঙ্গভঙ্গির উন্নতিতে সাহায্য করে। কারণ, টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে বা পিঠ, কাঁধ সোজা রেখে, পেটের পেশি টানটান করে খানিকটা হাঁটাচলা করলে উপকার পাওয়া যায়।

তবে হাঁটতে হাঁটতে যোগ সকলের জন্য উপযোগী নয়। যাঁরা নিয়মিত শারীরিক কসরত করতে বা জিমে যেতে অভ্যস্ত তাঁদের জন্য এই ব্যায়াম উপযোগী নাও হতে পারে। কারণ, এই ধরনের ব্যায়ামে মনোযোগের পাশাপাশি ধৈর্য প্রয়োজন।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

এবার গ্রেপ্তার বাংলাদেশি অভিনেত্রী ⏩ ৭

একই পরিবারের ১৭ জন মৃত

আগুনে পুড়ে তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদে মৃত্যু হল ১৭ জনের। মৃতরা সবাই একই পরিবারের সদস্য। তার মধ্যে রয়েছে ৮ শিশুও। ⏩ ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
৩১° সর্বোচ্চ	২৪° সর্বনিম্ন	৩০° সর্বোচ্চ	২৪° সর্বনিম্ন	২৯° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন	২৯° সর্বোচ্চ	২২° সর্বনিম্ন

মোদিকে দেখে টুকলি শরিফের ⏩ ৭

৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 19 May 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 1

গর্বের ৪৬

শিকড়ের খোঁজে আমরা দায়বদ্ধ

গৌতম সরকার

বৃক্ষ যত বড় হয়, তত শাখাপ্রশাখা ছড়ায়। ফলে-ফুলে পল্লবিত হয়। এগিয়ে চলার পথে ফেলে আসা বছরে উত্তরবঙ্গ সংবাদও অনেক পালক যুক্ত করেছে। আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠতে শিকড়ে পৌঁছোনোর চেষ্টা বরাবরই ছিল। শিকড় খোঁজার সেই কাজটি পরিকল্পিতভাবে করার চেষ্টা হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে। যে চেষ্টা অন্তহীন। কখনও শেষ হয় না। শিকড়ের খোঁজ চালিয়ে যাওয়া ৪৬তম বর্ষে উত্তরবঙ্গের প্রাণের সংবাদপত্রের দৃঢ় অঙ্গীকার।

সচেতন পাঠক উত্তরবঙ্গ সংবাদের সেই সংকল্প যাত্রা ইতিমধ্যে আঁচ করেছেন নিশ্চয়ই। গত কয়েক মাসে বেশ কিছু নতুন ভাবনা পল্লবিত হয়েছে। যেমন 'উত্তরের শিকড়' বিভাগ। উত্তরবঙ্গের পথে-প্রান্তরে, আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, স্মারক, সংস্কৃতি ইত্যাদির গোড়ায় পৌঁছোনো যে বিভাগের উদ্দেশ্য। নতুন প্রজন্মকে তার পূর্বপুরুষের ইতিহাস শুধু নয়, তার এলাকার ভৌগোলিক-সাংস্কৃতিক অতীত জানানো, পুরোনোদের সেই ঐতিহ্য মনে করিয়ে দেওয়ার দায়বদ্ধতা ছিল এই পরিকল্পনার পিছনে।

আরও একটি বিভাগ 'আমাদের ছোট নদী' সেই দায়বদ্ধতার আরেক স্বাক্ষর। নদী সেই এলাকার সভ্যতা বিকাশের নীরব সাক্ষী। নদীকে কেন্দ্র করে যেমন সভ্যতা বিকশিত হয়, তেমনই সংশ্লিষ্ট জনপদের সংস্কৃতি, কৃষ্টি ইত্যাদি তৈরি হয়। যেভাবে তিস্তাবুড়ি সম্পর্কে প্রচলিত বিশ্বাস, পুজো ও গান। ভাওয়াইয়া সুরে 'তোর্ষা নদীর উথাল পাথাল রে...' গান তো তোর্ষাপাড়ের অন্যতম পরিচিতি হয়ে আছে।

তিস্তা, তোর্ষা, মহানন্দা, ফুলহর, আত্রেয়ী, ডাহুক, নাগর, কালজানি, রায়ডাক,

এরপর ছয়ের পাতায়

ঐতিহ্য ও প্রতিচ্ছবি

কলকাতার রাজপথ থেকে হলুদ ট্যাক্সি হারিয়ে যাওয়া যেন শুধু সময়ের অপেক্ষা। ছবি : আবির চৌধুরী

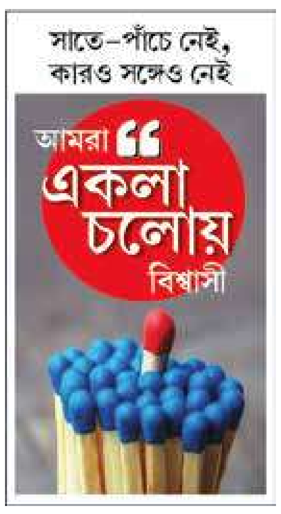

এডিশন স্পেশাল

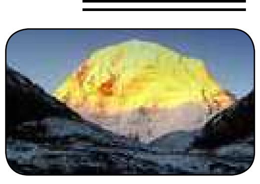

পথ খুলছে কৈলাস মানসরোবরের

⏩ ছয়ের পাতায়

কালি মেখে প্রতিবাদ টেট উত্তীর্ণদের

⏩ সাতের পাতায়

জমিজটেই আটকে সেচের জল

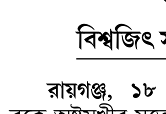

তিস্তা খালের বৃত্তান্ত ২

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৮ মে : নাগরের বুকে অষ্টসখীর মতো দাঁড়িয়ে আছে পরপর ৮টি পিলার (ওয়েল)। নদীর পাড়ে মাঠে কাজ করতে গিয়ে সেদিকে চোখ পড়লে দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন ভাটোলের চাষিরা। আসলে এখানেই তৈরি হওয়ার কথা ছিল তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের অধীনে ডাউক-নাগর প্রধান খালের জলসেতু (অ্যাকুইডাক্ট)। কিন্তু দেড় দশকেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হলেও সবেধন আটটি থাম ছাড়া কাজ কিছুই এগোয়নি। ৪০৬ মিটার দীর্ঘ জলসেতুটির ওয়েল নির্মাণে ইতিমধ্যে খরচ হয়ে গিয়েছে ২৪ কোটি টাকা। সুপারস্ট্রাকচার অর্থাৎ জলসেতুটির কংক্রিটে মোড়া চ্যানেল তৈরি করতে চাই আরও ৩৭ কোটি টাকা। প্রশ্ন উঠতেই পারে, তাহলে টাকার অভাবেই কি এত বছর ধরে থমকে রয়েছে প্রকল্পের কাজ? খোঁজখবর করে জানা গেল, টাকা নয়, আসলে জমিজট ও টেন্ডার নিয়ে জটিলতার জন্য আটকে রয়েছে এই সেচপ্রকল্পের কাজ।

প্রকল্পটি রূপায়িত হলে একটি ক্যানাল নাগর থেকে শুরু করে বিন্দোল, শেরপুর ও রামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন গ্রাম ছুঁয়ে মিশে যেত কালিয়াগঞ্জের টুঙ্গলবিলপাড়ার ক্যানালে। অপর একটি ক্যানাল হওয়ার কথা ছিল করণদিঘি ব্লকের দোমোহনা পর্যন্ত। প্রকল্পের কাজের জন্য একসময় রাজ্য সরকার ও জেলা প্রশাসনের তরফে জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। কিন্তু শুরুতেই দেখা দেয় জটিলতা। জমি অধিগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসনের তরফে বারবার নোটিশ দেওয়া হলেও জমির মালিকদের একাংশ জমি দিতে আপত্তি জানায়। সেখান থেকেই জটের সূত্রপাত। অভিযোগ, এরপর জমি অধিগ্রহণ নিয়ে তৎকালীন সরকার তৎপরতার বদলে দীর্ঘসূত্রিতার পথই বেছে নেয়। ইতিমধ্যে রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল ঘটে। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর বছর কয়েক আগে তৎকালীন জলসম্পদমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ায় জেলা পরিষদ ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে

কথায় বলে, আশায় বাঁচে চাষা! প্রবাদটা যেন কিঞ্চিৎ সত্য উত্তর দিনাজপুরের উত্তরাংশের চাষিদের কাছে। ২৮ বছর আগে ভাটোলে তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের শিলান্যাস হলেও আজও তার জল পান না তাঁরা।

জানিয়েছিলেন, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর একটু নড়েচড়ে বসেন সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও প্রশাসনের কর্তারা। কিন্তু ওই পর্যন্তই। কিছু কৃষক জমি দিতে আগ্রহী থাকলেও একাংশ অনিচ্ছুক চাষির বাধায় ফের মুখ থুবড়ে পড়ে জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া। এই গোলমেলে অবস্থার মধ্যেও জেলা প্রশাসনের তরফে কিছু জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল।

এরপর ছয়ের পাতায়

বিপাকে বাংলাদেশ

বাণিজ্যে বিধিনিষেধে কর্মচ্যুতির শঙ্কা

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৮ মে : একদিনেই হাহাকার অধিকাংশ স্থলবন্দরে। ভারত ও বাংলাদেশ- উভয় দিকেই। শিলিগুড়ির কাছে ফুলবাড়ি দিয়ে রবিবার ভারতে এসেছে মাত্র ২০টি পণ্যবাহী ট্রাক। যেখানে অন্য সময় গড়ে অন্তত ৫০টি ট্রাক আসে রোজ। কোচবিহার জেলার চ্যাংরাবান্ধা দিয়ে এসেছে মাত্র ৪৩টি ট্রাক। অথচ শনিবারও এসেছিল ৯৬টি ট্রাক। মালদার মহদিপুর সীমান্ত অবশ্য খাঁখাঁ করেছে রবিবার। ওপার থেকে মাল বহনকারী একটি ট্রাকও আসেনি।

মহদিপুরে আমদানি ব্যবসায় জড়িত রূপকুমার সাহা আক্ষেপ করলেন, 'আসবে কী করে! যে পণ্যগুলির আমদানিতে ভারত সরকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি, সেগুলি মহদিপুর স্থলসীমান্ত দিয়ে আসেই না।' শনিবার কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রকের নিষেধাজ্ঞায় শুধু ছাড় দেওয়া হয়েছে মাছ, ভোজ্য তেল, তরল পেট্রোলিয়াম পণ্য, কুচি পাথর ইত্যাদি।

ওইসব পণ্যই শুধু ফুলবাড়ি ও চ্যাংরাবান্ধা দিয়ে উত্তরবঙ্গে এসেছে আজ। এতে দু'দেশেই বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্তদের অনিশ্চয়তার কালো মেঘ গ্রাস করেছে। 'দেশের নিরাপত্তা সবার আগে' বললেন বটে চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক উত্তম সরকার, কিন্তু বিরাট আর্থিক ধাক্কার উদ্বেগ লুকোতে পারছেন না। উত্তমের কথায়, 'দেশের স্বার্থের কারণে ভারত সরকারের সিদ্ধান্তকে আমরা সমর্থন জানাই। তবে আমদানি বাণিজ্য কম হলে ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি শ্রমিকরা কিছুটা ক্ষতির মুখে তো পড়বেনই।'

স্থলবন্দরগুলিতে ইতিমধ্যে শ্রমিক সংগঠনগুলির মাথায় হাত পড়েছে। এই বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল যে অনেক শ্রমিক পরিবার। আইএনটিইউসি'র মেখলিগঞ্জ ব্লক সভাপতি জাকির হোসেন বলেন, 'নিরাপত্তা দেখতে গিয়ে শ্রমিকদের পেটের দিকে না তাকালে তো চলবে না। শ্রমিক পরিবারগুলোর রুজিরুটি এভাবেই চলে।' তাঁর হিসেবে শুধু চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দরের ওপর নির্ভরশীল প্রায় ৫ হাজার মানুষ।

ভারত সরকার বাংলাদেশ থেকে সড়কপথে রেডিমেড পোশাক, ফলের স্বাদযুক্ত পানীয়, বিভিন্ন মুখরোচক খাবার, চিপস, তুলা, প্লাস্টিক, কাঠের আসবাব, মিষ্টান্ন দ্রব্য ইত্যাদি আমদানি নিষিদ্ধ করেছে শনিবার রাতে। হতাশ মহদিপুরের আমদানি ব্যবসায়ী রূপকুমার সাহা বললেন, দু'দেশের তিক্ত সম্পর্কের প্রভাব কবে যে গলবে!

মালদা মহদিপুর এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রসেনজিৎ ঘোষ জানান, ওই স্থলবন্দর দিয়ে মূলত প্রতিদিন ২০ থেকে ২৫ লরি পাট আসে। তাতে মাসে বাণিজ্য হত ৫০ কোটি টাকারও বেশি। এছাড়া মশারি, বস্ত্র, অন্যান্য পণ্যের আমদানিতে মাসে সবমিলিয়ে ১০০ কোটি টাকার ব্যবসা হয়।

এরপর ছয়ের পাতায়

সীমান্তের ওপারে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশি ট্রাক। চ্যাংরাবান্ধায়।

বড় সংকট

- বাংলাদেশ থেকে পণ্য নিয়ে আসা বহু ট্রাক সীমান্তের ওপারে দাঁড়িয়েছিল
- চ্যাংরাবান্ধা, ফুলবাড়ি, মহদিপুর দিয়ে অধিকাংশ ট্রাক ভারতে ঢোকার অনুমতি পায়নি
- ভারত আমদানি বন্ধ করায় সেদেশের অর্থনীতিতে বড় প্রভাব পড়বে বলে মত বাংলাদেশের ট্রাকচালকদের
- এপারেও ব্যবসায় প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা বাড়ছে

সময়ের কথা

চা শিল্প, শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবার কেউ নেই

রূপম দেব

প্রায় দেড় শতাব্দী ধরে চা শিল্প উত্তরবঙ্গের লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে। চা শিল্প উত্তরের আর্থসামাজিক বাস্তবতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। কিন্তু স্বার্থান্বেষীদের ফাঁদে পড়ে চা শিল্প ধ্বংসের মুখে। দার্জিলিংয়ের চা বাস্তবে ধুঁকছে। সঠিক নীতি এবং মূল্যায়নের অভাব, রাজনৈতিক মুনাফা, নেতাদের অজ্ঞতা নানা কারণে চা বলয়ে ঘনাচ্ছে আশঙ্কার কালো মেঘ। তা সত্ত্বেও হেলদোল নেই কারও। শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছেন না কেউই।

উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ বন্ধ চা বাগান পুনরায় খোলা হয়েছে। বর্তমানে বড়জোর ৫-৬টি বাগান বন্ধ রয়েছে। এটা প্রচারে এনে শাসকদল নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করতে ব্যস্ত। বাস্তবে খুলে দেওয়া বাগানগুলোর বহু জায়গায় মাসের পর মাস শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি দেওয়া হচ্ছে না। সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেস পিএফ সংক্রান্ত দাবিতে একটি পদযাত্রার আয়োজন করলেও বীরপাড়া-মাদারিহাট ব্লকের হান্টাপাড়া ও ধুমচিপাড়া বাগানে তারা প্রবেশ করেনি। কারণ, এই বাগানগুলিতে বিগত চার মাস ধরে শ্রমিকরা কোনও মজুরি পাচ্ছেন না।

এরপর ছয়ের পাতায়

জমি অধিগ্রহণের নোটিশ মালিকদের

ভূতনির বাঁধে আর বাধা নেই

আজাদ

মানিকচক, ১৮ মে : ক্ষতিপূরণের আশ্বাসে অবশেষে বাঁধ নির্মাণে জমিজট কাটল। ভূতনিতে কালুটোনটোলায় রায়তি জমির ওপর দিয়ে রিং বাঁধ নির্মাণে বাধা দেন জমি মালিকরা। অধিগ্রহণের নোটিশ অথবা ক্ষতিপূরণের টাকা ছাড়া জমি মালিকরা বাঁধ নির্মাণে জমি দিতে রাজি ছিলেন না। ফলে বাঁধ নির্মাণে সমস্যায় পড়ে সেচ দপ্তর। শেষমেশ প্রশাসনের তরফ থেকে জমি অধিগ্রহণের নোটিশ পেয়েছেন জমি মালিকরা। শুধু তাই নয়, আগামী মাসের মধ্যে ক্ষতিপূরণের সম্পূর্ণ টাকা জমি মালিকরা হাতে পেয়ে যাবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন মানিকচকের বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র।

জমি অধিগ্রহণের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে মালিকদের।

রবিবার মানিকচক ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা জমি মালিকদের একাংশের হাতে ভূমি দপ্তরের জমি অধিগ্রহণের নোটিশ তুলে দেন।

পরপর দুটি মরশুমে কেশরপুর কালুটোনটোলার গঙ্গা নদীবাঁধের প্রায় কয়েকশো মিটার নদীগর্ভে তলিয়ে যায়। ফলে কেশরপুর কালুটোনটোলা সহ ভূতনির বিস্তীর্ণ এলাকা নদী অরক্ষিত হয়ে পড়ে। নদীতে জল বাড়লেই আবার ভূতনির বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যাকবলিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। সেচ দপ্তর নতুন রিং বাঁধ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়। ২৪০০ মিটার নতুন রিং বাঁধ নির্মাণের জন্য প্রায় সাড়ে ছয় কোটি টাকা বরাদ্দ করে সেচ দপ্তর। কিন্তু বাঁধ নির্মাণের কাজে সমস্যা দেখা দেয় জমি নিয়ে। প্রস্তাবিত নতুন বাঁধের ২৪০০ মিটারের মধ্যে প্রায় ১৯০০ মিটার রায়তি জমিতে পড়ছে। জমি মালিকরা নিজ জমির ওপর দিয়ে বাঁধ নির্মাণে বাধা দেন ঠিকাদার সংস্থার কর্মীদের। তাঁদের দাবি, ক্ষতিপূরণের টাকা অথবা ভূমি দপ্তরের অধিগ্রহণের নথি হাতে না

এরপর ছয়ের পাতায়

বালুরঘাট দাপাচ্ছে মদ্যপ বাইকারদের দল

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৮ মে : সন্ধ্যা নামতেই বালুরঘাট শহরের রাস্তায় দাপাচ্ছে মদ্যপ বাইক চালকরা। শুধু বাইকই নয়, রাতের শহরে মদ্যপ অবস্থায় গাড়িও চালাচ্ছে অনেকে। এভাবে গাড়ি চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনা পর্যন্ত ঘটছে। কিন্তু তাদের নিয়ন্ত্রণ করবে কে? এই প্রশ্নটাই ঘুরপাক খাচ্ছিল শহরবাসীর মনে। অবশ্য ট্রাফিক পুলিশের দাবি, তারা নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছে।

শনিবার রাতেই মদ্যপ বাইক চালক বা গাড়িচালকদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেয় বালুরঘাট ট্রাফিক পুলিশ। ওই রাতে ট্রাফিক পুলিশ অভিযান চালিয়ে একাধিক মদ্যপ চালককে আটক করে। তাদের বাইকও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বালুরঘাটের ডিএসপি ট্রাফিক বিল্বমঙ্গল সাহা বলেন, 'আমরা বিভিন্ন এলাকায় মদ্যপ চালকদের রুখতে নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছি। তাদের ব্রেথ এনালাইজার মেশিনে পরীক্ষা করা হচ্ছে। মদ্যপান করে গাড়ি চালালেই তাদের বিরুদ্ধে মোটর ভেহিকল আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

রাত হলেই অলিতে গলিতে বেপরোয়া গতিতে ছুটছে বাইক। তবে শুধু বাইকই নয়, মদ্যপান করে টোটো চালানোরও নজির রয়েছে। অভিযাত্রীপাড়ায় মদ্যপ অবস্থায় এক টোটোচালক আরেকটি টোটোকে ধাক্কা মারে। পরে ওই টোটোচালককে রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দিনের পর দিন এধরনের ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কে শহরবাসী। বালুরঘাটের বাসিন্দা তথা লেখক দেবাশিস অধিকারীর বক্তব্য, 'মদ্যপ চালকদের জন্য মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা বাড়ছে। এক-দুদিন নয়। এই অভিযান নিয়মিত চালাতে হবে।' একই কথা বলেন বালুরঘাটের বাসিন্দা তথা প্রাথমিক শিক্ষক অলিন্দ চক্রবর্তী।

বালুরঘাটে শহরের পরিধি বেড়েছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে যানবাহনের সংখ্যা। এর মধ্যেই মদ্যপ বাইক, টোটোচালকদের বাড়বাড়ন্ত শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ক্ষোভও বাড়ছে সাধারণ মানুষের। শনিবার সন্ধ্যায় মদ্যপ অবস্থায় বাইক নিয়ে শহরের রাস্তায়

এরপর ছয়ের পাতায়

শহরে আতঙ্ক

- শহরের অলিতে-গলিতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে মদ্যপ বাইকচালকরা
- ট্রাফিক পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ
- অবশ্য দুর্ঘটনা রুখতে শহরজুড়ে অভিযান চালানো হচ্ছে বলে দাবি পুলিশের

মণিপুরকে মনে করাচ্ছে 'লইবাড়ি হাট'

হবিবপুরের একটি গ্রাম লইবাড়ি। 'লইবাড়ি হাট' এখানেই বসে। বিশেষত্ব বলতে এটি পুরোপুরিভাবে মহিলা পরিচালিত। বিক্রেতারা তো বটেই, এই হাটে যাঁরা কেনাকাটা করতে আসেন তাঁরাও বেশিরভাগই মহিলা।

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

হবিবপুর, ১৮ মে : সড়কপথে দূরত্ব মোটামুটিভাবে ১২০০-১৩০০ কিলোমিটার। 'লইবাড়ি হাট'-এর কল্যাণে মালদার হবিবপুর আর মণিপুরের ইম্ফলের সেই দূরত্ব যেন হেলায় উধাও। হবিবপুরের একটি গ্রাম লইবাড়ি। 'লইবাড়ি হাট' এখানেই বসে। বিশেষত্ব বলতে এটি পুরোপুরিভাবে মহিলা পরিচালিত। বিক্রেতারা তো বটেই, এই হাটে যাঁরা কেনাকাটা করতে আসেন তাঁরাও বেশিরভাগই মহিলা। অনেকেই জানেন, ইম্ফলেও এমনই একটি হাট বসে। 'ইমা কিথল' নামে সেই হাট 'মায়েদের হাট' নামেও পরিচিত। পার্থক্য বলতে, ইম্ফলের সেই হাট দেশজুড়ে সবার কাছে যতটা পরিচিত, হবিবপুরের হাটটি মোটেও ততটা নয়। অথচ এই হাটের ইতিহাস কিন্তু বেশ পুরোনো। কম করেও অন্তত ৫০ বছর। এই সময়কালে এটি ধীরে ধীরে বেড়ে কলেবরে আজ অনেকটাই বড়। মালদা জেলায় তো বটেই, পশ্চিমবঙ্গে এমন হাট দ্বিতীয়টি নেই। মণিপুরের হাটটিকে বাদ দিলে দেশে হয়তো এমন আর কোনও তৃতীয় হাটের খোঁজ নেই।

কী নেই এই হাটে? টাটকা শাকসবজি, দেশি মাছ, মাংস, ডিম। বিক্রেতাদের অনেককে দেখা গেল বাড়ির পোষ্য হাঁস, মুরগি নিয়ে এসেছেন। স্টিলের পাত্রে বাড়ির পোষা গোরুর দুধ নিয়েও অনেককে সেখানে দেখা গেল। অর্থনীতিতে 'ইউএসপি' বলে একটা শব্দ আছে। ইউনিক সেলিং পয়েন্ট। অর্থাৎ যে বিশেষ গুণের জন্য কোনও সামগ্রী বাজারে খুব ভালোভাবে বিকোয়। রোজকে রোজ সংসারের লড়াই সামলে এই বাজারে যাঁরা বিক্রিবাটা সারেন তাঁদের কাছে 'ইউএসপি' শব্দটি অনেকটাই দূরের। অর্থ জানেন কি না বলে প্রশ্ন করা হলে পুষ্প মণ্ডল নামে এক বিক্রেতা স্বাভাবিকভাবেই ঘাড় নাড়লেন। বিষয়টি বুঝিয়ে বলার পর অবশ্য তাঁর মুখে হাসি ঝলমল, 'হাটে যা কিছু বিক্রি হয় সবই কিন্তু আমাদের ঘরের। বাইরের নয়।' হাট ঘুরে সব দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল 'লইবাড়ি হাট'-এর ইউএসপি নিয়ে একটি বিজ্ঞাপনী ক্যাচলাইন লিখলে অনায়াসে লেখা যায় 'বিশুদ্ধ ও খাঁটি'।

লইবাড়ি হাটে পসরা নিয়ে তিন প্রজন্ম। -সংবাদচিত্র

এমন একটি ক্যাচলাইন করা গেলে তা যে মোটেও ভুল হবে না সেটা হাটে বাজার করতে আসা ক্রেতা নমিতা রায় মেনে নিলেন। বললেন, 'এখানে এসে কেনাকাটা সেরে কোনওদিন খারাপ কিছু পাইনি। বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর এসব খারাপ বলে কেউ কোনওদিন অভিযোগ করেনি।' নমিতার মতো অভিজ্ঞতা প্রায় সবারই। তাই তাজপুর, শোলাডাঙ্গা, কালপেঁচি, ডাঙ্গাপাড়া, মেস্তরপাড়া, বেলতলা সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে অনেকেরই এখানে নিয়মিত আনাগোনা।

তবুও তুলনা এসেই পড়ে। স্বামীদের কেউ কৃষিকাজ করেন, কেউবা দিনমজুর। সংসারে একটু সুখের আশায় হেমলতা মণ্ডলরা এই হাটে এসে পসার সাজিয়ে বসেন। মণিপুরের ইমা কিথল হাটের নাম শুনেছেন? নামটা শুনে হেমলতা হেসেই কুটিপাটি। তারপর সব শুনে তাঁর সহজসরল প্রশ্ন, 'ওরাও কি আমাদের দেখে এমন হাট শুরু করেছে?' পরে ওই হাটের বিষয়ে আরও কিছু শুনে বিড়বিড় করে বললেন, 'কী আজব এই দুনিয়া!'

দুনিয়া সত্যিই আজব। নইলে দিনকেদিন যেখানে সবকিছুর দাম মারাত্মকভাবে বেড়ে চলে সেখানে প্রতি সপ্তাহের রবি ও বৃহস্পতিবার বিকেলে বসা লইবাড়ি হাটের সমস্ত সামগ্রীর দাম সাধারণের অনেকটাই নাগালে।

এরপর ছয়ের পাতায়

উন্নত প্রজাতির আনারস চাষ মোহিতনগরে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৮ মে : রাজ্যে প্রথম উন্নতমানের সুস্বাদু এমডি ২ প্রজাতির আনারস চাষের পাইলট প্রকল্প শুরু হল জলপাইগুড়ি হর্টিকালচার দপ্তরের মোহিতনগরের পুরোনো খামারবাড়িতে। প্রায় ২ বিঘা জমিতে ১০ হাজার এই উন্নত প্রজাতির আনারসের চারা রোপণ করা হয়েছে। আগামী ১৫ মাসের মধ্যে গাছে ফলন আসবে বলে হর্টিকালচার দপ্তর জানিয়েছে। পাইলট প্রকল্প সফল হলে জলপাইগুড়ি জেলা সহ উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলাতে চাষিদের মধ্যে উন্নত প্রজাতির আনারস চাষ শুরু করা হবে।

হর্টিকালচার দপ্তরের সহকারী অধিকর্তা খুরশিদ আলম জানিয়েছেন, উন্নত এমডি ২ প্রজাতির আনারসের সঙ্গে দেশীয় আনারসের সবদিক থেকেই অনেক পার্থক্য। সাধারণ আনারসে প্রচুর অ্যাসিড থাকে। এমডি ২ প্রজাতির উন্নত আনারসে পয়েন্ট ৪ শতাংশ অ্যাসিড থাকে। সাধারণ আনারসের গায়ে অনেক চোখের মতো অংশ থাকে যা কেটে বাদ দিলে আনারসের পরিমাণ কমে যায়। উন্নত জাতের আনারসে চোখ থাকে না। সাধারণ আনারসের তুলনায় এমডি ২ প্রজাতির আনারসের মিষ্টতা অনেক বেশি। তাছাড়া উন্নত প্রজাতির আনারসে বাদামি রংয়ের রোগের প্রাদুর্ভাব থাকে না। সাধারণ আনারস গাছের পাতা খসখসে হয়, উন্নত প্রজাতির আনারসের গাছের পাতা মসৃণ হয়। এক একটি উন্নত আনারস ফল দেড় কেজি থেকে ২ কেজি ওজনের হয়। তিনি বলেন, 'পাইলট প্রোজেক্ট সফল হলে উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলাতে এই চাষ শুরু করা হবে।'

এই উন্নত প্রজাতির আনারস গাছকে টিস্যু কালচার করার পর মোহিতনগরে রোপণ করা হয়েছে। মোহিতনগর খামারের ১ বিঘা জমিতে ৫ হাজার আনারস চাষ শুরু করা হয়েছে খোলা জায়গায়। বাকি ১ বিঘা জমিতে আরও ৫ হাজার গাছ রোপণ করা হয়েছে অন্যান্য অন্য বড় গাছের ফাঁকে ফাঁকে। এই প্রকল্প রাজ্যের মধ্যে একমাত্র মোহিতনগরের খামারেই পাইলট প্রকল্প হিসেবে শুরু করা হয়েছে। যদি সফল হয় উত্তরবঙ্গজুড়েই চাষ করা হবে বলে হর্টিকালচার দপ্তর জানিয়েছে। এই উন্নত প্রজাতির আনারস স্থানীয় বাজারের পাশাপাশি রাজ্যের বাইরে পাঠানো যাবে বলে হর্টিকালচার দপ্তরের উপ অধিকর্তা অলোক মণ্ডল জানিয়েছেন। মোহিতনগরের হর্টিকালচার দপ্তরের পুরোনো খামারে দেশীয় প্রজাতির আনারস চাষ হয়ে আসছে। কিন্তু ফলন খুব একটা ভালো না হলেও মিষ্টতা তেমন থাকত না। তাই উন্নত এমডি ২ প্রজাতির আনারস চাষের পাইলট প্রকল্প শুরু করা হল। দপ্তরের বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস, যেভাবে উন্নত আনারস গাছ বেড়ে উঠছে আগামী ১৫ মাস পর ফলন ভালো দেবে।

তোপকেদাড়ায় স্নো লেপার্ডের দুই শাবকের জন্ম

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : ফের একবার তোপকেদাড়া প্রজননকেন্দ্রে সফল প্রজনন সম্পন্ন হল। এবার স্নো লেপার্ড 'রের' দুটি শাবকের জন্ম দিয়েছে। গত ১৩ মে দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু জুলজিকাল পার্কের অন্তর্গত তোপকেদাড়া ব্রিডিং সেন্টারে ওই স্নো লেপার্ডটির শাবক জন্মায়। প্রজননকেন্দ্রের তরফে জানা গিয়েছে, মা এবং সন্তানরা সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছে। সদ্যোজাত দুই শাবকের মধ্যে একজন মর্দা ও একজন মাদি।

আপাতত তাদের ক্রলে রাখা হয়েছে। সেখানেই মায়ের কাছে শাবকগুলি ধীরে ধীরে বড় হবে। তাদের স্বাস্থ্যের প্রতিও বিশেষ খেয়াল রাখা হচ্ছে। সর্বক্ষণ সিসি ক্যামেরায় নজরদারি চালানো হচ্ছে। মায়েরও বিশেষ যত্ন নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ। দার্জিলিং চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর বাসবরাজ হোলেইচি-র এ বিষয়ে বক্তব্য, 'স্নো লেপার্ড মা এবং তার শাবকরা সুস্থ রয়েছে। মায়ের স্বাস্থ্যের ওপর বিশেষ খেয়াল রাখা হচ্ছে।'

দার্জিলিংয়ের তোপকেদাড়া ব্রিডিং সেন্টার রেডপান্ডা এবং স্নো লেপার্ড প্রজননে ইতিমধ্যেই গোটা দেশে নজির গড়েছে। সফল প্রজননের পর ওই কেন্দ্র থেকে রেডপান্ডা যেমন সিঙ্গালিলার জঙ্গলে ছাড়া হয়েছে, তেমনই স্নো লেপার্ডও অন্যত্র পাঠানো হয়েছে। গত বছরের ৩১ অগাস্ট তোপকেদাড়া ব্রিডিং সেন্টারে একজোড়া স্নো লেপার্ডের জন্ম হয়েছিল।

বর্তমানে দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় স্নো লেপার্ডের সংখ্যা ১৩। তার মধ্যে চারটি মর্দা ও সাতটি মাদি। গত বছরের শেষের দিকে স্নো লেপার্ড 'রের' অন্তঃসত্ত্বা হয়। এরপর থেকেই তাকে বিশেষ যত্নে রাখা হয়েছিল।

চিকিৎসকরা ২৪ ঘণ্টা তার স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখছিলেন। তারপর গত ১৩ মে রের সফলভাবে দুটি শাবকের জন্ম দেয়। বর্তমানে মা স্নো লেপার্ডকে বেশি করে জল, মাংস ও প্রোটিন জাতীয় খাবার দেওয়া হচ্ছে। খাবারের সঙ্গে একাধিক ওষুধও রয়েছে।

যেহেতু শাবকরা মায়ের দুধ খেয়েই বড় হচ্ছে তাই দিনে বেশ কয়েকবার তাকে খেতে দেওয়া হচ্ছে বলে চিড়িয়াখানার কর্তারা জানিয়েছেন।

বিশেষ যত্ন

- সদ্যোজাত দুই শাবকের মধ্যে একটি মর্দা ও অন্যটি মাদি
- আপাতত তাদের ক্রলে রাখা হয়েছে
- সেখানেই মায়ের কাছে শাবকগুলি বড় হবে
- তাদের স্বাস্থ্যের প্রতিও বিশেষ খেয়াল রাখা হচ্ছে
- সর্বক্ষণ সিসি ক্যামেরায় নজরদারি চালানো হচ্ছে
- মায়েরও বিশেষ যত্ন নেওয়া হচ্ছে

লাটাগুড়িতে পর্যটকদের চায়ের আড্ডা

নাগরাকাটা, ১৮ মে : এ-ও আরেক 'চায়ে পে চর্চা'। ডুয়ার্সের পর্যটকদের নিয়ে চা আড্ডার আয়োজন করেছে জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতি। ২১ মে আন্তর্জাতিক চা দিবস। সেদিন লাটাগুড়িতে অনুষ্ঠানটি হবে। ক্ষুদ্র চা চাষিদের তৈরি গ্রিন, ব্ল্যাক, অর্থডক্স, হোয়াইট বা পার্পলের মতো রকমারি স্বাদ এবং গন্ধের চায়ের মৌতাত তো রয়েইছে। পাশাপাশি থাকছে স্থানীয়দের নিয়ে লোকনৃত্য, চায়ের ওপর প্রশ্নোত্তরের আসরও। বুধবারের এই আয়োজনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন।

উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, সেদিন বিকেল পাঁচটা থেকে চায়ের আড্ডা শুরু হবে। চলবে সন্ধ্যা আটটা পর্যন্ত। সব পর্যটকদের বিনামূল্যে চা খাওয়ানো হবে। থাকবে চা বিক্রির স্টলও। ময়নাগুড়ির 'জয় জল্পেশ' ফ্যাক্টরি সহ জেলার অন্যান্য জায়গার ক্ষুদ্র চা চাষিদের ছয়টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ফ্যাক্টরি কিংবা বাড়িতে নিজেদের হাতে তৈরি উচ্চ গুণগতমানের চায়ের স্বাদ পরখ করতে পারবেন পর্যটকরা। বিভিন্ন বড় বাগানের চা কিনে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাও থাকবে সেখানে।

হরিমাধব মঞ্চের শিলান্যাস প্রস্তাব মমতাকে

বালুরঘাট, ১৮ মে : সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন বাংলা নাটকের কালজয়ী নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়। তাঁর প্রয়াণের পরেরদিনই বালুরঘাট পুরসভা তাঁর স্মৃতিতে বালুরঘাটে হরিমাধব মুক্তমঞ্চ গড়ে তোলার আশ্বাস দিয়েছিল। এবার মুখ্যমন্ত্রীর হাতে সেই মঞ্চের শিলান্যাসের প্রস্তাব পাঠাল বালুরঘাট পুরসভা। সোমবার উত্তরবঙ্গ সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার ডাবগ্রামে পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে কয়েক হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন তিনি। সেখানেই বালুরঘাট শহরের সুরেশরঞ্জন পার্কের সামনে প্রয়াত হরিমাধবের স্মৃতিতে মুক্তমঞ্চের শিলান্যাস হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে।

বৃষ্টি তখনও নামেনি। রবিবার বিকেলে বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের ক্যামেরায়।

স্বীকৃতি না থাকায় আসছে না অনুদান

ন্যাকের পরিদর্শন, ধোঁয়াশা পিবিইউয়ে

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৮ মে : প্রতিষ্ঠার পর এক দশকের বেশি সময় অতিক্রান্ত হলেও এতদিনে ন্যাক (ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল)-এর পরিদর্শন করাতে পারেনি কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। শুধু তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২ বি স্বীকৃতিও নেই। অধ্যাপকদের দু'-একজন জানিয়েছেন, ১২ বি স্বীকৃতি না থাকায় ইউজিসি, সিএসআইআর-এর অনুদান পাচ্ছে না বিশ্ববিদ্যালয়। ন্যাক-এর পরিদর্শন না হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনার মানও প্রশ্নের মুখে। বিষয়টি নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা এবিএন শীল কলেজ, কোচবিহার কলেজ, বাণেশ্বর সারথিবালা মহাবিদ্যালয়, মেখলিগঞ্জ কলেজ সহ নানা প্রতিষ্ঠান ন্যাক থেকে মূল্যায়ন করিয়েছে। কিন্তু উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এতদিনেও সেই পরিদর্শন তথা মূল্যায়ন না করানোয় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে। এবিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবদুল কাদের সাফেলির বক্তব্য, 'ন্যাক-এর পরিদর্শন করাতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য থাকা প্রয়োজন। যেহেতু বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যহীন, তাই তিনি এলেই সংশ্লিষ্ট প্রস্তুতি নেওয়া হবে।'

দেবকুমার মুখোপাধ্যায় উপাচার্য থাকাকালীন ইউজিসির ১২ বি স্বীকৃতি এবং ন্যাক-এর পরিদর্শন করানোর জন্য দু'-তিনবার দিল্লি গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিটি বিভাগে পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাব এবং পরিকাঠামোগত সমস্যার কারণে সেসময় প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। এদিকে উপাচার্য না থাকায় সমস্যা বাড়ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। কবে উপাচার্য আসবেন, সেদিকে তাকিয়ে রয়েছেন সকলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক মাধবচন্দ্র অধিকারী বলেন, 'ন্যাক-এর মূল্যায়ন না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা কলেজগুলির সমস্যা হতে পারে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনার মানও প্রশ্নের মুখে দাঁড়াবে। এর সমাধান দরকার।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রবীণ অধ্যাপকের মন্তব্য, 'এতদিনেও আমাদের ন্যাক-এর পরিদর্শন হয়নি। স্থায়ী উপাচার্য থাকাকালীন কর্তৃপক্ষ চেষ্টা চালালেও কোনও কারণে তা হয়নি। ১২ বি স্বীকৃতিও আমাদের নেই। কেন এবিষয়ে কারও সদিচ্ছা নেই, তা বুঝতে পারছি না।'

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানানো হয়েছে, ১২ বি স্বীকৃতি না থাকায় ইউজিসি, সিএসআইআর থেকে সেভাবে অনুদান আসছে না। এতে মূলত বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপকদের কাজের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার পর ১৩ বছর হতে চললেও প্রতিটি বিভাগে শিক্ষাকর্মীর অভাব রয়েছে। প্রতিটি বিভাগে রয়েছে পর্যাপ্ত অধ্যাপকের অভাবও। এতে প্রতি মুহূর্তে নানা সমস্যায় পড়তে হচ্ছে ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে অধ্যাপকদের। এক অধ্যাপক বলেন, 'অধ্যাপক সংখ্যা, কোয়ার্টার্র, আলাদা প্রশাসনিক ভবন সহ প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো কিছুই সেভাবে আমাদের নেই। এসব থাকলে ন্যাকের ক্ষেত্রে আলাদা পয়েন্ট পাওয়া যায়।'

সীমান্তের কাছে নদীতে ভাসছে বহু জুতো

অমিতকুমার রায়

মানিকগঞ্জ, ১৮ মে : নদীর জলে ভেসে আসছে রংবেরঙের নানান মাপের জুতো। এই ঘটনা ঘিরে ছড়াল আতঙ্ক ও চাঞ্চল্য। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের নগর বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। তবে প্রশ্ন একটাই, এত নতুন জুতো এল কোথা থেকে? সীমান্ত সংলগ্ন বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশেই বাংলাদেশ। সীমান্তের ওপার থেকেই কি জুতো ভেসে আসছে? তা নিয়েও চর্চা চলছে।

পঞ্চায়েতের উপপ্রধান দিলীপকুমার দাস বলেন, 'এরকম রংবেরঙের জুতো সাধারণত পাহাড়ি এলাকার মানুষ ব্যবহার করে। দুষ্কৃতীরা হয়তো কোনও দোকান বা গাড়ি থেকে এসব লুট করেছিল। এলাকায় তা বিক্রি করতে না পেরে হয়তো নদীর জলে ফেলে দিয়েছে।' জুতোগুলো বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায় মানিকগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ। জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'বস্তার জুতোগুলো পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে আতঙ্কিত হওয়ার মতো কোনও কিছু পাওয়া যায়নি। এগুলো সবই পুরোনো, ব্যবহৃত জুতো।' অকারণ গুজব না ছড়ানোর অনুরোধ করেন জেলা পুলিশ সুপার।

গত শনিবার অমরখানা এলাকায় ডোকাইচাঁদ নদী থেকে প্রথমে বস্তাবোঝাই জুতো মেলে। রবিবার ফের অমরখানা এলাকায় যমুনা নদীর জলে আরও এক বস্তাবোঝাই জুতো নদীর জলে ভাসতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তারপর রাস্তার পাশে ঝোপে, চা বাগান, চাষের জমি থেকে ঝাঁ চকচকে রংবেরঙের জুতোর দেখা মিলতে থাকে। স্থানীয় পরেশ রায় বলেন, 'নতুন জুতো দেখে কেউ কেউ লুট করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আবার অনেকেই চিন্তিত জুতোয় কোনও বিপদ লুকিয়ে রয়েছে কি না, সেটাই বুঝতে পারছে না।'

CORRIGENDUM LEGAL NOTICE

I Tapash Nandi, Advocate, Siliguri have Published a Legal Notice on 16-05-2025 in Page No. 02, Col. No. 05, of UTTAR BANGA SAMBAD and the Deed Number which are lost shall be read as I - 4867 & I - 4870 for the year 1984 instead of DEED NUMBER I - 4870 for the year 1984.

Tapash Nandi (Advocate)
Siliguri, M:- 94341 51274

বিক্রয়

আলিপুরদুয়ার নিউটাউন পার্ক রোডের পাশে 3.75 ডেসিমেল জমি অতিসত্বর বিক্রয় হবে। Mo : 8101427002. (C/115566)

•

পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি সংহতি মোড়ের কাছে ২ কাঠা জমির ওপর তিনতলা সুসজ্জিত বাড়ি বিক্রয় করতে চাই। M : 9832093348. (C/116345)

ক্রয়

খড়িবাড়ি ব্লকে একবিঘা রেজিঃ জমি কিনতে চাই। M : 9832093348. (C/116545)

কর্মখালি

৯টা থেকে ৯টা (9 AM to 9 PM) শিলিগুড়িতে সিকিউরিটি গার্ড লাগবে, বেতন - 12,000/-, M : 8001040040.

•

শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়ায় ফ্ল্যাট-এর জন্য নাইটগার্ড লাগবে, বেতন 10,000/-, বয়স : 20-50, M: 9933119446. (C/116501)

কর্মখালি
স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত কেরিয়ার তৈরি করুন। আয় 10-18000/-, থাকা খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/116323)

•

Linux Admin Support Engineer in State Data Centre. Location : Siliguri & Agartala Experience : 0 to 3 years, k.saikh@bluematrixsolution.com

ASSAY INDIAN MODEL SCHOOL (AIMS)

Required pure Sci, Math, Eng., Physical Sci.Teacher. Salary : 12 K-15K. Mob : 9733055032, 7363007227. (C/116502)

অ্যাভিডেভিট

আমার কিছু তথ্যাদিতে Satyajit Ray লিপিবদ্ধ আছে। গত 17.05.25, 3rd Court, সদর, কোচবিহার J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Satyajit Roy এবং Satyajit Ray এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। ব্রহ্মত্তর কশাল ডাঙ্গা, আকরারহাট বন্দর, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/115934)

•

দিনহাটা EM কোর্টে 16.5.25 অ্যাফিডেভিট বলে আমি চন্দ্রিমা রায় বেপারী এবং চন্দ্রিমা রায় একই ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। সাং জিৎপুর-১। (S/M)

আজ টিভিতে

চ্যাটার্জি বাড়ির মেয়েরা সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ দেবতা, বেলা ১১.০০ ভক্তের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, দুপুর ১.০০ সেদিন দেখা হয়েছিল, বিকেল ৪.০০ রিফিউজি, সন্ধে ৭.০০ বিধিলিপি, রাত ১০.০০ মন মানে না, ১.০০ নব্যাংশ
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ সাত পাকে বাঁধা, বিকেল ৪.২০ গুরু, সন্ধে ৭.৩০ সংগ্রাম, রাত ১০.৪৫ শাপমোচন
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ মেমসাহেব, দুপুর ১.৩০ প্রাণের স্বামী, বিকেল ৪.৩০ বর কনে, রাত ১০.৩০ রূপবান, ১.১৫ জয় কালী কলকাতাওয়ালি
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ শুভ রজনী
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মস্তান
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অমর সঙ্গী
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি: দুপুর ১২.০৩ দ্য লেজেন্ড অফ মাইকেল মিশ্রা, ২.০৬ নো ওয়ান কিলড জেসিকা, বিকেল ৪.২২ দিল বেচারা, সন্ধে ৬.০৫ রাজনীতি, রাত ৯.০০ দম লগাকে হইসা, ১০.৫৪ ওহ কওন থি?
জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৩২ বিবি নম্বর ওয়ান, দুপুর ১.৫৭ স্যামি-টু, বিকেল ৪.৪৯ পিগুম, রাত ১০.৩৪ মায়োঁ
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.৩৬ দ্য হিরো : লভ স্টোরি অফ আ স্পাই, বিকেল ৫.১১ দবং-থ্রি, রাত ৮.০০ উরি : দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, ১০.৪৪ পিপা
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.১১ বার বার দেখো, দুপুর ১.৩৩ জাজমেন্টাল হ্যায় কেয়া, বিকেল ৩.৩৬ মনমর্জিয়াঁ, সন্ধে ৬.১৫ এজেন্ট বিনোদ, রাত ৯.০০ বাওয়াল, ১১.১৮ গুডবাই

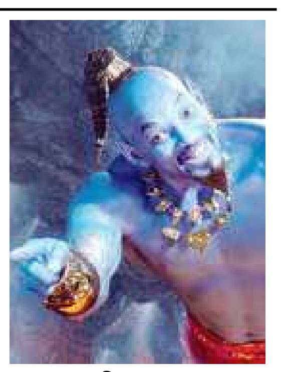

আলাদিন রাত ৮.৪৫
স্টার মুভিজ এইচডি

সাতে পাকে বাঁধা
দুপুর ১.৩০ জলসা মুভিজ

দ্য লেজেন্ড অফ মাইকেল মিশ্রা
দুপুর ১২.০৩ স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

উত্তরের শিকড়

সমাধিফলক যেন ওঁদের অবদানের সাক্ষী

অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলায় চা শিল্প স্থাপনের কাণ্ডারি, তথা ইংরেজ টি প্ল্যান্টার্সরা যেন আজও জীবিত আছেন স্থানীয় সেন্ট মাইকেল অ্যান্ড অল অ্যাঞ্জেলস চার্চের তত্ত্বাবধানে থাকা সমাধিফলকে। দূর-দূরান্ত থেকে আজও অনেকেই আসেন সেসব সমাধিফলক দেখতে তথা সেই সকল চা বণিকদের সম্পর্কে জানতে।

এই চার্চের জমিতে ডুয়ার্সের নানা কবরস্থান থেকে এনে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে সমাধিফলকগুলি। তবে বহুদিন সেই ফলকগুলি অবহেলায় পড়ে ছিল। যার মধ্যে কয়েকটি সমাধিফলক তুলে এক জায়গায় উঁচু করে সাজিয়ে রেখেছে চার্চ কর্তৃপক্ষ। যেমন এখানে লুইসা ক্যাথেরিন নামে এক চা বণিকের সমাধিফলক রয়েছে। ১৯০২ সালে তিনি মারা যান ডুয়ার্সের চা বলয়ে মারণ রোগ কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়ে। এছাড়াও ১৮৭৭ সালে ওয়ালটার আলেকজান্ডার জন থমসনের স্ত্রী শার্লি থমসন মারা যান কলেরায়। তাঁর সমাধিফলকও এখানে রয়েছে। চার্চটির প্রতিষ্ঠার পেছনে এই মহিলার অনেক অবদান রয়েছে। আরেক ইংরেজ ক্যাপ্টেন জন গ্র্যান্টের ২১ বছরের ছেলে জেমসের কলেরায় মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর সমাধিফলকও রয়েছে সযত্নে। ১৮৯৭ সালের ২২ মার্চের মৃত্যুর এই তারিখের পাশে পাথরে ইংরেজিতে খোদাই রয়েছে julpaiguri নামটি। যদিও আজকের ইংরেজি অক্ষরে jalpaiguri বানান লেখা হয়। ডুয়ার্সের সোনগাছি, বাগরাকোট, চিলৌনির বহু ইংরেজ চা কর্তা এবং ম্যানেজারের স্মৃতি ফলক চার্চের ভেতরে জ্বলজ্বল করছে। চার্চের পরিচালন সমিতির সভাপতি সুহৃদ মণ্ডল বলেন, 'আমরা চাই ডুয়ার্সের চা বাগানের গোড়াপত্তনে ইংরেজদের অবদান ও ডুয়ার্সের নানাবিধ রোগের ইতিহাস সম্পর্কিত হেরিটেজ মিউজিয়াম গড়ে তুলতে সরকারিভাবে সাহায্য করা হোক।'

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ চলবে। প্রেমের ক্ষেত্রে অপরিচিত ব্যক্তির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। **বৃষ :** পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। দূরের কোনও বন্ধুর সঙ্গে ব্যবসায়িক যোগাযোগে উপকৃত হবেন। **মিথুন :** রাস্তায় কোনওরকম বিতর্কে জড়ালেই সমস্যা হবে। প্রিয়জনের জন্যে কিছু করতে পেরে আনন্দ। **কর্কট :** সন্তানের উচ্চশিক্ষার জন্যে খরচ বাড়বে। নতুন বাড়ি কেনার যোগ। **সিংহ :** অহেতুক কথা বলে জনপ্রিয়তা নষ্ট হবে। জমি ও বাড়ির কাগজপত্র সাবধানে রাখুন। **কন্যা :** জনহিতকর কাজে অংশগ্রহণে তৃপ্তি লাভ। দূরের বন্ধুকে কাছে পেয়ে আনন্দ। **তুলা :** সপরিবারে ভ্রমণে আনন্দ। কর্মপ্রার্থীরা কাজের সুযোগ পাবেন। ভালো কাজের জন্যে সম্মান প্রাপ্তি। **বৃশ্চিক :** সামান্য উদাসীনতায় সম্পর্কের ক্ষতি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বদলের ইঙ্গিত। **ধনু :** প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝতে পারেন। কোনও নতুন কর্মক্ষেত্র থেকে ভালো সুযোগ আসবে। **মকর :** ব্যবসায় ভালো ফল লাভ হবে। নতুন কোনও প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হতে পারে। প্রিয়জনের সহায়তা প্রাপ্তি। **কুম্ভ :** কর্মক্ষেত্র বদলের সিদ্ধান্ত। পুরোনো রোগ ফিরতে পারে। প্রেমে শুভ। **মীন :** বিদ্যার্থীদের শুভ। মায়ের পরামর্শে সংসারের সমস্যা কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৪ জৈষ্ঠ্য, ১৪৩২, ভাঃ ২৯ বৈশাখ, ১৯ মে, ২০২৫, ৪ জেঠ, সংবৎ ৭ জ্যৈষ্ঠ বদি, ২০ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৪।৫৮, অঃ ৬।১০। সোমবার, সপ্তমী রাত্রি ১।২৯। শ্রবণানক্ষত্র দিবা ৩।৫৪। ব্রহ্মযোগ রাত্রি ১।২৩। বিষ্টিকরণ দিবা ১।৫৪ গতে ববকরণ রাত্রি ১।২৯ গতে বালবকরণ। জন্মে-মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ৩।৫৪ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ৩।৪৪ গতে কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। মৃতে- একপাদদোষ, রাত্রি ১।২৯ গতে দোষ নাই। যোগিনী- বায়ুকোণে, রাত্রি ১।২৯ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ৬।৩৭ গতে ৮।১৬ মধ্যে ও ২। ৫২ গতে ৪।৩১ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১৩ গতে ১১।৩৪ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পূর্বে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ১২। ৪২ গতে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান, কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১২।৪২ গতে ২। ৫২ মধ্যে নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ বৃক্ষাদিরোপণ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৮।৩০ গতে ১০।১৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।৮ গতে ১১।৫৮ মধ্যে ও ১।২২ গতে ২। ৫০ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৩।৩০ গতে ৪।১২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

খাবারের সন্ধানে।। রবিবার গাজোলে পঙ্কজ ঘোষের তোলা ছবি।

উদ্যোগী মালদা ইন্ডাস্ট্রিয়াল চেম্বার অফ কমার্স

শিল্পতালুকে মমতার দৃষ্টি আকর্ষণ আজ

প্রকাশ মিশ্র

মালদা, ১৮ মে : সোমবার শিলিগুড়িতে শিল্প সভা অর্থাৎ বিজনেস মিটে যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে উত্তরবঙ্গের শিল্প উদ্যোগীরা থাকবেন। শিল্প সভাকে কেন্দ্র করে মালদা জেলার আদিনা, হবিবপুর ও মানিকচকে নতুন তিনটি শিল্পতালুক তৈরির জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে প্রস্তাব দিয়েছে মালদা ইন্ডাস্ট্রিয়াল চেম্বার অফ কমার্স।

ক্ষুদ্র, মাঝারি শিল্পে এগিয়ে থাকা মালদা জেলায় আরও নতুন তিনটি শিল্পতালুক তৈরি হলে শিল্পের প্রসার ঘটবে ও অনেক মানুষ কাজ পাবেন বলে দাবি মালদা ইন্ডাস্ট্রিয়াল চেম্বার অফ কমার্সের সদস্যদের।

সংগঠনের সভাপতি সৌরভ টিকরিওয়াল বলেন, 'সোমবার শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গের শিল্প উদ্যোগী, বিভিন্ন ক্লাস্টারের সঙ্গে যুক্ত উদ্যোগী, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের নিয়ে শিল্প সভা হবে। আমাদের তরফে জেলার শিল্পের প্রসার ও উন্নয়নের স্বার্থে বেশ কিছু প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রীকে মেলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। সভাতেও আমরা বিষয়টি তুলে ধরব।'

বর্তমানে মালদার নারায়ণপুরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক রয়েছে। দ্বিতীয় শিল্পতালুক গাজোলে গড়ে উঠছে।

উদ্যোগ

- সোমবার শিলিগুড়িতে শিল্প সভায় উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী ও ৭৫ জন শিল্প উদ্যোগী
- মালদা একটি শিল্প সম্ভাবনাময় এলাকা
- সেখানে নতুন তিনটি শিল্পতালুক তৈরির জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে প্রস্তাব
- শিল্প হলে কর্মসংস্থান বাড়বে

মালদা একটি শিল্প সম্ভাবনাময় এলাকা। সেখানে আরও বেশি পরিমাণে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক বা শিল্পতালুক গড়ে তোলা দরকার।

তবে জেলায় আরও অনেক জায়গা থাকতে ওই তিন জায়গাতে নতুন শিল্পতালুক গড়ে তোলার কারণ হিসেবে সৌরভের যুক্তি, 'আমরা বলেছি জেলায় এই তিনটি এলাকা শিল্পের দিক থেকে অনেকটা পিছিয়ে পড়া। অথচ এখানে প্রচুর মানবসম্পদ রয়েছে। ওই এলাকাগুলির অনেক শ্রমিক বাইরে কাজ করতে যান। তাই এখানে শিল্প হলে তাঁরা কাজ পাবেন। এছাড়াও ওই তিন এলাকাতেই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের সাব-স্টেশনও রয়েছে। তবে শিল্পক্ষেত্রে দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গের বিদ্যুতের চার্জ যেন একইরকম হয় সেই দাবি আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রাখব।'

সংগঠনের সদস্য বিনোদ সাহার বক্তব্য, 'ক্ষুদ্র, মাঝারি বা ছোট শিল্প অর্থাৎ এমএসএমই'র ক্ষেত্রে বাংলাশ্রী প্রকল্পে রাজ্য সরকার অনুদান দিয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে সংগঠনের তরফে মালদা ও দুই দিনাজপুরকে একই স্তরে রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা থেকে প্রায় ৭৫ জন শিল্প উদ্যোগী ওইদিন শিলিগুড়ির শিল্প সভায় যোগ দেবেন।

বধূ নির্যাতনে গ্রেপ্তার ২

রায়গঞ্জ ১৮ মে : বধূ নির্যাতনের অভিযোগে তাঁর স্বামী ও পরিবারের এক সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন থানার ভারিলা গ্রামে। পুলিশ জানায়, ধৃতদের নাম প্রণবকুমার সরকার ও প্রদীপ সাহা। ধৃত প্রণব স্কুল শিক্ষক।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ায় পুলিশ সুপারের অফিসে কনস্টেবল পদে কর্মরত ওই গৃহবধূ। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৬ সালে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন থানার ভারিলা গ্রামের বাসিন্দা প্রণবের সঙ্গে বিয়ে হয় ওই গৃহবধূর। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই ওই বধূর উপর নানা কারণে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালাতেন স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন। গত ২০১৮ সালে তাঁর স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাঁকে খুন করার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। ওই ঘটনায় মহিলা থানায় ২২/৬/২০১৮ তারিখে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই গৃহবধূ। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। দীর্ঘদিন অভিযুক্তরা ফেরার ছিলেন। এদিন সকালে তপন থানা এলাকার বাড়ি থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের এদিন রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

নারদ জয়ন্তী

গঙ্গারামপুর ও বালুরঘাট, ১৮ মে : নারদ জয়ন্তী সপ্তাহ উদযাপিত হল রবিবার দেবর্ষি নারদ জয়ন্তী উদযাপন সমিতির উদ্যোগে। গঙ্গারামপুর সরস্বতী শিশু মন্দিরে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন সেখানে স্থানীয় সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদের সংবর্ধিত করা হয়।

এদিকে, শনিবার সন্ধ্যায় বালুরঘাট বিশ্বাসপাড়ায় সাংবাদিকদের সম্মান জানানো হল বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্রের দেবর্ষি নারদ জয়ন্তী উদযাপন সমিতির তরফে। ওইদিন বালুরঘাটের প্রায় ৩১ জন সাংবাদিককে 'দেবর্ষি নারদ সাংবাদিক সম্মান ২০২৫' দেওয়া হয়। এদিনের কর্মসূচিতে সাংবাদিকদের পাশাপাশি উদ্যোক্তারা উপস্থিত ছিলেন।

মারপিট

পতিরাম, ১৮ মে : পতিরামের বাউল জগন্নাথবাটি সমবায় সমিতি সংলগ্ন এলাকায় বাউল হরিবাসরের প্রসাদ বিলিকে কেন্দ্র করে শনিবার রাতে মারপিটের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। শনিবার রাত প্রায় ১১টায় হরিবাসর কমিটির কয়েকজনের সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দা ক্ষিতিশ পাল ও তাঁর স্ত্রী রেণুকা পালের বচসা বাধে। অভিযোগ, এরপর ওই দম্পতিকে মারধর করা হয়। চিৎকার শুনে ছুটে আসা সুমন সরকারও আক্রান্ত হন। আহতদের বালুরঘাট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শাস্তির দাবিতে থানার দ্বারস্থ শাশুড়ি-বৌমা

মাকে খুনের চেষ্টা ছেলের

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৮ মে : প্রথমে সম্পত্তির দাবি। এরপর নেশার টাকা চেয়ে না পাওয়ায় বিধবা মাকে গলা টিপে খুনের চেষ্টা করল ছেলে। বৃদ্ধা শাশুড়িকে রক্ষা করতে এসে বেধড়ক মার খেতে হয়েছে বৌমাকেও। শাশুড়ি-বৌমা একযোগে এখন ওই কীর্তিমান ছেলের শাস্তির দাবিতে বালুরঘাট থানার দ্বারস্থ হয়েছেন। এমনই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে বালুরঘাট ব্লকের জলঘর গ্রাম পঞ্চায়েতের ত্রিকুল এলাকায়। অভিযোগ পেয়ে যথারীতি বালুরঘাট থানার পুলিশ অভিযুক্ত তরুণ সিরিল বেসরাকে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় মায়ের কাছে টাকার দাবি করে অভিযুক্ত সিরিল। কৃষিমজুরের কাজ করে বৃদ্ধ মা বিশমণি মার্ডি কোনওরকমে সংসার চালান। কিন্তু নেশাগ্রস্ত ছেলে প্রায়দিনই টাকা ও সম্পত্তির দাবিতে বাড়িতে অত্যাচার চালায়। দিন কয়েক আগেও নেশার টাকা জোগাড় করতে নিজের বাড়ির নানা সামগ্রী বিক্রি করে দেয়। নেশার জন্য স্ত্রীর বাড়ি থেকে আনা অলংকার সহ নানা সামগ্রীও বিক্রি করে দিয়েছে বলে স্থানীয়দের বক্তব্য। এছাড়াও মায়ের নামে ব্যাংক থেকে ঋণ তুলে নিয়েছে ওই তরুণ। শনিবার ওই তরুণ মায়ের কাছে বসতভিটে লিখে দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। তা নিয়ে মায়ের সঙ্গে তার চরম বচসা হয়। এরপর নেশার টাকা দাবি করে। কিন্তু তার মা টাকা দিতে অস্বীকার করায় মাকে বেধড়ক মারধর শুরু করে বলে অভিযোগ। এমনকি গলা টিপে মাকে খুন করার চেষ্টা করে। বৃদ্ধার চিৎকার শুনে বৌমা ছুটে এলে, তাঁকেও বেধড়ক মারধর করে ওই তরুণ। তবে এরপর প্রতিবেশীরা ছুটে এসে দুজনকে উদ্ধার করেন। কোনওরকমে বেঁচে যান দুজনেই। তবে আতঙ্কে শাশুড়ি-বৌমা বাড়ি ছেড়ে প্রতিবেশীর বাড়িতে আশ্রয় নেন। পরে পরিচিতদের সাহায্যে বালুরঘাট থানার দ্বারস্থ হন তাঁরা। ওই বৃদ্ধা বলেন, 'ছেলে বাড়িতে কোনও খরচই দেয় না। কোনও কাজকর্মও করে না। মাঝেমধ্যেই নেশার জন্য টাকা চায়। এনিয়ে আগেও মারধর করেছে। বাড়ির প্রায় সমস্ত সামগ্রী বিক্রি করে ফেলেছে। এখন সম্পত্তি লিখে দেওয়ার নামে অত্যাচার চালাচ্ছে। প্রতিবেশীরা এগিয়ে না এলে গলা টিপে মেরেই ফেলত। বৌমাকেও মারধর করেছে এবং মেরে ফেলার চেষ্টা করেছে।' বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস বলেন, 'ঘটনাটির তদন্ত শুরু করা হয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

যা ঘটেছে

- নেশার টাকা চেয়ে না পাওয়ায় বিধবা মাকে গলা টিপে খুনের চেষ্টা করল ছেলে
- বৃদ্ধা শাশুড়িকে রক্ষা করতে এসে বেধড়ক মার খেতে হয়েছে বৌমাকেও
- শাশুড়ি-বৌমা একযোগে এখন ওই কীর্তিমান ছেলের শাস্তির দাবিতে বালুরঘাট থানার দ্বারস্থ হয়েছেন
- অভিযোগের ভিত্তিতে গুণধর ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ

সুভাষ সভাপতি, প্রভাব বৃদ্ধি বিপ্লবের

বালুরঘাট, ১৮ মে : বছর ছয়েক আগে ২০১৯ সাল থেকে কার্যত রাজনৈতিক পতন শুরু হয়েছিল। কিন্তু আগামী ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের বৈতরণি পার করতে তাঁর উপরেই ভরসা রাখছে রাজ্য নেতৃত্ব। তণমূল সূত্রে এমনটাই খবর। গত ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তিনি খোদ বিজেপির কাছে পরাজিত হলেও জেলা রাজনীতিতে ক্রমেই প্রভাব বাড়ানো হচ্ছে মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের। জেলার অধিকাংশ জনপ্রতিনিধি পদ বিপ্লব-ঘনিষ্ঠদেরই দেওয়া হয়েছিল। সাংগঠনিক পদেও বিপ্লবের অনুগামীদের আনা হয়েছিল। দলের জেলা সভাপতি পদে বিপ্লব অনুগামী বলে পরিচিত জেলা পরিষদের সদস্য সুভাষ ভাওয়ালকে বসিয়ে কার্যত মিত্র পরিবারের হাতেই দলের ব্যাটন তুলে দেওয়া হয়েছিল।

এক বছর পরেই দলের জেলা সভাপতি পরিবর্তনের যে রেওয়াজ তৃণমূল কংগ্রেসে তৈরি হয়েছিল, সেই মোতাবেক এবারে সুভাষ ভাওয়ালকে সরিয়ে বিপ্লব বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর কোনও নেতার হাতে এই জেলা সভাপতির পদ যাবে বলে মনে করা হচ্ছিল। গত কয়েক মাস ধরেই বিপ্লব শিবির ও তাঁর বিরোধী শিবিরের মধ্যে নানা রকমের সংঘাত তৈরি হয়েছিল জেলাজুড়ে। কিন্তু সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে জেলা সভাপতি হিসেবে সুভাষ ভাওয়াল ও চেয়ারম্যান হিসেবে বিধায়ক তোরাফ হোসেন মণ্ডলকেই পুনর্বহাল করে কার্যত বিরুদ্ধ গোষ্ঠীকে কড়া বার্তাই দিল দল। আর এই অবস্থায় আগামীদিনে জেলা রাজনীতিতে বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর নেতাদের কী ভূমিকা হবে, তা নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে।

> রাজ্য নেতৃত্ব ফের আমাদের দায়িত্ব দিয়েছে, ভরসা রেখেছে। সামনে বিধানসভার মতো কঠিন নির্বাচন। সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে লড়াইয়ে শামিল হব।
>
> **সুভাষ ভাওয়াল**
> *সদস্য, জেলা পরিষদ*

সুভাষ বলেন, 'রাজ্য নেতৃত্ব ফের আমাদের দায়িত্ব দিয়েছে, ভরসা রেখেছে। সামনে বিধানসভার মতো কঠিন নির্বাচন। সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে লড়াইয়ে শামিল হব।'

গত কয়েক বছরে জেলা সভাপতি পদে বাৎসরিক বদলের যে ধারা চালু হয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর তৃণমূলে, সেই রেকর্ড এবার ভাঙল। তবে আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনে সাফল্য পেতে হলে, ঘরে-বাইরে অনেক সমীকরণ মেলাতে হবে তৃণমূলকে। যা অত্যন্ত কঠিন হয়ে রয়েছে শাসকদলের কাছে। তাই এই সময় সুভাষ ভাওয়ালের মতো বিপ্লব অনুগামী নেতার কাঁধেই দলের দায়িত্ব বহাল রেখে, তোঁকে কার্যত বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিল রাজ্য নেতৃত্ব। একেই বিপ্লব বিরুদ্ধ গোষ্ঠী ক্রমেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে দক্ষিণ দিনাজপুরে। তার মধ্যে বিপ্লব শিবিরের নেতাকেই রাজ্য নেতাদের এমন প্রাধান্যতে দলের 'ব্যালেন্স' হারাতে পারে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। আর এই ব্যালেন্স জুগিয়ে দলের বৈতরণি পার করতে হবে সুভাষ ও তোরাফ হোসেনকে। বিধানসভা নির্বাচনে দলের সাফল্য আনতে পারেন কি না সেটাই দেখার।

ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত

গঙ্গারামপুর, ১৮ মে : ক্রেতা সেজে বিশেষ অভিযান চালিয়ে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করল। সেই সঙ্গে মাদক কারবারের অভিযোগে বাবা ও ছেলেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতরা হল সরজামাল আলি (৪৪) ও সাকিল আলি (২৩)। রবিবার ধৃতদের গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। গঙ্গারামপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'শনিবার রাতে গঙ্গারামপুর থানার দুমুঠো এলাকায় অভিযান চালিয়ে ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়। দুজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে তোলা হয়েছে। অভিযানে প্রায় ২০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত হয়। যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৩ লক্ষ টাকা। ধৃতদের সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত আছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

ঝুলন্ত দেহ

মালদা, ১৮ মে : রবিবার ভোরে ইংরেজবাজার থানার খাসখোল এলাকায় এক গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মৃতার নাম ঋতুপর্ণা মণ্ডল (২২)। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ৫ বছর আগে উদয় মণ্ডল নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে হয় ঋতুপর্ণার। শনিবার ধান কেটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন উদয়। মায়ের ঘরে কথা বলতে বলতে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়েন তিনি। পরে দুই সন্তানকে নিয়ে নিজের ঘরে ঘুমোতে যান ঋতুপর্ণা। ভোরে বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনতে পান পরিবারের লোকজন। ডাকাডাকি করে সাড়া না পাওয়ায় পরিবারের লোকজন দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে দেখাতে পান ঘরের মধ্যে ঋতুপর্ণার দেহ ঝুলছে। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত শুরু করেছে।

ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সম্মান জানাতে কালিয়াচকে তৃণমূলের মিছিল। রবিবার।

সেনাকে সম্মান জানিয়ে তৃণমূলের মিছিল

মালদা ব্যুরো

১৮ মে : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে অপারেশন সিঁদুরের সফলতায় এবং শহিদ ঝন্টু আলি সহ বীর সেনা শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে উদ্যোগ নিল ফরাক্কার বিধায়ক মণিরুল ইসলাম। রবিবার বিকেলে ফরাক্কা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যবস্থাপনায় জামতলা মোড় থেকে অর্জুনপুর হাইস্কুল পর্যন্ত একটি মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিলে মণিরুল বলেন, 'আমরা তৃণমূলের পরিবার সকলে দেশকে রক্ষা করার জন্য রক্ত দিতে প্রস্তুত রয়েছি।'

অন্যদিকে, সেনাবাহিনীর প্রতি সম্মান জানিয়ে পাকুয়াহাটে র‍্যালি করল বামনগোলা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। সেখানে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অশোক সরকার সহ অন্য নেতৃবৃন্দ ও দলীয় কর্মীরাও ছিলেন।

চাঁচল-২ ব্লকের মালতীপুরে তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি ও কর্নেল সোফিয়া কুরেশির অপমানের প্রতিবাদে পদযাত্রা ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হল।

সেখানে মালতীপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী, তৃণমূল কংগ্রেসের চাঁচল-২ ব্লক সভাপতি আবু কালাম আজাদ, জেলা পরিষদ সদস্য শিউলি বেগম সহ সকল জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

কালিয়াচক ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগেও এদিন মিছিল করা হয়। বিকেলে কালিয়াচক হাইস্কুল মাঠ থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি বিভিন্ন এলাকা ঘুরে কালিয়াচক চৌরঙ্গী এলাকায় শেষ হয়। সেখানে একটি পথসভাও হয়েছে। তৃণমূলের দলীয় পতাকার বদলে প্রত্যেকের হাতে ছিল জাতীয় পতাকা। ব্লক তৃণমূলের সভাপতি সারিউল শেখের কথায়, 'ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই আজকের এই মিছিল।' একইভাবে পতিরাম ও কুমারগঞ্জেও বিরাট শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হল।

> ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই আজকের এই মিছিল।
>
> **– সারিউল শেখ**
> *সভাপতি, কালিয়াচক ব্লক তৃণমূল*

পতিরামে অরূপ সরকার, পার্থ ঘোষ সহ তিনজন জেলা পরিষদ সদস্য ও প্রায় ৩০০ কর্মী-সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। কুমারগঞ্জে উজ্জ্বল বসাক, বিধায়ক তোরাফ হোসেন মণ্ডল সহ ২০০ জন ছিলেন।

এদিন বিকেলে রায়গঞ্জের দুটি জায়গা থেকে মিছিল বের হয়ে গান্ধিমূর্তির সামনে সমবেত হয়। রায়গঞ্জের পাশাপাশি ইটাহার, কালিয়াগঞ্জ, করণদিঘিতেও তৃণমূল মিছিল করেছে।

ফের যোগ বিজেপিতে

রায়গঞ্জ, ১৮ মে : গত ২৩ মার্চ উপপ্রধান সহ বিজেপির আট গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। তার আগে বিজেপির মণ্ডল সভাপতি বিশ্বজিৎ বর্মন ও পঞ্চায়েত সদস্য সুমতি হাঁসদাও ঘাসফুল শিবিরে যোগ দেন। শনিবার রাতে বিজেপির জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজ ও প্রাক্তন জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ লাহিড়ির হাত ধরে তাঁরা ফের গেরুয়া শিবিরে ফিরলেন। রামপুর অঞ্চলে বিজেপির কার্যালয়ে দলবদলকে কেন্দ্র করে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেওয়া হয়।

দলত্যাগী বিশ্বজিৎ বর্মনের কথায়, 'আমরা ভুল করে তৃণমূল কংগ্রেসে গিয়েছিলাম, এদিন ফের বিজেপিতে যোগ দিলাম।

ডুবে মৃত্যু

কুমারগঞ্জ, ১৮ মে : কুমারগঞ্জের সমজিয়ায় এক ব্যক্তির জলে ডুবে মৃত্যু হল। মৃতের নাম রবিন মুর্মু (৩৮)। স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার তিনি পুকুরে পড়ে যান। পরে তাঁর দেহ জলে ভেসে ওঠে। এলাকাবাসীরা তাঁকে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্থানীয়দের দাবি, তাঁর মৃগীরোগ ছিল। এছাড়া তিনি মাদকাসক্ত ছিলেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

জলে যাবো না। রবিবার। কোচবিহারের টাকাগাছ তোর্ষা নদীর পাড়ে। ছবি : অর্পণা গুহ রায়

পথ অবরোধ

পতিরাম, ১৮ মে : এক যুগলকে ঠাট্টা ও ব্যঙ্গবিদ্রুপ করার অভিযোগে রবিবার পতিরাম থানার ঠাকুরপুরা এলাকায় পথ অবরোধ করেন কয়েকজন আদিবাসী। তাঁদের অভিযোগ, আদিবাসী এক তরুণ ও তরুণীকে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে গল্প করার সময় স্থানীয় কয়েকজন তাঁদের উদ্দেশ্যে আপত্তিকর কথা বলেন। পুলিশ অবশ্য ঠাকুরপুরা বাজারে গিয়ে আদিবাসীদের সঙ্গে কথা বলে অবরোধ তুলে দেয়। পুলিশ জানিয়েছে, সামান্য সমস্যা নিয়ে স্থানীয় কয়েকজন পথ অবরোধ করলেও ৪৫ মিনিট পর উঠে যায়। থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শিলান্যাস

বুনিয়াদপুর, ১৮ মে : বংশীহারীর এলাহাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোট কড়ই প্রাথমিক স্কুল থেকে হাটপুকুর পর্যন্ত প্রায় আড়াই কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা পাকা হবে। রবিবার তার শিলান্যাস করলেন ক্রেতা সুরক্ষামন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। রাস্তাটি নির্মাণের জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ বরাদ্দ করেছে ১,৬৬,৬৯,৬৮৯ টাকা। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সুভাষ ভাওয়াল, পঞ্চায়েত প্রধান ঊর্মিলা পারভিন, উপপ্রধান আতাউর রহমান প্রমুখ।

মুখা শিল্পে স্বেচ্ছা উত্তরসূরি শুভম

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৮ মে : সলিল চৌধুরীর 'একগুচ্ছ চাবি' কবিতায় বলেছিলেন এমন এক গোছা চাবির কথা যেটা কবিতার কেন্দ্রীয় চরিত্র উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল। কিন্তু সেই চাবি দিয়ে যতই সামনে আসা প্রকাণ্ড দরজাগুলো খোলার চেষ্টা করে সে, বারবারই ব্যর্থ হতে হয়। পরবর্তীতে জানতে পারে তার বাবাকেও এইভাবে ব্যর্থ হতে হয়েছিল। কিন্তু তার দাদা অনায়াসে এইসমস্ত চাবি দিয়ে যে কোনও দরজা খুলে ফেলত। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ডাংগি গ্রামের ইতিহাসে সাম্মানিক স্নাতক শুভমকুমার মণ্ডলের কাহিনীটাও ওই কবিতার মতো খানিক একই। যদিও পার্থক্য একটাই, তিনি ওই চাবি দিয়ে তালাগুলো খুলতে পেরেছেন।

শুভমের ঠাকুরদা যতীন্দ্রনাথ মণ্ডল মুখাশিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু শুভমের বাবা এই কাজে আগ্রহ দেখাননি। ছোট থেকে এই শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নানান গল্প শুনে বড় হওয়া শুভমের হঠাৎই ইচ্ছা হয়েছিল ঠাকুরদার কিছু পুরোনো বেরঙিন মুখোশকে রং করার। তারপরেই ভাবনা আসে এই শিল্পকে নিয়ে কিছু করা যায় কি না। শুরু করেন পড়াশোনা, সেইসঙ্গে নিজেও মুখা বানানো শুরু করেন। ইতিমধ্যেই প্রায় ২৬টি মুখা তৈরি করে ফেলেছেন তিনি। মূলত শক্তির স্বরূপ কালী এই মুখার মুখ্য বিষয়। এছাড়া, কালীর সঙ্গিনী ডাকিনী-যোগিনী, বাঘ, সিংহ, হনুমান, নরসিংহ প্রভৃতি মুখাও এখানে তৈরি হয়। এর মাধ্যমে গ্রামবাসীদেরও স্বনির্ভর করার চেষ্টা শুরু করেন। এরপরে তাঁরা সকলে মিলে বিভিন্ন পুজোয় নিজেদের তৈরি মুখা পরে নাচও শুরু করেন। ছেলেরাই মূলত এই নাচে থাকেন। যেখানে তাঁদের শাঁখা, পলা, আলতা পরে কালী সেজে নাচতে হয়। এক্ষেত্রে গ্রামবাসীরা সকলেই মুখা নাচ জানায় সুবিধা হয়েছিল। শুভমরা ইতিমধ্যেই প্রায় ৭০টি মুখা নাচের অনুষ্ঠান করেছেন।

তরুণ প্রজন্মের শিল্পীরা মুখা তৈরিতে ব্যস্ত। ডাংগি গ্রামে।

শুভম জানান, ইতিমধ্যেই তিনি চামুণ্ডা, ডাকিনী, মাসনা, বাঘ, সিংহ, বুড়াবুড়ি সহ একাধিক মুখা তৈরি করছেন। অনেকে সেগুলো বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন। কেউ পুজোর জন্য মন্দিরে রাখছেন। ওজনে হালকা করার লক্ষ্যে গামারি ও আম কাঠ দিয়ে মুখোশগুলি তৈরি করা হচ্ছে। তাঁর কথায়, 'আমরা কয়েকজন মিলে মুখা তৈরি ও রং করে চামুণ্ডা নাচ বিভিন্ন জায়গায় দেখাচ্ছি। গ্রামবাংলার এই লোকশিল্পকে বাঁচাতে শিল্প দপ্তরের উদ্যোগ নেওয়া উচিত।' তিনি আরও জানান, বর্তমানে প্রচুর তরুণও এই শিল্পে যুক্ত হওয়ার আগ্রহ দেখাচ্ছেন।

বালুরঘাট কলেজের অধ্যাপক ও গবেষক ডঃ রিপন সরকারের কথায়, 'পশ্চিম রাঢ় অঞ্চলের ছৌ নাচ যেমন বিশ্ববিখ্যাত, তেমন দক্ষিণ দিনাজপুরের মুখাশিল্পও বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। এখানে মূলত তিন ধরনের মুখা দেখা যায়, পুনর্ভবা নদীর পূর্বপ্রান্তে একরকম, পশ্চিমপ্রান্তে আরেকরকম এবং পূর্ববঙ্গের মানুষেরা নিজেদের সঙ্গে করে গৃহদেবতার যে মুখোশ নিয়ে এসেছিলেন সেইরকম মুখা।'

ভূমি দপ্তরের নির্দেশিকা উপেক্ষা

ছুটির দিনে পুকুর ভরাটের চেষ্টা

অনির্বাণ চক্রবর্তী

মাটি কেটে পুকুরে ফেলা হচ্ছে। রবিবার বোচাডাঙ্গায়। - সংবাদচিত্র

কালিয়াগঞ্জ, ১৮ মে : রবিবার ছুটির দিন থাকায়, তাকে কাজে লাগিয়ে পুকুর ভরাটে উদ্যোগী হয়েছিলেন জমি মাফিয়া হিসেবে পরিচিত সৌমিত সরকার ওরফে পিন্টু। যদিও সংবাদমাধ্যমের উপস্থিতিতে রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হন তিনি। তবে সাংবাদিককে হেনস্তা এবং দেখে নেওয়ার হুমকি যথারীতি দিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, ভূমি দপ্তরের নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল দেখানোর সাহস তিনি কোথা থেকে পাচ্ছেন? এদিনের ঘটনা জানতে পেরে বোচাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিজেপির মিনু সরকারের স্পষ্ট বক্তব্য, 'ভূমি দপ্তরের নির্দেশিকা মেনেই ওই পুকুরের মালিককে কাজ করতে হবে। নচেৎ আমরাও পঞ্চায়েতের তরফে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করব।' ফোনে যোগাযোগ সম্ভব না হওয়ায় প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি সৌমিত ওরফে পিন্টুর।

দিনকয়েক আগে কালিয়াগঞ্জের বোচাডাঙ্গা অঞ্চলের রশিদপুর দক্ষিণপাড়া এলাকায় পুকুর ভরাটকে ঘিরে স্থানীয় এক জমি মাফিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল ওঠে। জানা যায়, কিছুদিন আগে বেসন দেবশর্মার কাছ থেকে ওই পুকুরটি রেজিস্ট্রি করে কিনেছিলেন কুনোর মোড় এলাকার বাসিন্দা পিন্টু সরকার। কাগজপত্রে ডাঙ্গা উল্লিখিত ওই পুকুরটি ভরাট করে আকাশছোঁয়া দামে বিক্রির আশায় ছিলেন পিন্টু। বেআইনিভাবে চলছিল পুকুরে মাটি

> ভূমি দপ্তরের নির্দেশিকা মেনেই ওই পুকুরের মালিককে কাজ করতে হবে। নচেৎ আমরাও পঞ্চায়েতের তরফে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করব।
>
> **মিনু সরকার** *পঞ্চায়েত প্রধান*

ফেলা। ওই খবরই সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হয়। খবরের জেরে স্থানীয় ভূমি দপ্তর থেকে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি, পুকুর থেকে সাতদিনের মধ্যে ফেলা মাটি তুলে নেওয়ার নির্দেশিকা দেন ভূমি দপ্তরের আধিকারিক। ওই নির্দেশমতো ভূমি দপ্তরে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা বাবদ জমা দেন পিন্টু। তবে, সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী ওই পুকুরের একাংশ থেকে মাটি তোলার পরিবর্তে পুকুরটিতে দিনমজুরদের দিয়ে মাটি ফেলানোর কাজ করাচ্ছিলেন। ওই খবর সংগ্রহ করতে গিয়েই এদিন এক সাংবাদিককে হেনস্তা হতে হয়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, সকাল থেকেই পুকুর ভরাট চলছিল। সাংবাদিক নিগৃহীত হতেই স্থানীয় দিনমজুররা তাঁদের কোদাল নিয়ে চম্পট দেন। এলাকা ছাড়েন পিন্টুও। পুকুরে ফেলা মাটির স্তূপে কোদালের দাগ স্পষ্ট। তবে, পিন্টুর নির্দেশেই ডাঙ্গার বদলে পুকুরের মধ্যেই মাটি কেটে ফেলছিলেন বলে স্বীকার করেন স্থানীয় বাসিন্দা পেশায় দিনমজুর সতীশ রায়। তিনি বলেন, 'পাঁচজন মিলে এদিন সকালে কাজ শুরু করেছিলাম। মাটি কেটে পুকুরেই ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন পিন্টু সরকার।'

মোবাইল ফেরাল পুলিশ

চাঁচল ও পতিরাম, ১৮ মে : চুরি হওয়া বা হারিয়ে যাওয়া ৪৫টি মোবাইল ফিরিয়ে দিল চাঁচল থানার পুলিশ। রবিবার দুপুরে থানার সিভিক ব্যারাকে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে ছিলেন চাঁচল থানার আইসি পূর্ণেন্দু কুণ্ডু সহ অন্য পুলিশ আধিকারিকরা। হারানো বা চুরি যাওয়া মোবাইল ফোনের বিষয়ে থানায় একাধিক লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছিল।

দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর সেই মোবাইলগুলি উদ্ধার করে প্রয়োজনীয় নথিপত্র যাচাই করে প্রকৃত মালিকদের হাতে এদিন মোবাইলগুলো তুলে দেওয়া হয়। উদ্ধার হওয়া মোবাইলগুলির মধ্যে একটি কিপ্যাড ফোন, বাকিগুলো অ্যানড্রয়েড। মোবাইল ফিরে পেয়ে মালিকরা চাঁচল থানার পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, গত কয়েক মাসে হারানো মোট ২০টি মোবাইল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশের বিশেষ অ্যাপের মাধ্যমে উদ্ধার করা হয়। রবিবার দুপুরে মালিকদের হাতে ফোনগুলো তুলে দেয় পতিরাম থানার পুলিশ।

পতিরাম থানার ওসি সৎকার স্যাংবো বলেন, 'এই নিয়ে বেশ কয়েকবার হারানো মোবাইল বিশেষ অ্যাপের মাধ্যমে উদ্ধার করে ফিরিয়ে দেওয়া হল।'

শিক্ষক হেনস্তায় গ্রেপ্তার

হেমতাবাদ, ১৮ মে : হেমতাবাদের একটি স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত এক শিক্ষককে জুতোর মালা পরিয়ে গোটা গ্রাম ঘোরানোর পাশাপাশি গাছের সঙ্গে বেঁধে মারধর করার অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল হেমতাবাদ থানার পুলিশ। ধৃত কিরণ প্রামাণিক হেমতাবাদ থানার কাশিমপুর এলাকার বাসিন্দা। রবিবার ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে তোলা হলে বিচারক শর্তসাপেক্ষে জামিন দেন। পুলিশ জানিয়েছে, চলতি মাসে এক তরুণীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগে ওই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে মারধর করে, গলায় জুতোর মালা পরিয়ে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেই ঘটনায় অভিযোগ ও পালটা অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে এদিন সকালে কিরণকে গ্রেপ্তার করে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে পেশ করা হয়।

রায়গঞ্জ ব্লকে বিজ্ঞান প্রদর্শনী

রায়গঞ্জ, ১৮ মে : গ্রামের মানুষকে কুসংস্কারমুক্ত করতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন রায়গঞ্জ ব্লকের বামুহা হাইস্কুলের বিজ্ঞানের শিক্ষক তারকনাথ মুখোপাধ্যায়। সকলকে হাতে-কলমে বিজ্ঞানের পাঠ দিতে নিজের বাড়িতে বিজ্ঞান ও গণিতের প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন তিনি। সেখানে বিভিন্ন মডেলের মাধ্যমে সাপে ছোবল মারলে ওঝার কাছে না গিয়ে হাসপাতালে বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়া উচিত, বাল্যবিবাহের কুফল, মোবাইল ব্যবহারের ক্ষতির দিকগুলি সহ বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হয়।

তারকনাথের কথায়, 'ছোট থেকেই যদি পড়ুয়াদের বিজ্ঞানমুখী করে তোলা উচিত। তাই বিশেষ করে গ্রামের পড়ুয়াদের নিয়ে এই উদ্যোগ। এছাড়া অভিভাবকদেরও এই প্রদর্শনী থেকে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে।' এই প্রদর্শনীতে অংশ নিতে পেরে খুশি রোহিত, ঝুমা, রিয়া, দেবদাস, অস্মিতা, সাগরদের মতো পড়ুয়ারা।

সেতুতে নিম্নমানের সামগ্রী

বালুরঘাট-হিলি রেল সম্প্রসারণ প্রকল্প নিয়ে অভিযোগ

বিধান ঘোষ

হিলি রেলে সেতু নির্মাণের কাজ চলছে। - সংবাদচিত্র

হিলি, ১৮ মে : বালুরঘাট-হিলি রেল সম্প্রসারণ প্রকল্পে সেতু নির্মাণে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ উঠল ঠিকাদারি সংস্থার বিরুদ্ধে। এমন অভিযোগে ক্ষুব্ধ আন্দোলনকারী থেকে সাধারণ মানুষ। নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তুলে ইতিমধ্যে কাটিহার ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের দ্বারস্থ হয়েছেন আন্দোলনকারীরা। গুণমান নিশ্চিত করে সেতু নির্মাণের দাবি তোলা হয়েছে। অভিযোগ খতিয়ে দেখা শুরু করেছে রেল।

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে একযুগ বন্ধ থাকার পর শুরু হয়েছে বালুরঘাট থেকে হিলি পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণের কাজ। গতবছর জুলাই মাস থেকে ২৯.৭ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথের জন্য ৫০ কোটি ব্যয়ে ১০টি সেতু নির্মাণের কাজ চলছে। কিন্তু হিলি থানার ধলপাড়া পঞ্চায়েত এলাকার চিরি নদীর ওপর সেতু নির্মাণের কাজ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অভিযোগ, নিম্নমানের লোহা, সিমেন্ট ও কাঁদাযুক্ত বালি ব্যবহার হচ্ছে সেতুর পাইলিং নির্মাণের কাজে। ফলে গুণমান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এমন অভিযোগ তুলে একলাখি বালুরঘাট রেলযাত্রী কল্যাণ ও সমাজ উন্নয়ন সমিতির চেয়ারম্যান স্মৃতিশ্বর রায় বলেন, 'আমরা প্রকল্পটির সেতু নির্মাণের কাজ দেখেছি। নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে। কাঁদাযুক্ত বালি দিয়ে ঢালাই করা হচ্ছে। রেলের কাজে এমন ঘটনা অনভিপ্রেত।' নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের বিষয়টি কাটিহারের ডিআরএমকে জানিয়েছি। কেন না, রেলের সঙ্গে মানুষের জীবনের সুরক্ষা জড়িয়ে রয়েছে।' আশঙ্কাপ্রকাশ করে রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র বলেন, 'কেন্দ্র সরকারের অধীনস্থ রেল। রেলের সঠিক কাজ হচ্ছে না বলে সাধারণ মানুষের অভিযোগ রয়েছে। সাংসদ তথা মন্ত্রীর কাছে মানুষের পক্ষ থেকে বলব, উনি নজরদারি মাধ্যমে রেলের কাজটি দেখে নিন। কারণ, রেলসেতু শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন। অন্যথায় ভবিষ্যতে বিপদ হতে পারে।' বালুরঘাটের বিধায়ক অশোককুমার লাহিড়ী বলেন, 'আমি সেতুটি পরিদর্শন করব। কাজের মান ভালো হওয়া উচিত, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু না দেখে কিছু বলতে পারব না। তবে গুজবে কান না দেওয়ার পরামর্শ দেব সাধারণ মানুষকে। তেমনই রেলকে বলব ভালো মানের কাজ করতে হবে।' কাটিহারের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার ফোন না ধরায় তাঁর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে রেলের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে।

নির্মাণে প্রশ্ন

- বালুরঘাট-হিলি রেলপ্রকল্পে চিরি নদীর ওপর সেতু নির্মাণের কাজে প্রশ্ন
- নিম্নমানের লোহা, সিমেন্ট ও কাদাযুক্ত বালি ব্যবহার হচ্ছে সেতুর পাইলিংয়ে
- নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ পেয়ে খতিয়ে দেখছে রেল

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

রঙিন।। বালুরঘাটের দোগাছি ফরেস্টে ছবিটি তুলেছেন অন্তরা ঘোষ।

টুকরো খবর

ছোবলে মৃত্যু

পতিরাম, ১৮ মে : সাপের কামড়ে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। মৃতা নীলিমা বিশ্বাস (২৯) নদিয়া জেলার পতিরাম নীচাবন্দর এলাকার বাসিন্দা। শনিবার রাতে বাথরুমে যাওয়ার সময় তাঁকে সাপ কামড় দেয়। পরিবারের সদস্যদের তরফে বালুরঘাট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মানবিকতা

বালুরঘাট, ১৮ মে : স্পাইনাল কর্ডের বিরল রোগে আক্রান্ত শিশু অম্বিকা দাসের পাশে দাঁড়ালেন বালুরঘাটের একদল তরুণ-তরুণী। নিজেদের সঞ্চয় ও পরিচিতি মহল থেকে প্রায় ২৮ হাজার টাকা সংগ্রহ করে ওই শিশুর পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছেন তাঁরা। অম্বিকার চিকিৎসার জন্য প্রায় ১৬ কোটি টাকা প্রয়োজন।

মিছিল

হরিরামপুর, ১৮ মে : বিকাশ ভবনে শিক্ষকদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জের প্রতিবাদে রবিবার হরিরামপুর বাজারে ধিক্কার মিছিল ও পথসভা করল ডিওয়াইএফআই। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের লোকাল কমিটির সভাপতি জিয়াউর রহমান।

স্মরণসভা

কুমারগঞ্জ, ১৮ মে : তৃণমূল কংগ্রেসের প্রয়াত কুমারগঞ্জ ব্লক সহ সভাপতি তথা মোহনা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান অমূল্য সরকারের স্মরণে রবিবার গোপালগঞ্জ তৃণমূল কার্যালয়ে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। ব্লক কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই সভায় ২০০ জনের মতো কর্মী-সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তোরাফ হোসেন মণ্ডল প্রমুখ।

রক্তদান

রায়গঞ্জ, ১৮ মে : রবিবার রায়গঞ্জ মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাকক্ষে নতুন একটি সংস্থা আত্মপ্রকাশ করে। এই উপলক্ষ্যে সেখানে রক্তদান ও মরণোত্তর দেহদান শিবির হল।

গেড়া নদীতে সেতুর জন্য অর্থ মঞ্জুর

করণদিঘি, ১৮ মে : দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। অবশেষে করণদিঘি ব্লকে রানিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের চানগোলা-কালীবাড়িতে গেড়া নদীর ওপর বক্স সেতু তৈরির জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর প্রায় ৩ কোটি টাকা মঞ্জুর করল। সেতুটি তৈরি হলে বৈড়াল, কালীবাড়ি, হারদা, সেশরা ও বাগপাথার গ্রামের বাসিন্দাদের ডালখোলা শহরে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরত্ব কমে যাবে।

করণদিঘি ও গোয়ালপোখর-২ ব্লকের সীমান্ত এলাকা বৈড়াল-চানগোলা। বাম আমলে কালীবাড়ি থেকে সুশীলাপুর হয়ে ভুড়রিতে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার বরাদ্দ অর্থে একটি পাকা রাস্তা তৈরি হয়ে রয়েছে। ওই রাস্তার মাঝে গেড়া

খুশি বাসিন্দারা

নদীর ওপর সেতুর দাবি দীর্ঘদিনের। সেই দাবিই এবার পূরণ হতে চলেছে।

ভোটের প্রচারে নেতা-নেত্রীরা আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে সেতু তৈরির কোনও উদ্যোগ এতদিন নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। গত বিধানসভা নির্বাচনেও সেতুর দাবিতে সরব হন এলাকার বাসিন্দারা। করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পাল বলেন, 'স্থানীয় বাসিন্দারা গেড়া নদীর ওপর সেতু তৈরির দাবি জানিয়েছিলেন। আমি কথা দিয়েছিলাম সেতু তৈরি হবে। এবার টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দ্রুত কাজ শুরু হবে।' কালীবাড়ির বাসিন্দা তরুণ দাস বলেন, 'দেরিতে হলেও সেতু তৈরির দাবি পূরণ হল। আমরা ভীষণ খুশি।'

জলের ট্যাংক ফাটিয়ে দিল মদ্যপ তরুণরা

রায়গঞ্জ, ১৮ মে : রামপুর অঞ্চলের লহন্ডা গ্রামে প্লাস্টিকের পানীয় জলের ট্যাংক ফাটিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি ট্যাপকলগুলি ভেঙে ফেলার অভিযোগ উঠেছে এলাকার ৪ জন মদ্যপ তরুণের বিরুদ্ধে। গ্রামবাসীদের অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে ২ জন তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই তরুণদের বাধা দিতে গেলে তারা অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং দেখে নেওয়ার হুমকি দেয়।

গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, তাঁদের একমাত্র ভরসা এই সরকারি পানীয় জলের প্রকল্পটি। জলের ট্যাংক ফাটিয়ে দেওয়ায় দুর্ভোগে পড়েছেন সকলে। তবে, অভিযুক্ত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন গ্রামবাসীরা। পরিবারের সদস্যদের তরফে সবকিছু মেরামত করে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

হাওড়া-কাটিহার এক্সপ্রেসের স্টপ দাবি

পুরাতন মালদা, ১৮ মে : পুরাতন মালদা এলাকার দুটি গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশন রয়েছে। একটি আদিনা, অপরটি ওল্ড মালদা জংশন। ওই স্টেশনগুলিতে অনেকদিন ধরে হাওড়া-কাটিহার এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপের দাবি করে আসছেন বাসিন্দা ও স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা।

তবে এব্যাপারে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণোর দপ্তর থেকে ইতিবাচক সাড়া মিলেছে। এনিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে নতুন করে আশার আলো দেখা দিয়েছে।

বিধায়ক বলেন, 'ওই এলাকার অনেক মানুষ বিভিন্ন কাজে কাটিহার ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যাতায়াত করেন। কিন্তু হাওড়া-কাটিহার এক্সপ্রেস ট্রেনের কোনও স্টপ না থাকায় তাঁদের চরম অসুবিধা হয়। ট্রেনটির স্টপ চালু হলে সকলের সুবিধা হবে। পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারও হবে।'

এবিষয়ে পুরাতন মালদার ভাবুক এলাকার বাসিন্দা সুজিত মণ্ডল বলেন, 'হাওড়া-কাটিহার এক্সপ্রেসের স্টপ চালু হলে আমাদের এলাকার অনেক মানুষ উপকৃত হবেন। বর্তমানে স্টপ না থাকার কারণে মালদা টাউন অথবা মালদা কোর্ট স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরতে হয়। এতে সকলের সময় ও অর্থের অপচয় হয়।'

> হাওড়া-কাটিহার এক্সপ্রেসের স্টপ চালু হলে আমাদের এলাকার অনেক মানুষ উপকৃত হবেন।
>
> **সুজিত মণ্ডল,** *বাসিন্দা*

ট্রেনের স্টপ না থাকার কারণে স্থানীয় যাত্রীদের অসুবিধার কথা বিশদভাবে উল্লেখ করে বিধায়ক রেলমন্ত্রীর কাছে চিঠি লেখেন। তার গুরুত্ব বিবেচনা করে রেলমন্ত্রীর দপ্তর থেকে ইতিবাচক উত্তর দেওয়া হয়েছে।

হাই মাদ্রাসার ফলাফল (দশম)

- **ভগবানপুর হাই মাদ্রাসা** মোট পরীক্ষার্থী-২১৮, উত্তীর্ণ-২১০, সর্বোচ্চ-ফাহামিদা ইয়াসমিন (৭৮০) (রাজ্যে যুগ্ম প্রথম)
- **ভগবানপুর গার্লস হাই মাদ্রাসা** মোট পরীক্ষার্থী-৮১, উত্তীর্ণ-৬৮, সর্বোচ্চ-নুরতাজ জাহান (৬৯৬)
- **বটতলা আদর্শ হাই মাদ্রাসা** মোট পরীক্ষার্থী-২৯১, উত্তীর্ণ-২৫২, সর্বোচ্চ-সাহিদা পারভিন (৭৮০) (রাজ্যে যুগ্ম প্রথম)
- **বাটনা হাই মাদ্রাসা** মোট পরীক্ষার্থী-১১৫, উত্তীর্ণ-৮০, সর্বোচ্চ-মুসকান পারভিন (৪৫৫)
- **চাঁদমুনি অঞ্চল হাই মাদ্রাসা** মোট পরীক্ষার্থী-১৫৮, উত্তীর্ণ-১৪৭, সর্বোচ্চ-মোসাম্মৎ রফিনা খাতুন (৪২২)
- **কারবোনা কাঞ্চননগর হাই মাদ্রাসা** মোট পরীক্ষার্থী-২২০, উত্তীর্ণ-২১০, সর্বোচ্চ-হারুন রশিদ ও হাসনেহেনা আফরিন (৬৯৪)
- **বিজিএইচকেএন হাই মাদ্রাসা** মোট পরীক্ষার্থী-১০৭, উত্তীর্ণ-১০৪, সর্বোচ্চ-সুমাইয়া খাতুন (৬৩৯)
- **মহারাজনগর হাই মাদ্রাসা** মোট পরীক্ষার্থী-২৪৯, উত্তীর্ণ-২২৬, সর্বোচ্চ-জুয়েল রহমান (৭৪২)
- **রানিনগর হাই মাদ্রাসা** মোট পরীক্ষার্থী-২৩৫, উত্তীর্ণ-২৩৩, সর্বোচ্চ-মিমিকা খাতুন (৭৫৮)
- **থাহাঘাটি হাই মাদ্রাসা** মোট পরীক্ষার্থী-১৫৭, উত্তীর্ণ-১৫২, সর্বোচ্চ-আল আমিন (৬৬০)
- **সন্তোষপুর কাতলামারি হাই মাদ্রাসা** মোট পরীক্ষার্থী-৯৫, উত্তীর্ণ-৯২, সর্বোচ্চ-নাসিম আক্তার (৭৫৯)
- **নয়াটুলি মহানন্দপুর হাই মাদ্রাসা** মোট পরীক্ষার্থী-৮১, উত্তীর্ণ-৮০, সর্বোচ্চ-খুশবু খাতুন (৫৯৬)
- **চাঁন্দুয়া দামাইপুর হাই মাদ্রাসা** মোট পরীক্ষার্থী-১৭৪, উত্তীর্ণ-১৬৭, সর্বোচ্চ-মহম্মদ মোতারিফ (৭৫৩)
- **ধানগাড়া বিষণপুর হাই মাদ্রাসা** মোট পরীক্ষার্থী-২৬৬, উত্তীর্ণ-২৩৫, সর্বোচ্চ-গুলজার আলম (৭৫৩)
- **জগন্নাথপুর হাই মাদ্রাসা** মোট পরীক্ষার্থী-২৭০, উত্তীর্ণ-২৪৭, সর্বোচ্চ-বুশরা ইয়াসমিন (৭৬২)

হাই মাদ্রাসা দশমে নজরকাড়া নম্বর

উচ্চশিক্ষা নিয়ে চিন্তায় কৃষক-পুত্র

সামসী, ১৮ মে : বাবা মজিবুর রহমান সামান্য প্রান্তিক চাষি, মা আকলেমা খাতুন গৃহবধূ। সে ছাড়াও রয়েছে আরও চার বোন। অভাবের সংসারে কার্যত নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর দশা। সেই পরিবার থেকেই সামিম আক্তার এবার রাজ্য মাদ্রাসা বোর্ড পরিচালিত হাই মাদ্রাসা (দশম) পরীক্ষায় ৮০০-র মধ্যে ৭২৮ নম্বর পেয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। তার এই ফলাফলে পরিবারের লোকেরা তো বটেই গ্রামের মানুষরাও উচ্ছ্বসিত। তবে ভালো ফল করলেও অর্থাভাবে ছেলের উচ্চশিক্ষা নিয়ে চিন্তায় পরিবার।

সামিম জালালপুর হাই মাদ্রাসা থেকে হাই মাদ্রাসা (দশম) পরীক্ষা দিলেও আদতে সে জালালপুর আলোর দিশারি বিকাশ মিশন নামক একটি আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের থেকেই পড়াশোনা করত। তার এই ফলাফলের জন্য বাবা-মায়ের পাশাপাশি মিশনের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ধন্যবাদ জানিয়েছে সামিম। ওই মিশনের কর্ণধার মাসুদ আলমের কথায়, 'সামিম আমাদের এখানে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল। ও বরাবরই পড়াশোনায় খুব ভালো।'

সামিমের গ্রামের বাড়ি রামকৃষ্ণপুর। সেখানেই কয়েক বিঘা জমিতে চাষ করে বাবা মজিবুর কোনওরকমে সংসার চালান। একাদশে বিজ্ঞান নিয়ে ভর্তি হওয়া সামিমের কথায়, 'ভবিষ্যতে ডাক্তার কিংবা অধ্যাপক হতে চাই। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মানুষের জন্য কাজ করতে চাই।' কিন্তু সামিমের উচ্চশিক্ষায় প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে পরিবারের আর্থিক অবস্থা।

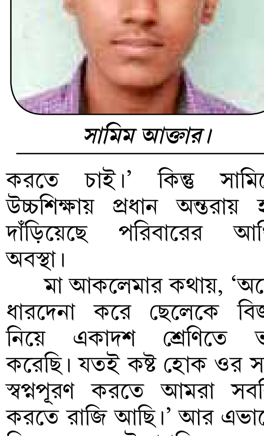
সামিম আক্তার।

মা আকলেমার কথায়, 'অনেক ধারদেনা করে ছেলেকে বিজ্ঞান নিয়ে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি করেছি। যতই কষ্ট হোক ওর সমস্ত স্বপ্নপূরণ করতে আমরা সবকিছু করতে রাজি আছি।' আর এভাবেই নিজের অদম্য ইচ্ছাশক্তি, জেদ আর সেইসঙ্গে বাবা-মায়ের আশীর্বাদকে সঙ্গী করে নিজের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে চায় সামিম।

তরুণীর চিকিৎসায় পঞ্চায়েত

বুনিয়াদপুর, ১৮ মে : ফাইলেরিয়ায় আক্রান্ত স্নাতক স্তরে পাঠরত এক দুঃস্থ তরুণীর চিকিৎসার দায়িত্ব নিল এক গ্রাম পঞ্চায়েত। বংশীহারীর এলাহাবাদ পঞ্চায়েতের চকপাড়ার বাসিন্দা ওই তরুণী দীর্ঘ ১১ বছর থেকে ফাইলেরিয়ার আক্রান্ত। অর্থাভাবে তরুণীর চিকিৎসা মাঝপথে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় তাঁর পরিবার। মেয়েটির এহেন দুরবস্থার কথা জানতে পেরে এলাহাবাদ পঞ্চায়েতের প্রধান ঊর্মিলা রায় তাঁর চিকিৎসার দায়িত্ব নেন। তরুণী বলেন, 'অর্থের কারণে

চকপাড়া

আমার চিকিৎসা বন্ধ হয়ে রয়েছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান এটা শুনে আমার চিকিৎসার দায়িত্ব নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।'

তরুণীর বাবা দিনমজুরের কাজ করেন। তিনি বলেন, বছর ছয় আগে শিলিগুড়িতে কিছুদিন মেয়ের চিকিৎসা করিয়েছিলাম। কিন্তু খরচ খুব বেশি হওয়ায় চিকিৎসা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হই। কয়েকদিন আগে আমার আর্থিক অবস্থা জানিয়ে পঞ্চায়েতের কাছে মেয়ের চিকিৎসার জন্য সাহায্য চেয়েছিলাম। তিনি আমার আবেদনে সাড়া দিয়েছেন।'

প্রধান বলেছেন, 'মেয়েটির চিকিৎসার দায়িত্ব আজ থেকে পঞ্চায়েতের।'

মালদার প্রথম মাশরুমচাষির স্বীকৃতি

হরষিত সিংহ

মালদা, ১৮ মে : স্বনির্ভরতার নতুন পথ দেখিয়ে পুরস্কৃত হলেন মালদার এক তরুণ। রোজগারের তাগিদে এক সময় প্রশিক্ষণ নিয়ে শুরু করেছিলেন মাশরুম চাষ। প্রথমে চাষ করতে গিয়ে নানা সমস্যায় পড়েছিলেন পুরাতন মালদার সোনাই হালদার। কারণ জেলায় তখন মাশরুম খাওয়ার তেমন প্রচলন ছিল না। তবে হাল ছাড়েননি সোনাই। বাড়ির সামান্য জায়গায় মাশরুম চাষ করে বিক্রি শুরু করেন শহরের রেস্তোরাঁগুলিতে। সেখান থেকে ধীরে ধীরে প্রচলন হয় এই সবজির। বর্তমানে মালদায় ব্যাপক চাহিদা পুষ্টিগুণে ভরপুর এই মাশরুমের।

বর্তমানে জেলায় বহু মানুষের মধ্যে মাশরুম চাষে আগ্রহ বাড়ছে। জেলায় বর্তমানে যতজন মাশরুম চাষ করছেন প্রায় সকলেই সোনাইয়ের কাছে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। জেলায় মাশরুম চাষের প্রচলন ও তার প্রচারেই প্রশাসনের তরফে সোনাইকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। শনিবার তাঁকে মালদা জেলার প্রথম মাশরুমচাষি হিসাবে সম্মান দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে সোনাই নিজের বাড়িতে মাশরুম চাষের পাশাপাশি জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের মাধ্যমে আগ্রহীদের এই চাষের প্রশিক্ষণ দেন।

এবিষয়ে জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের আধিকারিক সামন্ত লায়েক বলেন, 'বাইরে থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে জেলায় মাশরুম চাষ শুরু করেছিলেন সোনাই হালদার। বর্তমানে তিনি নিজে চাষ করার পাশাপাশি এই চাষের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছেন।'

২০১৩ সাল থেকে মাশরুম চাষ করছেন পুরাতন মালদার সাহাপুর পাবনাপাড়ার সোনাই। জলপাইগুড়ি থেকে মাশরুম চাষের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন তিনি। তারপর নিজের বাড়িতে সামান্য ফাঁকা জায়গায় শুরু করেছিলেন এই চাষ। এখন পর্যন্ত মালদা জেলা সহ আশপাশের জেলাগুলির প্রায় তিন হাজার জনকে তিনি মাশরুম চাষের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তাঁর কাছে প্রশিক্ষণ নিয়েই অনেকে সাফল্য

পুরস্কৃত সোনাই হালদার। - সংবাদচিত্র

পেয়েছেন। সোনাইয়ের কথায়, 'জেলায় প্রথম আমি মাশরুম চাষ শুরু করেছিলাম। বর্তমানে জেলার অনেকেই আমার কাছে প্রশিক্ষণ নিয়ে চাষ করছেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমাকে পুরস্কৃত করা হয়েছে।'

মাশরুম চাষ নিয়ে সোনাই জানালেন, মাশরুম চাষে খরচ খুব কম। শুধুমাত্র মাশরুমের বীজ কিনতে যেটুকু খরচ। গমের ভুসি ও খড় সাদা ক্যারিব্যাগে ভর্তি করা হয়। তাতে দেওয়া হয় মাশরুমের বীজ। নিয়মিত জল দেওয়ার পর মাশরুম ফলতে শুরু করে। প্রথমদিকে ১০-২০টি সিলিন্ডারে মাশরুম চাষ শুরু করেন। বর্তমানে তাঁর দুই হাজার সিলিন্ডার রয়েছে। যেগুলিতে নিয়মিত মাশরুম উৎপাদন হচ্ছে।

মাশরুমের চাহিদা নিয়ে সোনাইয়ের প্রতিক্রিয়া, 'এখন আর বাজারে গিয়ে বিক্রির প্রয়োজন হয় না। বাড়ি থেকেই বিক্রেতারা কিনে নিয়ে যান। বাজারে চাহিদা বাড়ায় অনেকেই এখন মাশরুম চাষে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। খুব সহজেই চাষ সম্ভব। আর লোকসানের সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে।'

তুমিও হেঁটে দ্যাখো... জাদুঘর

রবিবার প্রায় নিঃশব্দেই চলে গেল আরও একটা আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস। সেই উপলক্ষ্যে রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, গঙ্গারামপুর, মালদা সহ নানা জায়গায় বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলেও আড়ম্বর ছিল কমই। কোথাও ফুটে উঠল শোচনীয় ছবি। কোথাও আবার দেখা গেল কিঞ্চিৎ আশার আলো। বিভিন্ন সংগ্রহশালা ঘুরে আলোকপাত করলেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রতিনিধিরা।

টুকরো খবর

কর্মশালা

মালদা, ১৮ মে : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের মালদা জেলা শাখা ও জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে অতুল মার্কেটে জেলা বিজ্ঞান ভবনে রবিবার স্বাস্থ্যবন্ধু কর্মশালা আয়োজিত হয়। কর্মশালার সূচনা করেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুড়ি। উপস্থিত ছিলেন উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অমিতাভ মণ্ডল, সংগঠনের রাজ্য সহ সম্পাদক সুনীল দাস, জেলা সম্পাদক মনোরঞ্জন দাস প্রমুখ। এদিনের কর্মশালায় উপস্থিত স্বাস্থ্যবন্ধুদের হাতেকলমে প্রাথমিক চিকিৎসা পদ্ধতি শেখানোর পাশাপাশি জরুরি পরিস্থিতিতে কী করণীয় তা জানানো হয়।

নাকা চেকিং

রায়গঞ্জ, ১৮ মে : সোমবার উত্তরবঙ্গ সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী। তার আগে শনিবার রাত থেকে রায়গঞ্জ ট্রাফিক ও রায়গঞ্জ থানার যৌথ উদ্যোগে শহরজুড়ে শুরু হয়েছে নাকা চেকিং। এদিন ট্রাফিক আইনভঙ্গের অভিযোগে ও মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর জন্য বেশ কয়েকজনকে জরিমানা করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী কয়েকদিন এই তল্লাশি অভিযান চলবে। মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গে থাকাকালীন যাতে কোনও বড় ধরনের অপরাধমূলক ঘটনা না ঘটে, সেজন্য আগে থেকে সতর্ক রয়েছে পুলিশ-প্রশাসন।

মাউথ অর্গান

মালদা, ১৮ মে : মালদায় হল মাউথ অর্গান উৎসব। জেলা ও জেলার বাইরে থেকে আসা শতাধিক শিল্পী এই অনুষ্ঠানে অংশ নিলেন। শনিবার সন্ধ্যায় মালদা শহরের মালদা টাউন হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান আয়োজনের দায়িত্বে ছিল মালদা মাউথ অর্গান অ্যাকাডেমি। গত পাঁচ বছর ধরে মালদায় মাউথ অর্গান উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মাউথ অর্গান প্রশিক্ষক দেবজ্যোতি গুপ্ত বলেন, 'বর্তমানে মাউথ অর্গান শেখার প্রবণতা বাড়ছে শিশুদের মধ্যে। তাছাড়া মাউথ অর্গান বাজানো স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভালো। মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে আমরা প্রতি বছর এই ধরনের উৎসব করছি মালদায়।'

পদ্মের বৈঠক

রায়গঞ্জ, ১৮ মে : সোমবার রায়গঞ্জ শহরে তিরঙ্গা যাত্রা করতে চলেছে বিজেপি। সেই উপলক্ষ্যে শনিবার দলের জেলা কার্যালয়ে একটি সাংগঠনিক বৈঠক করলেন পদ্ম নেতারা। রায়গঞ্জ স্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে শুরু করে পুরো শহর পরিক্রমা করা হবে। দলের শহর মণ্ডল সভাপতি শংকর শর্মা বলেন, 'পহলগামের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের প্রত্যাঘাত এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীকে শুভেচ্ছা জানাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে তিরঙ্গা যাত্রা অনুষ্ঠিত হবে।'

বৃক্ষরোপণ

গঙ্গারামপুর, ১৮ মে : রবিবার গঙ্গারামপুর শহরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করল স্থানীয় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। নিউ মার্কেট সংলগ্ন পুনর্ভবা নদীর পাড়ে ১০টি কৃষ্ণচূড়া ও রাধাচূড়া গাছ লাগানো হয়। সংস্থার কর্ণধার সায়নকা তোকদার বলেন, 'সারাবছর গাছগুলোকে আমরা দেখভাল করব। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারে সেই উদ্দেশ্যে আমাদের এই উদ্যোগ।'

নিখোঁজ বধূ

বালুরঘাট, ১৮ মে : নিখোঁজ হলেন পদ্মপুকুরের ৩৩ বছর বয়সি এক গৃহবধূ। শনিবার মেয়েকে টিউশন থেকে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে তিনি আর বাড়ি ফেরেননি। সাত বছরের মেয়েটিকেও তিনি নিজের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন। রবিবার ওই বধূর স্বামী বালুরঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

শিল্পীকে শ্রদ্ধা

গঙ্গারামপুর, ১৮ মে : রবিবার ছিল প্রয়াত চিত্রশিল্পী তনয় চৌধুরীর ৩৭তম জন্মদিন। সেই উপলক্ষ্যে সুকান্তনগরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত আর্ট স্কুলে শিল্পীর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান ছাত্রছাত্রী ও পরিজনরা।

উত্তর দিনাজপুর জেলা সংগ্রহালয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। রবিবার।

ছড়িয়ে রয়েছে পুরাকীর্তি, মিউজিয়ামে আনার দাবি

সুকুমার বাড়ই

রায়গঞ্জ, ১৮ মে : ১৮ মে আন্তর্জাতিক সংগ্রহালয় দিবস। এই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে রায়গঞ্জের বিভিন্ন সংস্থা। রবিবার উত্তর দিনাজপুর জেলা সংগ্রহালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত হয় একটি আলোচনা সভা। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মুখোশ লোকনাট্য পরিবেশন, ভাস্কর চিত্রাঙ্কনও হয়। উপস্থিত ছিলেন উত্তর দিনাজপুর জেলা সংগ্রহালয়ের পরিচালন সমিতির সদস্য সচিব তথা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক শুভম চক্রবর্তী, মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি, ইতিহাস গবেষক ডঃ বৃন্দাবন ঘোষ, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ অনিরুদ্ধ দাস প্রমুখ।

এদিন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বেশ কিছু শিক্ষার্থী ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে বক্তাদের আলোচনায় মানবসমাজে জাদুঘরগুলির ভূমিকার কথা উঠে আসে। জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পুরাকীর্তি যাতে মিউজিয়ামে রাখা যায় সেবিষয়ে দাবি জানালেন ইতিহাসপ্রেমীরা।

শুভম বলেন, 'জেলার বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা পুরাবস্তু যাতে মিউজিয়ামে আনা যায় তার ব্যবস্থা করব। এবারের থিম পরিবর্তনশীল সমাজে জাদুঘরের ভবিষ্যৎ। তাই মিউজিয়ামের গুরুত্ব বাড়াতে সারা বছর ধরে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যাতে আগামী প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা জেলার ইতিহাস আরও ভালোভাবে জানতে পারে।' মিউজিয়ামে প্রায় ১৫০ ছেলেমেয়ে মূর্তি দেখে ছবি আঁকেন। হিস্টোরিকাল সোসাইটি অফ উত্তর দিনাজপুরের তরফে সুভাষগঞ্জে লোকশিল্পী তরণীসেন মহান্তের কুসুম কিশোরী পল্লি পাঠাগার ও লোকশিল্প সংগ্রহশালায়ে অনুষ্ঠান হয়। এখানে যে সমস্ত দুর্লভ জিনিস রয়েছে সেগুলোর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করানো হয়। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীদের দেওয়া হয় পুরস্কার।

প্রাচীন মূর্তিতে ধুলো, সাফাই করবে কে!

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ১৮ মে : মিউজিয়ামের মূল ফটকে রয়েছে তালা। ভিতরে প্রত্নশালায় থাকা মূর্তিগুলির গায়ে পড়েছে পুরু ধুলোর আস্তরণ। আন্তর্জাতিক মিউজিয়াম দিবসের আমন্ত্রণ পেয়ে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসা ইতিহাসের পড়ুয়ারা গ্রিলের ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে তখন। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের এক প্রতিনিধি ওই পড়ুয়াদের জানালেন, মিউজিয়ামে সংস্কারের কাজ চলছে। তাই বন্ধ রয়েছে। মিউজিয়াম দিবসের অনুষ্ঠান হচ্ছে সংলগ্ন বিল্ডিংয়ের দোতলায়।

রবিবার এই দৃশ্য দেখা গেল মালদা জেলা মিউজিয়ামে। দীর্ঘদিন ধরেই তালাবন্ধ এই মিউজিয়াম। ২০২৪ সালের জুন মাস থেকে শুরু হয়েছে ভবন সংস্কারের কাজ। বছর ঘুরতে চললেও সেই কাজ আজও সম্পন্ন হয়নি। এ তো গেল কাজের কথা। ইতিহাসপিপাসুদের জন্য মিউজিয়ামের গেট কিন্তু আরও বহু আগে থেকেই বন্ধ। দেখভালের দায়িত্বে একজন কিউরেটর ছিলেন। তাঁর অবসরগ্রহণের পর নতুন কিউরেটর আর নিয়োগ করা হয়নি। নেই মিউজিয়ামের নিজস্ব কোনও গাইড। এই জেলা মিউজিয়ামের অব্যবস্থা নিয়ে চরম ক্ষোভ রয়েছে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে।

রবিবার দুপুরে মিউজিয়াম দিবসের অনুষ্ঠান উদযাপনে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে মালদা কলেজ ও গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। হাজির ছিলেন কালিয়াচক কলেজের অধ্যাপক ঋতব্রত গোস্বামী, সামসী কলেজের ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাস ও নীলাঞ্জনা চৌধুরী, বিশিষ্ট চিকিৎসক গৌতম সরকার, অতিরিক্ত জেলা শাসক সুমন দেবনাথ প্রমুখ। অতিরিক্ত জেলা শাসক অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন, 'খুব শীঘ্রই সংস্কারের কাজ করে মিউজিয়াম খুলে দেওয়া হবে।'

এদিন আন্তর্জাতিক মিউজিয়াম দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসা ইতিহাসের পড়ুয়ারা মিউজিয়াম নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের ছাত্রী তাবাসসুম মমতাজ বলেন, 'আমরা ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করি। বই পড়ে জানা আর হাতেকলমে দেখে শেখার মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে। মালদা জেলা মিউজিয়ামে অসংখ্য প্রত্নসামগ্রী রয়েছে। অথচ সেইসব সামগ্রী আমরা চাক্ষুষ করতে পারি না। মিউজিয়াম বন্ধের নোটিশ দেখেই বাঁধ রোড থেকে ঘুরে যেতে হয়। আমাদের কাছে এটা অত্যন্ত হতাশাজনক।'

মালদা মিউজিয়ামে রয়েছে ৩৫৬টিরও বেশি মূর্তি ও স্মারক। রয়েছে একাধিক পুরোনো পুঁথি। ঐতিহাসিক এই জেলার সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে ইতিহাসের সাক্ষ্য। গৌড়ীয় সভ্যতা, বৌদ্ধবিহার জগজ্জীবনপুর, পাণ্ডুয়া সহ গোটা জেলায় ইতিহাসের যেন ছড়াছড়ি। আজও জেলাজুড়ে পুকুর খনন করতে গিয়ে বিভিন্ন দেবদেবীর প্রাচীন মূর্তি উঠে আসে। উদ্ধার হওয়া এইসব মূর্তি সাময়িকভাবে ঠাঁই পায় এই মালদা জেলা মিউজিয়ামেই। তবে পরবর্তীতে চলে যায় কলকাতায়।

কিন্তু কখনও মালদা জেলা মিউজিয়ামের কলেবর বাড়ানো বা তার মান উন্নয়নের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

অধ্যাপক ঋতব্রত গোস্বামীর দাবি, 'এই জেলার প্রতিটি প্রত্নসামগ্রী জেলা মিউজিয়ামে রাখতে হবে।' সেইসঙ্গে জেলা মিউজিয়ামকে আধুনিক মানে উন্নীত করার আবেদনও জানান তিনি।

সারাবছর তালাবন্ধ থাকে মালদা মিউজিয়াম।

> বই পড়ে জানা আর হাতেকলমে দেখে শেখার মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে। মালদা জেলা মিউজিয়ামে অসংখ্য প্রত্নসামগ্রী রয়েছে। অথচ সেইসব সামগ্রী আমরা চাক্ষুষ করতে পারি না।
>
> – **তাবাসসুম মমতাজ** *ছাত্রী, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়*

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা মিউজিয়াম ঘুরে দেখলেন প্রবীণরা।

চুল পাকলেও ঠিকানাটা অজানাই ছিল

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৮ মে : কয়েক দশক ধরে বালুরঘাটেই বসবাস করছেন তাঁরা। মাথার চুল পেকে গিয়েছে। অথচ বালুরঘাট শহরে যে একটা মিউজিয়াম রয়েছে তা অজানা ছিল প্রবীণ বাসিন্দাদের। রবিবার ছিল আন্তর্জাতিক সংগ্রহশালা দিবস। আর এদিনই জীবনে প্রথমবারের জন্য দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা মিউজিয়াম ঘুরে দেখার 'সৌভাগ্য' হল প্রবীণদের।

জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পাওয়া পাল, সেন, মৌর্য যুগের ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো দেখে চোখের আরাম তো হলই, কেউ কেউ একেবারে তাজ্জব বনে যান। একজনকে তো বলতেই শোনা গেল, 'এসব আমাদের জেলা থেকে পাওয়া গিয়েছে! ভাবলেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।' প্রবীণদের এদিন ঐতিহাসিক নিদর্শন ঘুরিয়ে দেখানোর দায়িত্ব নিয়েছিল দক্ষিণ দিনাজপুর হেরিটেজ সোসাইটি। পাশাপাশি, ইতিহাস গবেষকদের নিয়ে দিনটি পালন করেছে আর্কিওলজি ও মিউজিয়াম ডিরেক্টরেট এবং জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর।

মিউজিয়াম ঘুরে প্রবীণরা রীতিমতো উৎফুল্ল। তাঁদের মধ্যে চঞ্চল শিকদার বলছিলেন, 'বালুরঘাটে এই মিউজিয়াম থাকলেও আমার এতদিন জানা ছিল না। প্রথমবার এলাম এখানে। খুব ভালো লাগল।' তাঁর মতোই অন্যরকম অনুভূতি নিয়ে এদিন বাড়ি ফিরেছেন ভক্তগোপাল সাহা, চিত্রা ভট্টাচার্যরা।

প্রবীণদের সংগ্রহশালা ঘুরিয়ে দেখাতে পেরে খুশি হেরিটেজ সোসাইটির কর্তারাও। সোসাইটির সম্পাদক দীপক মণ্ডলের কথায়, 'গতবছর পড়ুয়াদের মিউজিয়াম ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলাম। এবার প্রবীণদের। আমাদের উদ্দেশ্যই এটা যে, তাঁরা বাড়িতে ফিরে নতুন প্রজন্ম, পরিজনদের মিউজিয়াম ঘোরার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেবেন।' সোসাইটির সভাপতি তুহিনশুভ্র মণ্ডলও দীপকের সুরে সুর মিলিয়ে বলেন, 'জেলার ইতিহাস, ঐতিহ্যের কথা যত তুলে ধরা যায়, ততই মঙ্গল। আমরা চাই, নতুন প্রজন্মও মিউজিয়াম ঘুরে দেখুক।'

কী আছে এই মিউজিয়ামে? পাল, সেন, মৌর্য যুগের বহু মূর্তি। যেমন? বিষ্ণু ত্রিবিক্রম, চণ্ডী, শিব, দ্বারপাল ইত্যাদি মূর্তি। আছে বিভিন্ন যুগের মুদ্রাও। এসব দেখতে দেখতে বিস্মিত হয়ে যান মৌসুমি পাল। বলছিলেন, 'রায়গঞ্জে বাড়ি, বিবাহ সূত্রে বালুরঘাটে থাকি। এখানে প্রথমবার এলাম। পরে অবশ্যই সন্তানকে নিয়ে আসব।' প্রতি বছর এই দিনটার একটি থিম নির্বাচন করা হয়। এবারের থিম ছিল 'দ্য ফিউচার অফ মিউজিয়ামস ইন দ্য র‍্যাপিডলি চেঞ্জিং কমিউনিটিজ।'

অন্যদিকে, জেলা প্রশাসন আয়োজিত অনুষ্ঠানে ইতিহাস গবেষক সমিত ঘোষ, বালুরঘাট কলেজের অধ্যাপক সমিতকুমার সাহা অংশ নেন। পড়ুয়া এবং অভিভাবকদের সঙ্গে জেলার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেন তাঁরা। এছাড়াও অনুষ্ঠানে ছিলেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক সুভায়ন হক, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অমরত্ব দেবনাথ প্রমুখ।

বাণগড় ব্রাত্য কেন, প্রশ্ন গঙ্গারামপুরে

রাজু হালদার

গঙ্গারামপুর, ১৮ মে : দক্ষিণ ২৪ পরগনায় যেমন জটারদেউল, তেমনই দক্ষিণ দিনাজপুরের বাণগড়। প্রত্নস্থল হিসেবে বাণগড়ের জুড়ি মেলা ভার। অথচ এমন একটি ঐতিহাসিক জায়গায় এখনও মিউজিয়াম গড়ে তুলতে পারল না প্রশাসন। রবিবার আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবসে বাণগড়ে জাদুঘর নির্মাণের দাবি তুললেন জেলার ইতিহাসপ্রেমীরা।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ইতিহাস বিজড়িত স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম বাণগড়। এই এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ঐতিহাসিক নিদর্শন। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়ে বেশ কয়েকবার খনন করে প্রাক মৌর্য, মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ, গুপ্ত, পাল, সেন এমনকি সুলতানি আমলের নানান টুকরো নিদর্শন মিলেছে। এখান থেকে পাওয়া উপাদান দিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালা, জেলা জাদুঘর। অথচ বাণগড় ব্রাত্য থেকে গিয়েছে। বাণগড়ের ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখতে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে বালুরঘাটে ছুটতে হয়।

সংগ্রহশালা নির্মাণের আর্জি

এমতাবস্থায় ইতিহাসপ্রেমীরা জোর দিচ্ছেন এই অঞ্চলে সংগ্রহশালা নির্মাণের জন্য। দাবির সপক্ষে যুক্তিও দিচ্ছেন তাঁরা। ইতিহাসপ্রেমী ডঃ গোবিন্দ পাল বলছেন, 'আতাশাহের দরগা, বখতিয়ার খিলজির সমাধি সহ বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান রয়েছে এখানে। অথচ এখানে একটা সংগ্রহশালা গড়ে ওঠেনি। এটা অত্যন্ত বেদনার বিষয়।'

আরেক ইতিহাসপ্রেমী অধ্যাপক অভিজিৎ সরকারের কথায়, 'এখানে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (এএসআই) সম্প্রতি উন্নয়নমূলক কাজ করছে। এর সঙ্গে যদি একটা মিউজিয়াম তৈরি করে দেয়, ভালোই হবে।' সাহিত্যিকরাও বিষয়টিতে সমর্থন জানাচ্ছেন। সাহিত্যিক কিষ্টু মুর্মুর বক্তব্য, 'বাণগড়ে মিউজিয়াম তৈরি হলে পর্যটকরা এখানে বেশি করে আসবেন। এতে পর্যটনের বিকাশ ঘটবে।' গঙ্গারামপুরের বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায় জানিয়েছেন, বাণগড়ের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন দাবি জানিয়েছি এএসআইকে। তাঁর কথা, 'বেশ কিছু ক্ষেত্রে সদর্থক সাড়া মিলেছে। বাণগড়ে মিউজিয়াম তৈরির প্রস্তাবও দেওয়া আছে।' আগামীদিনে মিউজিয়াম হওয়া নিয়ে আশাবাদী বিধায়ক।

তেলের দাম বেশি নেওয়ার অভিযোগ

গঙ্গারামপুর, ১৮ মে : ন্যায্যমূল্যের র‍্যাশন দোকানে কেরোসিন তেলের দাম বেশি নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে গঙ্গারামপুর থানার নীলডাঙ্গায়। প্রতিবাদে দোকানের সামনে বিক্ষোভ দেখান উপভোক্তারা। দোকান মালিক অঞ্জলি ব্যাপারী মণ্ডল অভিযোগ নাকচ করে বলেন, 'অনেক সময় দামের হেরফের হয়। একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। এমনটা আর কোনওদিন হবে না।'

এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, কেরোসিন তেলের ন্যায্যমূল্য ৬১ টাকা ৮৩ পয়সা। অথচ তাঁদের কাছ থেকে প্রতি লিটার কেরোসিনের দাম ৭০ টাকা নেওয়া হচ্ছিল। কয়েকজন গ্রাহকের সন্দেহে হলে তাঁরা সরকার নির্ধারিত কেরোসিন তেলের দাম দেখতে চান। এতে দোকান মালিক আপত্তি জানান। বিষয়টি জানাজানি হতেই ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়। এলাকার বাসিন্দা সঞ্জীব প্রামাণিক বলেন, 'গত ২৮ এপ্রিল থেকে ন্যায্যমূল্য থেকে কেরোসিনের দাম বেশি নেওয়া হচ্ছে। বিষয়টি প্রশাসনের দেখা দরকার।'

এদিন বিক্ষোভের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ চলার পর পুলিশের তৎপরতায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। গঙ্গারামপুরের বিডিও অর্পিতা ঘোষাল জানালেন, বিষয়টি নজরে এসেছে। পদক্ষেপ করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

মঞ্চের টিনে ফুটো, জল পড়ে অঝোরে

ডালখোলায় রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত মঞ্চের বেহাল অবস্থা।

ডালখোলা, ১৮ মে : বহু বছর ধরে বেহাল দশা ডালখোলার রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত মঞ্চের। ফলস সিলিং খসে পড়েছে, কাঠের পাটাতন ভেঙে গিয়েছে, কার্নিশের প্লাস্টার খসে পড়েছে। প্রতীক্ষালয়ের টিনের ছাউনির ফুটো দিয়ে জল পড়ছে। স্থানীয় বাসিন্দা জ্যোতি সিদ্ধা বলেন, 'মঞ্চের বারান্দার টিনে হাজারো ফুটো। বৃষ্টি হলে অঝোরে জল পড়ে।'

দেওয়ালগুলি ঢেকেছে আগাছায়। স্থানীয় সাংস্কৃতিক কর্মী লতিকা দাস বর্ধনের কথায়, 'মঞ্চের এমনই জরাজীর্ণ হাল যে, এখন ওখানে ঝিঁঝি পোকার ডাক ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না।' মঞ্চের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ডালখোলা পুরসভার। প্রশাসনও মেরামতের কোনও উদ্যোগ নেয়নি। ফলে ডালখোলা শহরের নাট্য ও সংস্কৃতিপ্রেমীদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে।

ডালখোলা পুরসভার চেয়ারম্যান স্বদেশ সরকার বলেন, 'পুরসভার নতুন বোর্ড গঠনের পর একবার আংশিক সংস্কার করা হয়েছিল। দ্রুত সম্পূর্ণ সংস্কার করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।' একসময় এই মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সভা হত। নয়ের দশকে সাংসদ সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের আর্থিক তহবিলের টাকায় মঞ্চটি তৈরি হয়েছিল।

সিপিএম নেতা সুরজিৎ কর্মকারের মতে, প্রশাসনিক উদাসীনতার জন্য মঞ্চের এমন বেহাল দশা। ডালখোলার নাট্যকর্মী, কবি ও সাহিত্যিক হিমাদ্রি মুখোপাধ্যায় মঞ্চের বেহাল দশা স্বীকার করে বলেন, 'সংস্কৃতিপ্রেমীদের স্বার্থে কর্তৃপক্ষের উচিত অবিলম্বে মঞ্চটি সংস্কার করা।'

আবাসের টাকা ফেরত

রায়গঞ্জ, ১৮ মে : ঘর তৈরির জন্য ৬ বছর আগে আবাস যোজনা প্রকল্পে এক লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন পুরসভার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা, পেশায় টোটোচালক সুজিত সাহা। কিন্তু, করোনাকালে কাজ না থাকায় সংসার চালাতেই খরচ হয়ে যায় সেই টাকা। এদিকে তিনি ঘর না বানানোয় পুরসভা থেকে টাকা ফেরতের জন্য দু'বার নোটিশ পান। তাই এবার ক্ষুদ্র ঋণদানকারী সংস্থা থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে আবাস যোজনার টাকা ফেরতের উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি।

তিনি বলেন, 'লকডাউনের সময় কোনও কাজ না থাকায় সেই টাকা সংসারের পিছনে খরচ হয়ে গিয়েছে। তাই ঘর তৈরি করতে পারিনি। সরকার তো আর আমাদের ছাড়বে না, তাই বাধ্য হয়ে বেসরকারি সংস্থা থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে টাকা শোধ করব।' অন্যদিকে, ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা নেহারানি ঝা আবাসের টাকা ফেরত দিয়ে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'এই টাকায় পুরোনো ঘর ভেঙে নতুন ঘর তৈরি করতে পারব না, তাই কুঁড়েঘরই ভালো।'

তবে ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর অভিজিৎ সাহার দাবি, সরকার ঘর তৈরির জন্যই টাকা দিয়েছিল। সেই টাকা অন্য কাজে লাগানো উচিত হয়নি। একই সুরে রায়গঞ্জ পুরসভার চেয়ারপার্সন সন্দীপ বিশ্বাস বলেন, 'মানবিক দৃষ্টি থেকে টাকা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু যাঁরা ঘর তৈরি করেননি তাঁদের কাছে বারবার আবেদন করে টাকা চাওয়া হয়েছে।'

সরিয়ে নেওয়ার আর্জি পুরসভার

রায়গঞ্জের মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৮ মে : বিজ্ঞাপনী সংস্থার ফ্লেক্স-ফেস্টুনে ভরে গিয়েছে রায়গঞ্জ শহর। কোথাও আবার ঝুলছে ছেঁড়া ফ্লেক্স। এতে দৃশ্য দূষণ হচ্ছে বলে জানালেন শহরবাসী। পরিবেশকর্মী কৌশিক ভট্টাচার্য বলেন, 'ব্যানার বা ফ্লেক্স দীর্ঘদিন ধরে ঝুলিয়ে রাখা উচিত নয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেগুলো সরিয়ে ফেলা উচিত। এতে শহরকে সুন্দর দেখাবে।' শহরের বাসিন্দা পেশায় শিক্ষক প্রদ্যুৎ মিত্র বললেন, 'রায়গঞ্জ শহরে ছেঁড়া ফ্লেক্স ঝুলে থাকা ও যেখানে সেখানে ব্যানার, ফ্লেক্স লাগানোয় দৃশ্য দূষণ হচ্ছে। তবে এসব ক্ষেত্রে পুরসভার নিয়ন্ত্রণ থাকা জরুরি।'

পুরসভার নির্দেশিকা উপেক্ষা করে বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ফ্লেক্স বা ব্যানার লাগাচ্ছে। কোথাও বহুতলের ওপরে বিপজ্জনকভাবে লাগানো হয়েছে হোর্ডিং, আবার কোথাও হোর্ডিং, ফ্লেক্স বা ব্যানার ইলেক্ট্রিক পোলে ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এমন দৃশ্য বেশি দেখা যায় শিলিগুড়ি মোড় থেকে রাসবিহারী মার্কেট হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মোড় পর্যন্ত।

ছেঁড়া ফ্লেক্স। এভাবেই রায়গঞ্জ শহর ছেয়ে গিয়েছে ব্যানার, ফ্লেক্সে।

রায়গঞ্জ মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অতনুবন্ধু লাহিড়ির কথায়, 'অবশ্যই বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন রয়েছে। ব্যবসায়ীরা পুরসভা বা প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে হোর্ডিং লাগিয়ে থাকে। কিন্তু রায়গঞ্জ শহরে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ফ্লেক্স ও ব্যানারগুলি অনেকদিন ধরে লাগানো থাকে। আয়োজকদের উচিত অনুষ্ঠান শেষ হলে সেগুলো খুলে ফেলা।' তবে এব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে রায়গঞ্জ পুরসভা। পুর প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাসের বক্তব্য, 'আগে আমরা অবৈধভাবে লাগানো ফ্লেক্স, ব্যানার সরিয়ে দিয়েছিলাম। যে সমস্ত ব্যবসায়ী পুরসভার নিয়ম না মেনে ব্যানার, ফ্লেক্স লাগিয়েছেন তাঁদের কাছে সেগুলি খুলে ফেলার আবেদন জানানো হবে। না হলে আমরা ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হব।'

বিজ্ঞাপনী হোর্ডিংয়ের কারণে শহরে এমনিতে দৃশ্য দূষণ হয়। তার ওপর ছেঁড়া ফ্লেক্স এবং হোর্ডিং। কোন রাস্তায় কী ধরনের হোর্ডিং থাকতে পারে এবং সেগুলি কীভাবে বসানো উচিত সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিলে ভালো হয় বলে মনে করছেন শহরবাসীর অনেকেই।

অবশেষে খুলছে নাথু লা’র পথ

কৈলাস যাত্রার পরিকাঠামো তৈরির নির্দেশ কেন্দ্রের

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে উত্তরাখণ্ডের পথ বন্ধ হতেই সিকিমে নজর। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ফের নাথু লা দিয়ে কৈলাস যাত্রা শুরু হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। যার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে পাহাড়ি রাজ্যটিতে। প্রথমে ভারত-চিনের ডোকালাম সংঘাত এবং পরবর্তীতে কোভিড পরিস্থিতির জেরে বন্ধ হয়ে থাকে নাথু লা দিয়ে মান সরোবর যাত্রা। সেই পথই আবার খুলতে শুরু করেছে। কিন্তু কেমন করে বরফ গলল? প্রশাসনিক সূত্রে খবর, চলতি বছর জানুয়ারিতে চিন সফরে গিয়ে বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন চিনের বিদেশসচিব সান ওইডংয়ের সঙ্গে। ওই বৈঠকের পরই নতুন করে কৈলাস যাত্রার পথ উন্মুক্ত করতে সম্মত হয় বেজিং। বিদেশমন্ত্রক থেকে বার্তা পেয়ে পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দিয়েছে প্রেমসিং তামাংয়ের প্রশাসন।

’১৭-র ডোকালাম সংঘাত, ’২০-র গালওয়ান সংঘর্ষ এবং কোভিড, ত্র্যহস্পর্শে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সিকিম দিয়ে কৈলাস মান সরোবর যাত্রা। টানা কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর বিদেশসচিবের তৎপরতায় নাথু লা-র পুরোনো পথ নতুন করে খুলতে চলেছে। মূলত কৈলাস যাত্রা জুন মাসের শেষে শুরু হয়ে চলে অগাস্ট পর্যন্ত। কেননা, এই সময় পাহাড়ি এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও, শীত-বসন্তের বরফ গলে জল হয়ে যায়। ফলে ট্রেক রুট কষ্টকর হলেও তেমন চরম সমস্যায় পড়তে হয় না পুণ্যার্থীদের। সড়ক পরিকাঠামো অনেকটা উন্নত থাকায় বাস যাত্রার ধকল আগের মতো নেই। নাথু লা থেকে মান সরোবরের দূরত্ব প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার। এর মধ্যে লিপুলেখ লা-তে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার ট্রেক করতে হয়। পাশাপাশি রয়েছে, কৈলাস পরিক্রমার ক্ষেত্রে পাহাড়ের ওপর ৫২ কিলোমিটারের ট্রেকিং। যা করতে প্রায় তিনদিন লেগে যায়। যদিও শারীরিক দক্ষতার কারণে অনেকে তা দু’দিনে সম্পন্ন করে ফেলেন। এবার দুই দফায় কৈলাস যাত্রার অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে পাঁচটি দল যাবে। প্রতিটি দলে থাকবেন ৫০ জন করে। পরবর্তীতেও ৫০ সদস্যের দল গঠন করে ১০টি দলকে অনুমতি দেওয়া হবে।

সিকিম প্রশাসন সূত্রে খবর, কৈলাস যাত্রার প্রস্তুতি হিসেবে রাজধানী গ্যাংটক ও নাথু লা-তে দুটি অ্যাক্লাইমেটাইজেশন সেন্টার তৈরি করা হচ্ছে। সেখানে শৌচালয় থেকে যাত্রার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সমস্ত সুযোগসুবিধা রাখা হচ্ছে। পরিকাঠামো উন্নয়নে একযোগে কাজ করছে রাজ্যের বন, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন এবং পর্যটন দপ্তর। কী কী কাজ করা হয়েছে, কোন কাজ বাকি রয়েছে, সেই সংক্রান্ত রিপোর্ট চলতি সপ্তাহে পাঠানো হয়েছে কেন্দ্রের কাছে। সিকিমের পর্যটনমন্ত্রী ছেরিং থেনডুপ ভুটিয়া বলেন, ‘কৈলাস যাত্রার পরিকাঠামো তৈরির জন্য গত মাসেই কেন্দ্রের তরফে নির্দেশ আসে। সেই মোতাবেক পরিকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে।’ কৈলাস মান সরোবর যাত্রাকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে পর্যটনের প্রসার হবে বলেও আত্মবিশ্বাসী তিনি।

মান সরোবরের পথে।

মিলল অনুমতি

- বিদেশসচিবের চিন সফরে গলেছে বরফ, মিলেছে চিনের অনুমতি
- কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর নাথু লা দিয়ে কৈলাস যাত্রার সম্ভাবনা
- কেন্দ্রের নির্দেশে গ্যাংটক ও নাথু লা-তে গড়ে তোলা হচ্ছে পরিকাঠামো

ট্রেনে উঠতে গিয়ে মৃত্যু

রায়গঞ্জ, ১৮ মে : চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল এক মহিলার। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ রেলস্টেশনে। রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার নাম রাবিয়া বাসরি (৪০)। পেশায় তিনি সিভিক ভলান্টিয়ার।

এদিন সকালে রায়গঞ্জ রেলস্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে কুলিক এক্সপ্রেস ট্রেনে উঠতে গিয়ে এই বিপত্তি। রাবিয়া সন্তানদের সঙ্গে দেখা করতে কুলিক এক্সপ্রেস ধরে সামসীতে যাওয়ার জন্য স্টেশনে এসেছিলেন। তিনি স্টেশনে পৌঁছাতেই ট্রেন ছেড়ে দেয়। মৃতার স্বামী নাজিম আলি বলেন, ‘আমাদের ছেলেমেয়ে সামসী হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে।

রাবিয়া রাতভর ডিউটি করার পর ছেলেমেয়েকে দেখতে সামসী যাচ্ছিল। ট্রেনে উঠতে গিয়ে ওই দুর্ঘটনা ঘটে।’ তাঁকে গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করে জিআরপি। চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় তাঁর।

সরব হচ্ছে বুনিয়াদপুর

নির্বাচিত বোর্ড ছাড়াই চলছে পুরসভা

সৌরভ রায়

বুনিয়াদপুর, ১৮ মে : বুনিয়াদপুর নামেই পুরসভা। কিন্তু পরিষেবা বলতে লবডঙ্কা। চোদ্দোটি ওয়ার্ডের অধিকাংশ ওয়ার্ডেই নিকাশিনালা নেই। বৃষ্টি হলেই জল জমে যায় পাড়ায় পাড়ায়। টিউবওয়েলে জল ওঠে না। পাইপলাইন আছে জল পড়ে না। সর্বোপরি পুরসভার মাথার ওপর নির্বাচিত কোনও বোর্ড নেই। ২০১৫ সালে বংশীহারী ব্লকের শিবপুর ও মহাবাড়ি পঞ্চায়েতের ২২টি সংসদ নিয়ে ১৪ ওয়ার্ডবিশিষ্ট বুনিয়াদপুর পুরসভা গঠিত হয়। প্রথম নির্বাচন হয় ২০১৭ সালে। সেই নির্বাচনে ১৩টি আসন পেয়ে ক্ষমতায় আসে তৃণমূল। একটি আসন পায় বিরোধী দল বিজেপি। সেই বোর্ডের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে আড়াই বছর হল। এখন প্রশাসকের প্রযত্নে পুরসভা চলছে। এখনই ভোট হওয়ার নামগন্ধ নেই। কিন্তু ভোট চাইছে আমজনতা। ভোট হচ্ছে না কেন উত্তর নেই কোথাও।

সিপিএমের জেলার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য গৌতম গোস্বামী বলেছেন, ‘তৃণমূল নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বে জর্জরিত। তাই ভোট হচ্ছে না, উন্নয়নও হচ্ছে না।’ কংগ্রেসের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ভাইস প্রেসিডেন্ট লুৎফর রহমানের বক্তব্য, ‘অগণতান্ত্রিকভাবে চলছে পুরসভা।’ বিজেপির টাউন সভাপতি প্রবীর মণ্ডলের বক্তব্যও তাই। তৃণমূল টাউন সভাপতি বিপ্লব মহন্তর দাবি, ‘সিপিএম, কংগ্রেস ও বিজেপির কোনও জায়গা নেই পুরসভা এলাকায়।’ এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের বক্তব্য, ‘ভোট হয়নি এমন পুরসভাগুলোর একসঙ্গে ভোট করবার সরকারের ভাবনাচিন্তা আছে।’

পুরসভার প্রশাসক কমল সরকার বলেছেন, ‘২০২৬-এ বহু পরিষেবা মানুষ অনায়াসে পাবেন।’ ২০২৬-এ তো বিধানসভা নির্বাচন। প্রশাসকের ধারণা, ‘বিধানসভার সঙ্গে পুরসভা ভোট হতেও পারে।’ বুনিয়াদপুরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রামচরণ পাহানের কথায়, ‘জোর করে গ্রামকে পুরসভা বানানোর খেসারত দিচ্ছি আমরা।’

সূত্রের খবর, নির্বাচিত পুর কাউন্সিলার নেই বলে কেন্দ্রের পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের চলতি বছরের চার কোটি টাকা পায়নি পুরসভা। পুর দপ্তরে ৩৬টি পদ চেয়ে আটজনের অনুমোদন মিললেও নিয়োগপত্র দেয়নি সরকার। চারজন আধিকারিকের ওপর নির্ভর করে কাজ চলছে। পুরসভার পেট চিরে বয়ে যাওয়া কঙ্কালসার চেহারার টাঙনের সঙ্গে পুরসভার চেহারার মিল বড় স্পষ্ট। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই থমকে রয়েছে উন্নয়ন। ২ নম্বর ওয়ার্ডের নীলিমা রায় বলেন, ‘টাইমকলের জল আসে খাই। গায়ে দেবার জল নাই। বেশ কিছু ওয়ার্ডে পাইপলাইন বসেইনি।’

নির্বাচনের দাবি

- ১৪ ওয়ার্ডবিশিষ্ট বুনিয়াদপুর পুরসভা গঠিত হয় ২০১৫ সালে
- ২০১৭ সালে প্রথম নির্বাচনে ১৩টি আসন পেয়ে ক্ষমতায় আসে তৃণমূল
- সেই বোর্ডের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে আড়াই বছর হল
- এখন প্রশাসকের মাধ্যমে পুরসভা চলছে, এখনই ভোট হওয়ার সম্ভাবনা নেই

মাথায় ‘চাচি’

মাদক কারবারে মহিলারা

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৮ মে : কারও পরিবার আর্থিকভাবে দুর্বল। একা স্বামীর পক্ষে সংসার চালানো সম্ভব নয়। কারও আবার শখ মেটাতে চাই বাড়তি অর্থ। সেই সুযোগ নিচ্ছেন মাদক কারবারের কিংপিনরা। ইসলামপুরে মহিলাদের সামনের সারিতে রেখে বেআইনি ব্যবসার শিকড় ছড়ানো পুলিশের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠছে। গাঁজা ও ব্রাউন সুগারের কারবারে যে সমস্ত মাথা সক্রিয়, তাঁদের মধ্যে ‘চাচি’র দাপট ব্যাপক। তিনি মূলত ইসলামপুর শহর, ব্লক ও লাগোয়া এলাকায় ব্যবসা চালান। মহিলাদের সামনে রেখে ব্যবসা চালানোর বিষয়টি অস্বীকার করেননি ইসলামপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেন্ডুপ শেরপা। তাঁর বার্তা, ‘কাউকে রেয়াত করা হচ্ছে না। আগামীতেও হবে না।’ তবে পুলিশও জানে, শুধুমাত্র হ্যান্ডেলারদের (যারা মূলত ডেরা থেকে মাদক দ্রব্য নিয়ে পৌঁছায় গন্তব্যে) নাগাল পেলে চলবে না। মাথাদের না ধরা পর্যন্ত ব্যবসায় পুরোপুরি লাগাম পরানো অসম্ভব।

বেশিরভাগ মাদক দ্রব্য বিপুল পরিমাণে আসে বিহারের কিশনগঞ্জ থেকে। তারপর এলাকাভিত্তিক মাথাদের ডেরায় প্যাকেটবন্দি হয়। এক্ষেত্রে নতুন পন্থা নিচ্ছেন কারবারিরা। আইনকে ফাঁকি দিতে মাদকের ‘কমার্সিয়াল কোয়ানটিটি’ ভাঙা হয়। ২৫০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ কেউ ধরা পড়লে সেটাকে ‘কমার্সিয়াল কোয়ানটিটি’ হিসেবে ধরা হচ্ছে। তাই ১০, ১৫ গ্রামের ছোট ছোট প্যাকেট তৈরি করা হয়। তাতে পুলিশের জালে জড়ালেও ‘মাদকাসক্ত’ হিসেবে গণ্য করা হয় ধৃতকে। ফলে সহজে ছাড় পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মহিলারা সেই প্যাকেটগুলো নিয়ে রওনা দেন প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট এলাকায়। দু’ভাবে বিক্রি হচ্ছে। কোনও পাড়ার দায়িত্বে থাকা বিক্রেতার হাতে তুলে দেন একাংশ। অনেকে আবার ঘুরে ঘুরে বিক্রি করেন নিজেরাই।

চক্র ভাঙতে তৎপর ইসলামপুর পুলিশ জেলার অ্যান্টি ক্রাইম ইউনিট। কর্তাদের দাবি, ইউনিটের নজরদারি চলছে। কাজে লাগানো হচ্ছে সোর্সদের। গত ১৫ দিনে ইসলামপুর থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ গাঁজা সহ মহিলাদের গ্রেপ্তার করেছে। গুঞ্জরিয়াতে এক মহিলাকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত হয় প্রায় ২১ কেজি গাঁজা। চলতি সপ্তাহে ইসলামপুর শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডের একটি বাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত করা

হয় গাঁজা। ধৃত এক মহিলা। এমন একাধিক ঘটনার তদন্ত চালাতে গিয়েই সামনে আসে ‘চাচি’র নাম। সূত্রের খবর, ওই মহিলার গতিবিধি পুলিশের আতশকাচের তলায়। তিনপুল, বলঞ্চা সহ ইসলামপুর ব্লকে মাদক হ্যান্ডলারের সংখ্যা ৩৫ থেকে ৪০। শহরে ১৫ থেকে ২০। এপ্রসঙ্গে অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের বক্তব্য, ‘বিষয়টি আমাদের নজরে রয়েছে। পরপর অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। আগামীতেও অভিযান চলবে।’ তিনপুলের বাসিন্দা অপর এক মহিলাও কারবারের মাথা। শহরের একাধিক মাঠ, কিষান মান্ডির একাংশ ও পরিত্যক্ত সরকারি আবাসনে মাদকাসক্তদের অবাধ বিচরণ।

গরম থেকে বাঁচতে পুকুরে স্বস্তির স্নান। গাজোলে পঙ্কজ ঘোষের তোলা ছবি।

চট্টগ্রাম সমিতির জেলা সম্মেলন

হেমতাবাদ, ১৮ মে : চট্টগ্রাম সমিতির উত্তর দিনাজপুর কমিটির প্রথম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল রবিবার। হেমতাবাদের একটি বেসরকারি ভবনে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এদিন বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার পর মহান বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্য সেনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি নির্মলকান্তি বিশ্বাস, কার্যনির্বাহী সদস্য বিভাস বিশ্বাস, অভিজিৎ দত্ত সহ অন্যরা।

বালুরঘাট দাপাচ্ছে

প্রথম পাতার পর

বেপরোয়া গতিতে ঘুরছিলেন এক ব্যক্তি। অবশ্য তা নজরে পড়তেই বাইকের পেছনে ধাওয়া করে পুলিশ। তাড়া করে ওই ব্যক্তিকে থানা মোড় এলাকায় আটক করা হয়। অভিযুক্তকে পাকড়াও করে ব্রেথ এনালাইজারে পরীক্ষার মাধ্যমে পুলিশ নিশ্চিত হয় যে, ওই ব্যক্তি মদ্যপ অবস্থায় ছিল। তাকে আটক করে পুলিশি হেপাজতে নেওয়া হয়। বাইকটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার এরকম আরও কয়েকজন বাইক ও গাড়িচালককে আটক করা হয়েছে। শহরে মদ্যপ অবস্থায় বাইক চালানো কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। দুর্ঘটনা রুখতে শহরজুড়ে অভিযান চালানো হচ্ছে। সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে এই ধরনের তৎপরতা ভবিষ্যতেও চলবে।

শিকড়ের খোঁজে আমরা দায়বদ্ধ

প্রথম পাতার পর

সংকোশ ইত্যাদি অবশ্য ছোট নদী নয়। তার বাইরে অনেকে পরিচিত-স্বল্প পরিচিত, অখ্যাত নদী-উপনদী-শাখানদীর অস্তিত্ব ছড়িয়ে আছে উত্তরবঙ্গের আট জেলায়। যেগুলির সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্থানীয় গ্রামীণ জীবন, সেখানকার সভ্যতা-সংস্কৃতি, ইতিহাসের বিস্মৃত অধ্যায়। সেই নদীগুলির বেশ কিছু এখন অস্তিত্ব সংকটে ধুঁকছে। উন্নয়ন, নগরায়ণ কিংবা নিছক দূষণের চাপে অনেক জায়গায় হারিয়ে যেতে বসেছে গ্রামীণ মানুষের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত অধ্যায়।

‘আমাদের ছোট নদী’ সেই অধ্যায়কে বিস্মৃতির হাত থেকে রক্ষা করে সকলের সামনে তুলে ধরার এক উল্লেখযোগ্য চেষ্টা। স্থানীয় ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের দায়িত্ব প্রশাসনকে মনে করিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে তার কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করারও ছিল সেই পরিকল্পনার অন্যতম কারণ। জীবন তো শুধু ইতিহাস আর ঐতিহ্য নিয়ে চলে না। বাস্তবের মাটিতে উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ইত্যাদিও জরুরি। জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনকে তাই প্রয়োজনে সবসময় কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। সেই চেষ্টার আরেকটি রূপ পাঠক গত কয়েক মাসে দেখেছেন ‘জনতার আদালত’ বিভাগে। তেমনই বিরোধীদের দায়বদ্ধতা মনে করিয়ে দিতে নিয়মিত প্রকাশ করা হয়েছে ‘পেতাম যদি সিংহাসন’ বিভাগ। উত্তরবঙ্গে প্রায় সমস্ত শহরই ক্রমে আধুনিক হচ্ছে, প্রসারিত হচ্ছে। উন্নয়নের ঢাকঢোল ভালোই পেটানো হয় শহরগুলিতে। অথচ প্রতি শহরের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে নাগরিক সমস্যার অন্ত নেই।

রাস্তা, পানীয় জল, বিদ্যুতের জোগান থেকে শুরু করে খেলার মাঠ, অবসর বিনোদনের পার্ক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মঞ্চের অভাব কিংবা রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যা প্রায় প্রতি শহরে। পাশাপাশি আবর্জনা, দূষণ, অরাজকতা ইত্যাদিতে জেরবার অনেক এলাকা। এত অভাব-অভিযোগ, সমস্যার প্রতি পুর কর্তৃপক্ষের নজর আকর্ষণে উত্তরবঙ্গ সংবাদ চালু করেছে ‘পাড়ায় পাড়ায়’ বিভাগ। উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়ের দায়বদ্ধতার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পাঠকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন এইসব উদ্যোগের নেপথ্য কারণ।

পাঠকমাত্রই জানেন, তথ্য বিকৃতি, মিথ্যার জাল ক্রমে সংবাদজগৎকে কলুষিত করছে। সেখানে দাঁড়িয়ে সত্য যাচাইয়ের লাগাতার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে প্রকৃত তথ্য পাঠকের দুয়ারে পৌঁছে দিতে নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সাম্প্রতিক আবহে উত্তরবঙ্গ সংবাদে সেই প্রক্রিয়ার প্রতিফলন নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন পাঠক। কষ্টসাধ্য এবং অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের ক্ষতির ঝুঁকি নিয়েও সাংবাদিকতায় সেই সত্যনিষ্ঠায় অবিচল থাকতে চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

পক্ষপাত, আনুগত্য, নিছক ব্যবসায়িক স্বার্থ ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে গত ৪৫ বছর ধরে উত্তরবঙ্গ সংবাদ শুধু মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ থাকার ঐতিহ্য নির্মাণ করেছে। সর্বশেষ সেই কথাটাই বলার যে, উত্তরবঙ্গের আত্মাকে নিষ্কলুষ, পবিত্র, নির্মল রাখতে একইরকম নির্ভীক, দল ও শক্তি নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে চলার শপথ আমরা নিলাম ৪৬তম বর্ষের শুরুতেই।

ভূতনির বাঁধে

প্রথম পাতার পর

পাওয়া পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের জমির ওপর দিয়ে বাঁধ নির্মাণ করতে দেবেন না। এনিয়ে বারকয়েক জমি মালিকদের সঙ্গে প্রশাসনিক বৈঠক হয়। জমি মালিকদের সঙ্গে সমঝোতা করতে আসরে নামেন মালদা জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া, মানিকচকের বিডিও অনুপ চক্রবর্তী, মানিকচকের বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র। তবু বরফ গলেনি। এমনকি জমি মালিকরা নিজেদের জমি পাহারা দিতে শুরু করেন। তাঁরা অভিযোগ তোলেন, ঠিকাদারের ভাড়াটে গুন্ডারা জোর করে তাঁদের জমিতে মাটি ফেলছে বাঁধ নির্মাণের জন্য। এমনকি তাঁদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ারও হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে জমি মালিকরা অভিযোগ করেন। পুরুষদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হতে পারে বলে জমির পাহারায় নামেন বাড়ির মহিলারা। ফলে প্রায় দেড় মাস আগে বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হলেও জমিজটের কারণে থমকে গিয়েছিল কাজ।

রবিবার মোট ১৮৬ জন জমি মালিকের মধ্যে ১২০ জনের হাতে বাঁধ নির্মাণে জমি অধিগ্রহণের নোটিশ দিয়েছে মানিকচক ব্লক প্রশাসন। আগামী সোমবার বাকি জমি মালিকরাও অধিগ্রহণের নোটিশ পাবেন বলে জানিয়েছেন প্রশাসনের কর্তারা। মানিকচকের বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র বলেন, ‘ইতিমধ্যেই ১২০ জন জমির মালিককে অধিগ্রহণের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। আগামী সোমবার বাকি জমির মালিকরাও নোটিশ পেয়ে যাবেন। আগামী মাসের মধ্যে তাঁরা ক্ষতিপূরণের টাকাও পেয়ে যাবেন। ভূতনিতে নতুন বাঁধ নির্মাণে আর সমস্যা রইল না।

‘লইবাড়ি হাট’

প্রথম পাতার পর

আর সেই সুবাদে ভালো বিকিকিনির সুবাদে বিক্রেতার মুখে হাসি, ক্রেতারাও। সরকারি সহযোগিতা পেলে এই হাসি আরও চওড়া হওয়ার সুযোগ রয়েছে বলে কল্পনা মণ্ডলের মতো বিক্রেতারা মনে করিয়ে দিচ্ছেন। রোদ বৃষ্টি থেকে বাঁচতে সরকারিভাবে হাটখোলার জন্য টিনের ছাউনি সহ উঁচু বাঁধানো মেঝে, বর্ষায় হাটের জল যাতে সহজে বের হতে পারে সেজন্য নিকাশি ব্যবস্থার দাবিও জোরালো হয়েছে।

বিপাকে বাংলাদেশ

প্রথম পাতার পর

বাণিজ্যমন্ত্রকের নির্দেশে তাতে বিরাট ধাক্কা লেগেছে।

ধাক্কা সীমান্তের ওপারেও। প্লাস্টিকের দানা নিয়ে ফুলবাড়ি সীমান্ত দিয়ে এপারে এসে ট্রাকচালক মহম্মদ শাহজাহান বলেন, ‘বিভিন্ন ধরনের মাল নিয়ে ১০০টির বেশি ট্রাক বাংলাদেশের বাংলাবান্ধা সীমান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আদৌ ঢুকতে পারবে কি না জানি না।’ আরেক বাংলাদেশি ট্রাকচালক ওমর ফারুক দেশে ফেরার আগে রবিবার বলেন, ‘ভারত আমদানি বন্ধ করায় আমাদের দেশের অর্থনীতিতে বড় প্রভাব পড়বে।’

বাণিজ্য সম্পর্কিত নয়াদিল্লির গবেষণা সংস্থা গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভের প্রকাশিত রবিবারের রিপোর্টে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য এতে ৪২ শতাংশ কমে যায়। অর্থমূল্যে যে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৭৭০ মিলিয়ন ডলার। ওই রিপোর্ট অনুযায়ী সবচেয়ে বড় আঘাত আসবে বস্ত্রশিল্পে।

যেমন ওমর ফারুকের কথায়, ‘অনেক মানুষ এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। গাড়ি চালাতে না পারলে আমার আয় বন্ধ হয়ে যাবে। আমার মতো অনেক পঞ্চগড় ও বাংলাবান্ধা সীমান্ত লাগোয়া চালকদের কাজ চলে গেল। একটা ট্রাকের ওপর অন্তত দশজন মানুষের পরিবার চলে। গাড়ি না চললে মাল তোলা ও নামানোর শ্রমিকরা কাজ হারাবেন।’ চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দরের শ্রমিক সহিদুল ইসলাম বলেন, ‘আজকেই কাজ পাইনি। দশজনের পরিবার কী করে চলবে জানি না।’ বাংলাদেশ থেকে কাটা কাপড় নিয়ে চ্যাংরাবান্ধা হয়ে এপারে এসেছেন বুড়িমারির ট্রাকচালক মহম্মদ সাজু হোসেন। তাঁর বক্তব্য, ‘খুব দুশ্চিন্তায় রয়েছি। ট্রাক চালিয়ে দিন গুজরান হয়। আমাদের ওদিকের প্রচুর শ্রমিক ও ট্রাকচালক এই ব্যবসার ওপর নির্ভরশীল। কমপক্ষে পাঁচ শতাধিক মানুষের পরিবার চলে এর ওপর। আমাদের এখন কী করে চলবে, কিছুই বুঝতে পারছি না।’

আরেক বাংলাদেশি ট্রাকচালক আবদুল হানিফার চ্যাংরাবান্ধায় রবিবার বলেন, ‘এই কাজ ছাড়া আর কিছু জানি না। প্রত্যেক ট্রিপে হাজার থেকে ১১০০ টাকা পাই। রাতে ভারতে থাকতে হলে আরও ২০০ টাকা এক্সট্রা পাওয়া যায়। সব বন্ধ হয়ে যাবে।’ তাঁর কথায়, ‘ভারত সরকারের এই পদক্ষেপে ভারতের ক্ষতি কিছু হবে, কিন্তু বেশি লোকসান হবে বাংলাদেশের।’

(তথ্য সহায়তা : সাগর বাগচী, শতাব্দী সাহা ও জসিমুদ্দিন আহম্মদ)

বাংলাদেশি গ্রেপ্তার

কান্দি, ১৮ মে : ভারতে অবৈধভাবে বসবাসের অভিযোগে এক বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করল কান্দি থানা। রবিবার ঘটনাকে ঘিরে শোরগোল পড়ে মুর্শিদাবাদের কান্দি এলাকায়। ধৃতের নাম মহির মোল্লা। হিজলের গোপালপুর থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০০৮ সালে মহির বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশ করে। এরপর বিয়ে করে গোপালপুরে সংসার পাতে ওই তরুণ। পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে মহির মুম্বইয়ে কাজ করত। সেখান থেকে সম্প্রতি বাড়ি ফেরে সে। পুলিশও তক্কেতক্কে ছিল। শনিবার রাতভর অভিযান চালিয়ে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রবিবার ধৃতকে কান্দি আদালতে তোলা হয়। বিচারক পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। বৈধ কোনও কাগজ ছাড়া মহির মোল্লা কীভাবে প্রায় দুই দশক ভারতে থাকল, কার মদতে ওই বাংলাদেশি এতদিন ভারতে আত্মগোপন করেছিল, তা জানতে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

বোমা নিষ্ক্রিয়

জঙ্গিপুর, ১৮ মে : তাজা বোমা উদ্ধার করে তা নিষ্ক্রিয় করল বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড। জঙ্গিপুর মহকুমার রঘুনাথগঞ্জের একটি পুকুরপাড় থেকে বোমা ভর্তি তিনটি ড্রাম উদ্ধার হয়েছিল। রবিবার ফাঁকা মাঠে তা নিষ্ক্রিয় করা হয়। ১৬টি বোমা নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে মোতায়েন ছিল মেডিকেল টিম।

কাজের সূচনা

কালিয়াচক, ১৮ মে : কালিয়াচকের নওদা যদুপুর ও আলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের শিলান্যাস করলেন দক্ষিণ মালদার সাংসদ ইশা খান চৌধুরী। আলিপুরে একটি মাদ্রাসার শেড ও অফিস ঘর নির্মাণ সহ ওই এলাকায় দুটি সোলার হাইমাস্টের কাজ হবে। এজন্য প্রায় ১৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। পাশাপাশি যদুপুরে গার্ডওয়াল সহ দুটি রাস্তার কাজ হবে। এজন্য বরাদ্দ হয়েছে ১১ লক্ষ টাকা। রবিবার কাজের শিলান্যাস করেন সাংসদ।

জমিজটেই আটকে

প্রথম পাতার পর

কিন্তু পরবর্তীতে সরকার দ্বারা অধিগৃহীত কিছু জমি নাকি বিক্রির মাধ্যমে হাতবদল হয়ে যায়।

সন্তোষজনক ক্ষতিপূরণ না মেলায় কিছু কৃষক যেমন জমি দিতে চাননি, তেমনই সামগ্রিক স্বার্থে কেউ কেউ স্বেচ্ছায় জমি দিয়েছিলেন। এমনই এক ইচ্ছুক জমি দাতা আকতার আলির আক্ষেপ, ‘এই সেচপ্রকল্পের জন্য দুই বিঘা জমি দিয়েছিলাম। আমাদের কৃষকদের স্বার্থেই জমিটা দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন ওই অর্ধসমাপ্ত জলসেতুর দিকে তাকালে মনটা কেমন লাগে।’

কিন্তু ভাটোলের তাজপুরের বাসিন্দা মহম্মদ ইসমাইল যে কথা শোনালেন তাতে জমিজট যেন পুরো ঘেঁটে ঘ। তিনি বলেন, ‘যতটুকু জমি অধিগ্রহণ হয়েছিল সেই জমিও হাতবদল হয়ে গিয়েছে। একবার নয়, তিন থেকে চারবার। ওই কৃষকরা সরকারের কাছ থেকে টাকাও নিয়েছে, আবার সেই জমি অন্য কারও কাছে বিক্রিও করে দিয়েছে।’

রায়গঞ্জের মহিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা অতুল বর্মনের মতো অনেকে আবার মনে করছেন, প্রকল্প রূপায়ণের কৃতিত্ব বা ডিভিডেন্ড যাতে কংগ্রেস পেয়ে না যায়, তার জন্য জমি অধিগ্রহণ নিয়ে গড়িমসি করেছে তৎকালীন বাম শাসিত রাজ্য সরকার। অতুলবাবুর কথায়, ‘বিভিন্ন রাজনৈতিক দলেরও এই প্রকল্প নিয়ে অনীহা ছিল। প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি যখন এই প্রকল্পকে জাতীয় প্রকল্পের রূপ দিলেন, তখন রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল সিপিএম। ফলে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে আখেরে কংগ্রেসের লাভ হত। তাই তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির এই জাতীয় প্রকল্পকে তেমনভাবে গুরুত্ব দেয়নি।’

যদিও এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে সিপিএম। সিপিএমের জেলা সম্পাদক আনওয়ারুল হক বলেন, ‘সিপিএমের আমলে কৃষকদের স্বার্থে এই প্রকল্পের জন্য অর্থবরাদ্দ করেছিল রাজ্য সরকার। কাজও হয়েছে। পরবর্তীতে প্রকল্পটি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চলে যায়। তারপর এই প্রকল্প কতখানি বাস্তবায়িত হয়েছে তা আমার জানা নেই।’

প্রকল্পের জন্য উত্তর দিনাজপুরের কর্ণজোড়ায় দ্বিতীয় ডিভিশন অফিস নির্মাণ হয়েছিল। কালিয়াগঞ্জে ও ডালখোলাতেও নির্মাণ হয়েছিল তিস্তা প্রোজেক্টের অফিস। এখন সেই কংক্রিটের অফিস বিল্ডিংগুলিও নাকি কর্মী-শূন্যতায় ধুঁকছে।

চা শিল্প, শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ

প্রথম পাতার পর

এই অঞ্চলের চা বলয়ে সদ্য সমাপ্ত উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হয়েছে। নির্বাচিত বিধায়কের বাড়ি ডিমডিমা বাগান এলাকায়। অথচ সেই বাগানেও শ্রমিকরা প্রায় দুই মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। আশ্চর্যের বিষয়, ওই ব্লকেই শাসক ও বিরোধী দুই পক্ষের সর্বাধিক কেন্দ্রীয় স্তরের চা শ্রমিক নেতা রয়েছেন। অথচ সেখানেই বাগানের সমস্যা সবচেয়ে প্রকট।

রাজ্য সরকার চা বাগান সমস্যার সমাধানে একাধিক কমিটি গঠন করেছে, তৈরি হয়েছে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর। সেই নীতি অনুসারে, যখন-তখন বাগান বন্ধ করে দেওয়া, মজুরি বকেয়া রাখা, লিজ বাতিল করা যাবে। এই নিয়ম কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ। রাজ্যের তৈরি টি অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল আসলে সমস্যার সমাধানে নয়, নেতাদের সরকারি স্টিকার লাগানো গাড়িতে ঘোরাঘুরির সুবিধা দিতেই তৈরি হয়েছে বলে মনে হয়। সম্প্রতি শ্রমমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য আবার একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হবে। কিন্তু গত সাত বছরে কুড়ি বারেরও বেশি বৈঠক করার পরেও যখন ফল মেলেনি, তখন আরেকটি কমিটির প্রতিশ্রুতি নতুন প্রতারণারই নামান্তর।

প্রকৃত সমস্যা হল, চা বলয়ে কার্যকর কোনও বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি নেই। সিপিএম তাদের শাসনকালে শ্রমিকদের প্রতি যে অবিচার করেছে, তার জন্য এখনও ক্ষমা চাইতে সাহস পাচ্ছে না। অন্যদিকে বিজেপি, অসমে যারা এখনও মজুরি সীমাবদ্ধ রেখেছে ২২৫–২৫০ টাকার মধ্যে, তারাও জমির মালিকানা বা উপজাতীয় স্বীকৃতির দাবিতে কোনও জোরালো আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। ফলে তাদের নেতারাও চা বলয়ে আস্থা তৈরি করতে পারছেন না। বরং পদ হারালেই এক দল থেকে আরেক দলে যাওয়া তাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিরই অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কলকাতাকেন্দ্রিক নেতৃত্ব এবং প্রশাসনের প্রতি অনুগত উত্তরবঙ্গের নেতারা আজ পর্যন্ত চা বাগানের জন্য কোনও স্পষ্ট বিকল্প নীতির সন্ধান দিতে পারেননি। সমবায়ের মাধ্যমে বাগান পরিচালনার প্রশ্ন উঠলেই তাঁরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। ২০২৩ সালে হঠাৎই রাজ্য সরকার ঘোষণা করে যে, চা বাগানের শ্রমিকদের জমির পাট্টা দেওয়া হবে। অথচ এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে শ্রমিকদের মতামত নেওয়া তো দূরের কথা, কোন জমিতে পাট্টা দেওয়া হবে, সেই জমির চরিত্র কী, এই পাট্টা কী সুবিধা দেবে, এসব নিয়ে কোনও স্বচ্ছতা নেই। নেতা ও প্রশাসনের মনোভাব এমন, ‘এতদিন কেউ কিছু করেনি, আমরা তো করছি, এবার আর প্রশ্ন তুলো না।’

চা শিল্পের প্রকৃত চিত্র বোঝার জন্য শুধু রাজনৈতিক দিক নয়, অর্থনৈতিক কাঠামোর বিশ্লেষণও জরুরি। চায়ের একটি বড় অংশ অকশন ছাড়াই সরাসরি বিক্রি হয়ে যায়, যার কোনও হিসেব সাধারণ মানুষের কাছে নেই। মালিকপক্ষ সাধারণত অকশনে কম দাম দেখিয়ে চা শিল্পের সংকটের গল্প ফাঁদে। ফলে একটি বিশাল অঘোষিত অর্থপ্রবাহ রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে যায়। চা শিল্পে এই প্রক্রিয়া বহু আগেই শুরু হয়েছিল। কলকাতা, দিল্লি ও গুয়াহাটির প্রভাবশালী লবি আজ বাংলা ও অসমের চা শিল্প নিয়ন্ত্রণ করে। দুই রাজ্যে সরকার ভিন্ন হলেও মজুরি বৃদ্ধির হার প্রায় সমান, যাতে কোনও এক রাজ্যের শ্রমিকদের মজুরি বাড়লে অন্য রাজ্যে শ্রমিক বিক্ষোভ তৈরি না হয়। এটা হয়তো একধরনের সমঝোতা। তার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই ২০২৬-এর নির্বাচনের আগে চা বলয়ে রাজনৈতিক বিপর্যয় আসতে পেরে জেনেও যখন বাংলায় টি ট্যুরিজমের নামে চা বাগানের তিরিশ শতাংশ জমি বরাদ্দ করে দেওয়া হয় তা দেখে। অসমেও কর্পোরেট স্বার্থে শ্রমিক উচ্ছেদ করে একই কাজ করা হচ্ছে।

রাজ্য সরকার দাবি করেছে, চা পর্যটনে আশি শতাংশ স্থানীয় মানুষ কর্মসংস্থান পাবেন। তবে বাস্তবটা ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ, শিলিগুড়ি শহরের পাশের একটি চা বাগানে গড়ে ওঠা একটি রিসর্টে ‘কলোনিয়াল সুইট’-এর এক রাতের ভাড়া দিয়ে দশজন শ্রমিককে এক মাস বেতন দেওয়া যায়। কিন্তু সেখানে ক’জন স্থানীয় মানুষ কাজ পেয়েছেন, সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

আসলে চা শিল্পের বাহ্যিক চাকচিক্যের আড়ালে আজও রয়ে গিয়েছে এক দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শোষণের পরম্পরা। উত্তরবঙ্গের অনুন্নয়ন এবং শ্রমিক জীবনের অবমাননার মূল শিকড় আজও গেঁথে রয়েছে ১৫০ বছরের চা শিল্প ব্যবস্থার গভীরে।

লেখক-সমাজকর্মী

অভিনেত্রী নুসরত ফারিয়া গ্রেপ্তার ঢাকায়

ঢাকা, ১৮ মে : জনপ্রিয় বাংলাদেশি অভিনেত্রী নুসরত ফারিয়াকে রবিবার ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার করল বাংলাদেশ পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে গত বছর জুলাই অভ্যুত্থানের সময় খুনের চেষ্টার অভিযোগে ভাটারা থানায় মামলা রয়েছে। সেই সূত্রেই ফারিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রবিবার থাইল্যান্ডে যাওয়ার সময় তাঁকে ইমিগ্রেশন চেকপয়েন্টে আটক করা হয়। সেখান থেকে প্রথমে ভাটারা থানায়, তারপর ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁকে জেরা করা হয়। সোমবার নুসরত ফারিয়াকে আদালতে তোলা হবে। দুই বাংলার একাধিক সিনেমায় অভিনয় করেছেন ফারিয়া। শ্যাম বেনেগাল নির্মিত 'মুজিব-দ্য মেকিং অফ এ নেশন'-এ শেখ হাসিনার চরিত্রে ফারিয়ার অভিনয় সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছিল। এর আগে হত্যাচেষ্টার ওই মামলায় অপু বিশ্বাস, আসনা হাবিব ভাবনা, জায়েদ খান সহ ১৭ জন তারকাকে আসামি করা হয়েছে।

কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনে সমস্যা

শ্রীহরিকোটা, ১৮ মে : পরের পর সফল অভিযানের পর পৃথিবীর কক্ষপথে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করতে গিয়ে ধাক্কা খেল ইসরো। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা জানিয়েছে, রবিবার ভোরে ইওএস-০৯ কৃত্রিম উপগ্রহ নিয়ে কক্ষপথের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল ইসরোর পিএসএলভি-সি৬১ রকেট। কিন্তু নির্দিষ্ট স্থানের কাছাকাছি পৌঁছোনোর পরেও রকেট থেকে উপগ্রহটিকে আলাদা করে কক্ষপথে স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। সমস্যার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন ইসরোর প্রধান ভি নারায়ণ। তিনি জানিয়েছেন, এদিন ভোর ৫টা ৫৯ মিনিটে শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস রিসার্চ সেন্টার থেকে

সফল উৎক্ষেপণের পর পৃথিবীর কক্ষপথে পৌঁছে নির্দিষ্ট জায়গায় ইওএস-কে স্থাপন করার কথা ছিল পিএসএলভি-সি৬১-র। কিন্তু এজন্য জ্বালানির মাধ্যমে যে পরিমাণ চাপ তৈরির কথা ছিল তা সম্ভব হয়নি। ইসরোর নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রের গবেষকদের কাছে বিষয়টি ধরা পড়ার পর অভিযান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

নারায়ণ বলেন, 'আজকের অভিযানের ৪টি ধাপ ছিল। কিন্তু তৃতীয় ধাপে লক্ষ্য করা যায় অভিযান শেষ করা সম্ভব নয়। কেন এটা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আশা করি আমরা খুব তাড়াতাড়ি সমস্যা মিটিয়ে ফেলব।' রবিবারের অভিযানটি ছিল ইসরোর ১০১তম মহাকাশ অভিযান। এজন্য যে পিএসএলভি রকেট ব্যবহার করা হয়েছিল সেটি ৬৩টি অভিযানে শামিল হয়েছিল।

আমেরিকায় টর্নেডো হত ২৭

ওয়াশিংটন, ১৮ মে : আমেরিকার কেন্টাকি ও মিসৌরি প্রদেশে ভয়ংকর টর্নেডো ঝড়ের কবলে পড়ে কমপক্ষে ২৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত বহু। কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। হতাহতের অধিকাংশ কেন্টাকির বাসিন্দা। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে সেখানকার স্থানীয় প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। কেন্টাকির গভর্নর অ্যান্ডি বেসার এক্স পোস্টে জানিয়েছেন, শুক্রবার গভীর রাতে দক্ষিণ কেন্টাকিতে আঘাত হানে টর্নেডো। ঘূর্ণিঝড়ের ধাক্কায় বহু ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে গিয়েছে। সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে লরেল কাউন্টির। প্রাণহানির খবর এসেছে মিসৌরির সেন্ট লুইস থেকেও। শহরের মেয়র কারা স্পেনসার জানান, ৫ জন বাসিন্দা মারা গিয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অন্তত ৫ হাজার বাড়িঘর।

ভারতকে অনুকরণ শরিফের

বিদেশে প্রতিনিধিদল পাঠাবে পাকিস্তানও

ইসলামাবাদ, ১৮ মে : অপারেশন সিঁদুরের পর থেকে ভারতের দেখে টুকলি করার মানসিকতা ক্রমশ জাঁকিয়ে বসছে পাকিস্তানের শাহবাজ শরিফ সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেখাদেখি সেনাঘাঁটিতে ভাষণ দেওয়ার পর এবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে কূটনৈতিক প্রতিনিধি দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল ইসলামাবাদ। সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর হিসেবে পাকিস্তানকে আন্তর্জাতিক স্তরে কোণঠাসা করতে বিশ্বের ৩২টি দেশে শাসক-বিরোধী নির্বিশেষে ৫১ জনের সাতটি প্রতিনিধি দল পাঠাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। আগামী বৃহস্পতিবার ওই দলগুলি রওনা দেবে। ভারতের এই কূটনৈতিক উদ্যোগের জবাবে এবার পাকিস্তানও দেশে দেশে প্রতিনিধি দল পাঠানোর কথা ঘোষণা করেছে।

ভারতের তরফে সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বমণ্ডলীর নাম ঘোষণার খানিকটা পরই প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বিশ্বমঞ্চে পাকিস্তানের অবস্থান তুলে ধরার দায়িত্ব তুলে দেন পিপিপি চেয়ারম্যান তথা দেশের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারির হাতে। তাঁর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল বিভিন্ন দেশে গিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে পালটা ইসলামাবাদের অবস্থান তুলে ধরবে। বেনজির-পুত্রের নেতৃত্বাধীন ওই প্রতিনিধি দলে রয়েছেন পাকিস্তানের আরও দুই প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী হিনা রাব্বানি খার এবং খুররম দস্তোগির খান। রয়েছেন প্রাক্তন বিদেশসচিব জলিল আব্বাস জিলানি। পাকিস্তানের বক্তব্য বিশ্বের সামনে তুলে ধরার দায়িত্ব তাঁর হাতে সঁপে দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বিলাওয়াল।

ভারতে যেভাবে কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর মোদি সরকারের সিদ্ধান্তের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, খানিকটা সেই সুরেই ফেসবুকে শরিফ সরকারের প্রশংসা করেছেন বেনজির-পুত্র। তিনি লিখেছেন, 'আমি এদিন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। উনি আমাকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে শান্তির জন্য পাকিস্তানের সওয়াল তুলে ধরার জন্য একটি প্রতিনিধি দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার অনুরোধ করেন। এই দায়িত্ব নিতে পেরে অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি আমি। এই কঠিন সময়ে পাকিস্তানের সেবা করতে আমি সংকল্পবদ্ধ।'

তবে শাহবাজ সরকারই নয়, জেনারেল আসিম মুনিরের সেনাবাহিনীও পাকিস্তানকে শান্তিপ্রিয় দেশ হিসেবে তুলে ধরতে চায়। শনিবার পাক সেনার জনসংযোগ দপ্তরের প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ শরিফ চৌধুরী বলেন, 'পাকিস্তান হিংসাত্মক দেশ নয়। তারা হিংসা চায় না। বরং শান্তি চায়। সেই কারণেই আমেরিকার মধ্যস্থতায় সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়েছে ইসলামাবাদ।'

শরিফ সরকার যেভাবে বিলাওয়ালের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দলকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাকেও সঠিক বলে মনে করছে সেনাবাহিনী। সন্ত্রাসের মদতদাতা দেশের বদলে একটি শান্তিপ্রিয় দেশ হিসেবে বিশ্বের দরবারে পাকিস্তানের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার সুযোগ এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে বলে ধারণা তাঁদের। পাশাপাশি বিলাওয়ালের মাধ্যমে ভুট্টো পরিবারের কূটনৈতিক যোগাযোগের পরম্পরাকেও কাজে লাগানোর পক্ষপাতী পাক সেনা।

ঋণের ১ম কিস্তির আগে ১১ শর্ত ইসলামাবাদকে

নয়াদিল্লি, ১৮ মে : ভারতের তীব্র বিরোধিতা উপেক্ষা করে পাকিস্তানকে বড় অঙ্কের ঋণ মঞ্জুর করেছে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (আইএমএফ)। তবে সেই বরাদ্দের প্রথম কিস্তি ছাড়ার আগে একগুচ্ছ শর্তের কথা ঘোষণা করল আন্তর্জাতিক সংস্থাটি। যার মধ্যে আর্থিক সংস্কারের পাশাপাশি রয়েছে সামরিক বাজেট বরাদ্দে আংশিক রাশ টানার মতো বিষয়। শনিবার আইএমএফের তরফে জানানো হয়েছে, মোট ১১ দফা শর্ত পূরণের বিনিময়ে ঋণের টাকা পাবে পাকিস্তান। সূত্রের খবর, এর আগে আইএমএফের ঋণ পেতে ৫০টি শর্ত পূরণ করতে হয়েছে পাক সরকারকে। এবার তার সঙ্গে যুক্ত হবে নতুন শর্তগুলি। এর মধ্যে রয়েছে আগামী অর্থবর্ষে পাকিস্তানের জাতীয় বাজেট ১৭.৬ ট্রিলিয়ন পাকিস্তানি মুদ্রায় সীমিত রাখা। সেই বাজেট সেদেশের পার্লামেন্টে অনুমোদন করাতে হবে শাহবাজ শরিফের সরকারকে।

আইএমএফ-এর শর্ত

- জাতীয় বাজেট ১৭.৬ ট্রিলিয়ন পাকিস্তানি মুদ্রায় সীমিত রাখা
- বিদ্যুৎ বিলে বাড়তি সারচার্জ
- ৩ বছরের বেশি পুরোনো গাড়ি আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার
- ২০২৭-এর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা তৈরি করে তা জনসমক্ষে পেশ করা
- প্রতিরক্ষা বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি ১২ শতাংশের মধ্যে রাখতে হবে
- কৃষি আয়কর আইন বাস্তবায়ন
- করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি
- আয়কর আইনে সরলীকরণ
- প্রশাসনিক সংস্কার
- শিল্প পার্কগুলিকে ভরতুকি বন্ধ
- জ্বালানি ক্ষেত্র থেকে বাড়তি কর আদায়

এছাড়া বিদ্যুৎ বিল ও ঋণে বাড়তি সারচার্জ আদায়, ৩ বছরের বেশি পুরোনো গাড়ি আমদানির ওপর জারি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, ২০২৭-এর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা তৈরি করে তা জনসমক্ষে পেশ করার মতো শর্ত। শুধু তাই নয়, আইএমএফের টাকা যাতে অন্য কোনও খাতে খরচ করা না হয় পাক সরকারের কাছে সেই নিশ্চয়তা চেয়েছে আইএমএফ। এজন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর আইএমএফকে রিপোর্ট পাঠাতে বাধ্য থাকবে ইসলামাবাদ।

ভারতের অপারেশন সিঁদুরে পাক সেনা ও বায়ুসেনার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ধাক্কা সামাল দিতে প্রতিরক্ষা বাজেট ১৮ শতাংশ বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। কিন্তু আইএমএফ জানিয়েছে, পাকিস্তান সরকার প্রতিরক্ষা বাজেটে বরাদ্দ গতবারের চেয়ে সর্বাধিক ১২ শতাংশ পর্যন্ত বরাদ্দ বাড়াতে পারে। পহলগাম হামলার পর পাকিস্তানকে ঋণ দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ভারত। কেন্দ্রের বক্তব্য, পাকিস্তানকে অতীতে বারবার ঋণ ও অনুদান দিয়েছে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি। কিন্তু সেই সাহায্য কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছে পাকিস্তান। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের বদলে আন্তর্জাতিক ঋণের একাংশ চলে গিয়েছে সেখানকার সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির ভাঁড়ারে। ভারতের আপত্তির পরেই পাকিস্তানের ওপর আইএমএফের নয়া শর্ত আরোপ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

দুর্ঘটনাস্থল থেকে শিশুকে উদ্ধার করেছেন দমকলকর্মীরা। হায়দরাবাদে।

আগুনে মৃত এক পরিবারের ১৭

হায়দরাবাদ, ১৮ মে : আগুনে পুড়ে তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদে মৃত্যু হল ১৭ জনের। মৃতরা সবাই একই পরিবারের সদস্য। তাঁদের মধ্যে ৮টি শিশু। ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন হায়দরাবাদের চারমিনার সংলগ্ন গুলজার হাউসে। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িটি থেকে আরও ১৭ জনকে জীবন্ত উদ্ধার করেছেন দমকলকর্মীরা। রবিবার ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেন তেলেঙ্গানার মন্ত্রী পুন্নম প্রভাকর। তিনি জানান, মৃতরা এক পরিবারের সদস্য। তাঁদের বয়স ৭০ থেকে ২ বছরের মধ্যে।

রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগের ডিরেক্টর ওয়াই নাগি রেড্ডি জানিয়েছেন, কৃষ্ণা পার্লস নামে একটি দোকানে প্রথম আগুন লাগে। দোকানটি একটি বহুতলের নীচের তলে অবস্থিত। সেখান থেকে আগুন দ্রুত ওপরের তলগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। দমকলের ১১টি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছিল বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। মৃতদের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি। ক্ষতিগ্রস্তদের ২ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি হায়দরাবাদের ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন।

ট্রাম্প উপদেষ্টার জঙ্গি-যোগ

ওয়াশিংটন, ১৮ মে : আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরামর্শদাতাদের তালিকায় রয়েছে ইসমাইল রোয়ার এবং শেখ হামজা ইউসুফ। লরা লুমার নামে এক সাংবাদিকের দাবি, সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের সঙ্গে দীর্ঘদিনের যোগ রয়েছে রোয়ার ও ইউসুফের। তারপরেও

দু'জনকে কীভাবে প্রেসিডেন্টের পরামর্শদাতা কমিটিতে শামিল করা হল, সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। লুমার জানিয়েছেন, লস্কর-ই-তৈবার সদস্য রোয়ার পাকিস্তানে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছে। ২০০৪-এ আমেরিকার এক আদালত তাকে ২০ বছরের সাজার নির্দেশ দিয়েছিল। ১৩ বছর জেলে কাটিয়ে ২০১৭-য় ছাড়া পায় রোয়ার। অন্যদিকে প্যালেস্তিনীয় জঙ্গিগোষ্ঠী হামাসের সঙ্গে যুক্ত ইউসুফ।

সংবিধানই সর্বোচ্চ, বার্তা গাভাইয়ের

মুম্বই, ১৮ মে : প্রশাসন বনাম বিচারবিভাগের মধ্যে কার ক্ষমতা বেশি, তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ এখনও হয়নি। অনেক ক্ষেত্রেই সরকারের শীর্ষমহল থেকে দাবি করা হয়, সংসদ বা আইনবিভাগের ক্ষমতা সর্বাধিক। এই বিতর্কের নিষ্পত্তি ঘটিয়ে রবিবার এক অনুষ্ঠানে দেশের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই বলেছেন, 'বিচারবিভাগ বা শাসনবিভাগ নয়, ভারতের সংবিধানই হল সবার ওপরে। গণতন্ত্রের তিনটি স্তম্ভই সমান। তিনটি স্তম্ভই সংবিধান অনুযায়ী কাজ করে। প্রত্যেককে তাই পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।' সম্প্রতি দেশের ৫২ তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নেন বিআর গাভাই।

রবিবার মহারাষ্ট্র ও গোয়ার বার কাউন্সিলের তরফে তাঁকে এদিন সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তার পাশাপাশি আইনজীবীদের একটি সম্মেলনেরও আয়োজন করা হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল বিধানসভায় পাশ হওয়া কোনও বিল অনন্তকাল ফেলে রাখতে পারেন না বলে সম্প্রতি রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের জন্য এভাবে সময়সীমা বেঁধে দেওয়ায় অনেকেই সুপ্রিম কোর্টের সমালোচনা করেছেন। বিচারবিভাগের এই অতিসক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন খোদ উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকরও। তিনি সাফ বলেছেন, সংসদই সর্বোচ্চ। এই অবস্থায় প্রধান বিচারপতির কথা ধনকরের উদ্দেশে বার্তা কি না, তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে।

পাকিস্তানে গুলিতে মৃত্যু লস্কর জঙ্গির

ইসলামাবাদ, ১৮ মে : ভারতে তিনটি জঙ্গি হামলার মূলচক্রী সইফুল্লা খালিদ সিন্ধুপ্রদেশে আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারাল। ভারত সরকারের অপারেশন সিঁদুরের পর পাকিস্তানের মাটিতে লস্কর জঙ্গি খালিদের মৃত্যু নয়াদিল্লির কাছে স্বস্তির খবর। একটি সূত্র জানিয়েছে, সইফুল্লা খালিদের নাম ভারতে মোস্ট ওয়ান্টেড জঙ্গির তালিকায় ছিল। ২০০৫ সালে বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস, ২০০৬-এ নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সদর দপ্তর ও ২০০৮ সালে রামপুরে সিআরপিএফ ক্যাম্পে জঙ্গি হামলা চালানোর যাবতীয় ছক, সইফুল্লা খালিদের মস্তিষ্কপ্রসূত। বহুদিন থেকে সইফুল্লা নেপালে। সেখান থেকেই সে ভারতে একের পর এক জঙ্গি হামলা চালিয়েছে। নিজের সুবিধার জন্য সইফুল্লা নেপালে বিনোদ কুমার নাম নিয়ে বাস করছিল। নাগমা বানু নামে এক স্থানীয় মহিলাকে বিয়ে করে।

অতি সম্প্রতি সইফুল্লা সিন্ধুপ্রদেশের বাদিল জেলার মাতলিতে চলে যায়। সেখান থেকে লস্কর-ই-তৈবা ও তার শাখা সংগঠন জামাত-উদ-দাওয়ার হয়ে কাজ চালাচ্ছিল। সিন্ধুতে এসে জঙ্গি নিয়োগ ও তহবিল সংগ্রহই ছিল তার কাজ। অনেকের বক্তব্য, পাকিস্তানের মাটিতে সইফুল্লার মৃত্যু আরও একবার প্রমাণ করে দিল পাকিস্তান জঙ্গিদের নিরাপদ আশ্রয়। সইফুল্লা খালিদকে কে বা কারা মেরেছে তা জানা যায়নি।

আজ ত্রিদেশীয় সফরে জয়শংকর

নয়াদিল্লি, ১৮ মে : সোমবার ত্রিদেশীয় সফরে যাচ্ছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। কেন্দ্রীয় সরকারের কৌশলগত কূটনৈতিক মিশনের লক্ষ্যে বিদেশমন্ত্রীর এই সফর ছ'দিনের। রবিবার সাউথ ব্লকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জয়শংকর নেদারল্যান্ডস, ডেনমার্ক ও জার্মানি যাচ্ছেন। সফরকালে বিদেশমন্ত্রী তিন দেশের নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা করে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে পারস্পরিক স্বার্থের দিকটি নিয়ে আলোচনা করবেন। বাণিজ্য, প্রযুক্তি, মানুষে মানুষে সম্পর্কের সহযোগিতা নিয়েও আলোচনা হবে।

গোরুর গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতা। কর্নাটকের চিকমাগালুরে রবিবার। -পিটিআই

জেল খাটা নেতাদের সামনের সারিতে নয়

লক্ষ্য, দলের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ মে : আগামী বছর বিধানসভা ভোটের আগে দলের ভাবমূর্তি স্বচ্ছ রাখতে মরিয়া তৃণমূল। সেই কারণেই 'জেল খাটা' দাপুটে তৃণমূল নেতাদের সামনের সারিতে আনতে চাইছেন না দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। বীরভূম জেলা তৃণমূলের এক সময়ের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল বা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূলের শীর্ষ নেতা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে দলের কর্মসূচির সামনের সারিতে না থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকি, দলের কোর কমিটির সদস্য থাকলেও অনুব্রত মণ্ডলকে দলের কোনও কর্মসূচি না ডাকতেও এদিন তাঁকে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

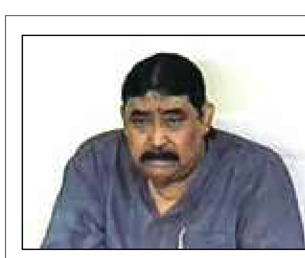

পদ নিয়ে চিন্তাভাবনা করি না। মানুষের সঙ্গে থাকাটাই আমার কাজ। জেল যখন খেটেছি, অন্য দলে যাব না।
অনুব্রত মণ্ডল

কড়া তৃণমূল

- অনুব্রত মণ্ডল ও জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে কোনও কর্মসূচিতে না ডাকার নির্দেশ
- দলীয় কর্মসূচিতে সামনের সারিতে নয় অভিযুক্তরা
- গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কোনওভাবেই সামনে আসা যাবে না
- গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব হলে অভিযুক্তদের সঙ্গে সঙ্গে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে।

বিধানসভা ভোটের আগে দলের ভাবমূর্তি স্বচ্ছ রাখতে অনেক টালবাহানার পর অভিষেকের সুপারিশ মেনেই দলে রদবদল করা হয়েছে। সেখানেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, 'অভিযুক্ত' নেতাদের আর প্রথম সারিতে রাখতে চান না দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড। সেই মনোভাবে সায় দিয়েছেন দলনেত্রী।

খবর, কয়েকটি জেলায় এখনও জেলা সভাপতি পদে কোনও নাম ঘোষণা করা হয়নি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, দার্জিলিং (সমতল) সাংগঠনিক জেলায় সভাপতি পদ। সোমবার তিনদিনের উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবারই বীরভূম জেলা তৃণমূলের কোর কমিটির বৈঠক বসেছিল। বৈঠক চলাকালীন অনুব্রতকে ফোন করে কোনও কর্মসূচি না ডাকার নির্দেশ দেন মমতা। দলের কোর কমিটি যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেবে বলেই অনুব্রতকে জানিয়ে দেন মমতা। একইভাবে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূলের কর্মসূচিতেও প্রথম সারিতে না থাকতে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে নির্দেশ দিয়েছেন মমতা। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের মন্ত্রিত্ব ফিরে পাওয়া নিয়ে জল্পনা চলছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি যে দিকে এগোচ্ছে, তাতে তাঁর মন্ত্রীসভায় ঠাঁই পাওয়া নিয়ে সংশয় রয়েছে। এদিন অনুব্রত অবশ্য দাবি করেন, 'তৃণমূল ছাড়লে আমাকে জেল খাটতে হত না। অনেক আগেই এমপি বা এমএলএ হতে পারতাম। পদ না পেলে আমার অম্বল হয়ে যাবে, এমন ধরনের মানুষ আমি নই। পদ নিয়ে চিন্তাভাবনা করি না। মানুষের সঙ্গে থাকাটাই আমার কাজ। জেল যখন খেটেছি, অন্য দলে যাব না।'

চাকরিহারাদের তলব পুলিশের

রিমি শীল

কলকাতা, ১৮ মে : বিকাশ ভবনের সামনে পুলিশ ও শিক্ষকদের মধ্যে সংঘর্ষের পরিস্থিতির পর শিক্ষকদের একাংশকে থানায় তলব করল পুলিশ। তাঁদের বিরুদ্ধে বিধাননগর উত্তর থানায় সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর, সরকারি কর্মীদের কাজে বাধা দেওয়া, পুলিশকে মারধর সহ একাধিক ধারায় অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। সোমবার থেকে তাঁদের থানায় হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। আন্দোলনকারীরা ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে আইনজীবীদের পরামর্শ নেওয়া শুরু করেছেন।

শনিবার চাকরিহারাদের কর্মসূচিতে পড়ুয়ারা হাজির ছিল। এই বিষয়ে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের কাছে তিনদিনের মধ্যে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশন। কমিশনের বক্তব্য, শিশুরা কোনওভাবেই কোনও আন্দোলনের অংশ হতে পারে না। যারা ওই কর্মসূচিতে ছিল তাদের বয়সসীমা ও কাদের মাধ্যমে তারা অংশ নিল তা জানতে চাওয়া হয়েছে।

রবিবারও যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের তরফে একাধিক কর্মসূচি করা হয়। দৃষ্টিহীন ও বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষকরা এদিন বিকাশ ভবনের সামনে এসে নিজেদের সংগ্রামী জীবনের কথা তুলে ধরেন।

বৃহস্পতিবারের ঘটনার পর একের পর এক শিক্ষকের কাছে নোটিশ পাঠিয়ে হাজিরা দিতে বলে পুলিশ। হাজিরা না দিলে গ্রেপ্তার করার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। চাকরিহারা শিক্ষক বৃন্দাবন ঘোষ বলেন, 'ওইদিন বিশাল জমায়েতের জেরে জিনিসপত্র ভেঙেছে। শিক্ষকদের হেনস্তার জন্যই হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। এখনও

রিপোর্ট চাইল কমিশন

পর্যন্ত ৫ থেকে ৬ জন শিক্ষককে নোটিশ পাঠানো হয়েছে বলে জেনেছি। সংখ্যাটা আরও বেশি হতে পারে। ১৯ ও ২১ মে বিধাননগর উত্তর থানায় হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' চিন্ময় মণ্ডল বলেন, 'এভাবে নতুন নতুন ধারায় মামলা, আলাদা করে ডাকার কারণ কী? আমাদের আঘাত করা হয়, আবার আমাদের বিরুদ্ধে মামলা হল।' সূত্রের খবর, ১৫ জন আন্দোলনকারীকে চিহ্নিত করেছে পুলিশ। এদিন কুণাল ঘোষ বলেন, 'অশান্তি করতে গিয়ে রাজ্য সরকারের রিলিফই না বন্ধ হয়ে যায়।'

কালি মেখে প্রতিবাদ টেট উত্তীর্ণদের

কলকাতা, ১৮ মে : নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারির দাবিতে মুখে কালি মেখে প্রতিবাদ জানালেন ২০২২ সালের টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা। শুক্রবার থেকে তাঁরা কলেজ স্কোয়ারের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসেছেন। শনিবার সেখানে তাঁরা 'বেকার মেলার' আয়োজন করেন। রবিবার সেখানেই হাতে পোস্টার ও মুখে কালি মেখে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন তাঁরা।

তাঁদের দাবি, ২০২২ সালে পরীক্ষার পর তিন বছর কেটে গিয়েছে, কিন্তু এখনও নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি। যে কলম তাঁরা শিক্ষকতার কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, তা তাঁদের কাছে এখন লজ্জার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এদিন মুখে কালি মেখে প্রতিবাদ করছেন তাঁরা।

চাকরিপ্রার্থী মোহিত করাতি বলেন, '৫০ হাজার শূন্যপদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ প্রসঙ্গে শিক্ষা দপ্তর জানাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ না পেলে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদে পাঠানো যাবে না। তাই এবার বিজ্ঞপ্তি জারি না করলে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সহ শিক্ষা দপ্তর ঘেরাওয়ের ডাক দেওয়া হবে।'

নদী কমিশন নিয়ে কেন্দ্রকে চিঠি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ মে : ভারত-ভুটান নদী কমিশন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি দিচ্ছে রাজ্য সরকার। উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণে ভারত-ভুটান নদী কমিশন অত্যন্ত জরুরি বলে বারবার দাবি উঠেছে। এই নিয়ে বিধানসভাতেও প্রস্তাব আনা হয়েছিল। বিধানসভার অধ্যক্ষ এই নিয়ে বিজেপি বিধায়কদেরও দাবি জানাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দরবার করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তখনই ঠিক করা হয়েছিল, যৌথ প্রতিনিধিদল কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রকের কাছে দরবার করবে। কিন্তু বিজেপি বিধায়করা পরবর্তীকালে প্রতিনিধিদলে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদলই সেখানে যাবে। সেই মতো সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়াকে দায়িত্বও

উত্তরবঙ্গের বন্যা নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ

দিয়েছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারী বর্ষার কারণে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় নদীর জলস্তর অনেক বেড়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারত-ভুটান নদী কমিশন দ্রুত কার্যকর করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানাবে রাজ্য।

বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ইন্দো-ভুটান নদী কমিশনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলেই আমরা বিধানসভা থেকে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল পাঠাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিজেপি বিধায়করা এই ব্যাপারে সম্মতি জানাননি। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমরা চেয়েছিলাম, রাজ্যের উন্নয়নের জন্য সকলে একসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দরবার করুক। কিন্তু সেটা হল না।' রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'ইন্দো-ভুটান নদী কমিশন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই নিয়ে উদ্যোগ নিয়েছেন। আমরা কেন্দ্রের কাছে এই দাবি জানাব।' আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, 'ইন্দো-ভুটান নদী কমিশন রাজ্য সরকার করতে পারবে না। এটা আন্তর্জাতিক বিষয়। কেন্দ্রীয় সরকারকে হস্তক্ষেপ করার জন্য বিধানসভায় প্রস্তাব পাশ হয়েছে। রাজ্য সরকার এই কমিশন গঠনে অত্যন্ত আগ্রহী। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই দাবিও জানানো হচ্ছে।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১ সংখ্যা, সোমবার, ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

সমস্যার শিকড় গভীরে

প্রায় ২৬০০০ শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের বিষয়টি ক্রমে চলে যাচ্ছে বিশবাঁও জলে। অনেকে ভেবেছিলেন, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না তাঁর কর্মজীবনের শেষদিনে এই মামলায় এসএসসি'র রিভিউ পিটিশন শুনবেন। বাস্তবে তা হয়নি। এরপর কোন বেঞ্চে ও কবে শুনানি হবে, তা এখনও অনিশ্চিত। তবে ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনার আবহেও চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা ফের সংবাদ শিরোনামে এসেছেন আন্দোলনে শামিল হওয়ায়।

বিকাশ ভবনের সামনে তাঁদের ওপর লাঠিচার্জ হয়েছে। রক্তাক্ত হয়েছে রাজপথ। যদিও তৃণমূলের ভাষায়, সেসব নাটক। সরকারি দলের এমন প্রতিক্রিয়ায় প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, ২০১৬ সালের প্যানেল বাতিল নিয়ে হাজার হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর এই বিক্ষোভ-আন্দোলনের শেষ কোথায়? প্রথমে আসে যোগ্যদের প্রসঙ্গ। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্কুলে শিক্ষকতার অনুমতি, বেতনের নিশ্চয়তা সত্ত্বেও ১৫৪০৩ যোগ্য শিক্ষক কেন আন্দোলনে?

প্রথম কারণ, তাঁদের শিক্ষকতার ছাড়পত্র ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। দ্বিতীয় কারণ, ফের নিয়োগ পরীক্ষায় বসতে হবে তাঁদের। শিক্ষকরা এর কোনওটিই চাইছেন না। তাঁরা সংগতভাবেই প্রশ্ন তুলেছেন, এসএসসি'র ভুলের মাশুল তাঁরা কেন গুনবেন? বরং রিভিউ পিটিশন করার আগে তাঁদের সঙ্গে সরকার কথা বলুক- এটা তাঁদের দাবি। সেই দাবির নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এসএসসি'র নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশে আপত্তি আছে আদালতের রায়ে যোগ্য শিক্ষকদের।

চাকরির নিশ্চয়তা এবং ফের পরীক্ষা না দেওয়া- এই দুটো তাঁদের প্রধান দাবি। যদিও গত ৩ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট ২৫,৭৫৩ জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশ বহাল রাখলে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, একজনেরও চাকরি যাবে না। তা নিশ্চিত করতে তাঁর প্ল্যান এ, বি, সি, ডি, ই ইত্যাদি প্রস্তুত আছে। রাজ্য কিন্তু আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা না বলে রিভিউ পিটিশন দাখিল করেছে।

আইনজ্ঞরা অবশ্য মনে করছেন, রিভিউ পিটিশন করে কিছু লাভ হবে না। যেখানে পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়াই কারচুপিতে ভরা, সেখানে রায় পুনর্বিবেচনার সুযোগ নেই। অথচ মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, ডিসেম্বরের মধ্যে তিনি সব সমস্যার সমাধান করে দেবেন। সুপ্রিম কোর্ট গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি শিক্ষাকর্মীদের বিষয়ে কিন্তু কোনও উচ্চবাচ্য করেনি, মুখ্যমন্ত্রী তাই চাকরিচ্যুত গ্রুপ সি কর্মীদের জন্য মাসে ২৫০০০ এবং গ্রুপ ডি কর্মীদের জন্য মাসে ২০০০০ টাকা ভাতা ঘোষণা করে দিয়েছেন।

তাঁর যুক্তি, ডানলপ বন্ধের পর থেকে রাজ্য যেমন কর্মীদের মাসে দশ হাজার টাকা করে দেয়, তেমনি সমস্যা না মেটা পর্যন্ত শিক্ষাকর্মীরা ভাতা পাবেন। মানবিকতার দৃষ্টি থেকে দেখলে মুখ্যমন্ত্রীর প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু দেশের আইনকানুন তো আছে। ১৭ এপ্রিলের রায়ে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, এসএসসি'র ২০১৬ প্যানেলে শিক্ষাকর্মী নিয়োগে আগাগোড়াই দুর্নীতি হয়েছে।

প্রশ্ন উঠেছে, সর্বোচ্চ আদালতের এই রায়ের পর মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষাকর্মীদের জন্য মাসিক ভাতা ঘোষণা করেন কোন আইনে? সেটা আদালতের অবমাননা হবে না তো? আইনজ্ঞদের বক্তব্য, আদালতের নির্দেশে চাকরিচ্যুতদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী এভাবে সরকারি অর্থ খরচ করতে পারেন না। দ্বিতীয়ত, যদি একটি ক্ষেত্রে এমন মাসোহারার ব্যবস্থা হতে পারে, তাহলে বাকি চাকরিচ্যুতদের জন্য নয় কেন?

বস্তুত অযোগ্য চিহ্নিত শিক্ষকদের একাংশও ইতিমধ্যে দাবি তুলেছেন, তাঁদের জন্যও মুখ্যমন্ত্রী ভাতা ঘোষণা করুন। তাঁদের বক্তব্য, কীসের ভিত্তিতে তাঁদের দাগি তকমা দেওয়া হচ্ছে, তা স্পষ্ট নয়। ওএমআর সংক্রান্ত যে সমস্যার কথা বলা হচ্ছে, তারও নির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। আপাতত রিভিউ পিটিশনের দিকে তাকিয়ে সব পক্ষ। কিন্তু সমস্যার শিকড় অনেক গভীরে।

মুখ্যমন্ত্রী চাইলেও চটজলদি কোনও সমাধান সম্ভব নয়। তাই ধরে নেওয়া যায়, ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে শাসক-বিরোধী দু'পক্ষের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রচারের বিষয় হয়ে উঠতে পারে ছাব্বিশ হাজার চাকরি বাতিল।

অমৃতধারা

আত্ম-অনুসন্ধান বেদান্তের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে প্রত্যেক বৈদান্তিককে তন্নতন্ন করে, নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে, মনকে ব্রহ্মসমুদ্রে ও নিত্য ধ্যানে, বিচারে লীন করতে হবে। হারাতে হবে নিজের সব কিছুকে। সব হারিয়ে সব ফিরে পাওয়া। এ যেন সমুদ্রের গর্ভে বেপরোয়াভাবে মরণঝাঁপ। সমুদ্র ফিরিয়ে দেবে চৈতন্যময় মৃতদেহটি, অমরতার বরে ভরপুর। আত্মা না হওয়া পর্যন্ত আত্মতুষ্টির স্থান নেই এই পথে। চাই বিচার, ভক্তি, বিশ্বাস, সাহস, অদম্য কর্মশক্তি, প্রেম। সর্বসংস্কারমুক্ত মনে কাণ্ডকারখানাই- অবতারতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব। সবার প্রতি আমার শেষ কথা-সবাই সবাইকে ভালোবাসতে শেখ-প্রেম, প্রেম আর শুধুই প্রেম।

- ভগবান

দুনিয়াজুড়ে ভোটযুদ্ধে ট্রাম্প-প্রভাব

কোথাও মার্কিন ঘনিষ্ঠতা ভোটের বাজারে ডিভিডেন্ড দেয়, কোথাও আবার মার্কিন বিরোধিতাই ভোটে ম্যাজিক-মন্ত্র।

অতনু বিশ্বাস

দুনিয়ার রাজনীতি এবং দুনিয়াজুড়ে বিভিন্ন দেশের ভোটে আমেরিকার এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টের আর সার্বিকভাবে বিবিধ মার্কিন নীতির যে একটা প্রভাব দীর্ঘদিন ধরেই আছে, এমনকি পরোক্ষভাবে হলেও, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকার কথা নয়। কোথাও মার্কিন দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ভোটের বাজারে ডিভিডেন্ড দেয়, কোথাও আবার মার্কিন বিরোধিতাই ভোটের ময়দানে ম্যাজিক-মন্ত্র। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বের প্রেসিডেন্সিতে ডোনাল্ড ট্রাম্প আর সেই ট্রাম্প ২.০-র আমেরিকা বোধহয় বৈশ্বিক প্রভাবে ছাপিয়ে গিয়েছে আগেকার আমেরিকাকে।

ট্রাম্প কিন্তু তাঁর এই প্রভাব বিস্তার করা শুরু করেছেন ভোটে জিতেই জানুয়ারির ২০ তারিখ তাঁর দ্বিতীয় প্রেসিডেন্সির জন্য শপথগ্রহণের আগে থেকেই। কারণ, ওভাল অফিসের দায়িত্বভার নেওয়ার আগে থেকেই ট্রাম্প ডেনমার্ক নিয়ন্ত্রিত স্বশাসিত অঞ্চল গ্রিনল্যান্ডকে আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলছিলেন। এমনকি প্রয়োজন হলে বলপ্রয়োগ করেও তিনি গ্রিনল্যান্ড দখল করতে চান, এমন ইঙ্গিত বারবার দিয়েছেন ট্রাম্প।

গ্রিনল্যান্ডের সাম্প্রতিক ভোটে এর ফলাফল কিন্তু বলার মতো। বলাই বাহুল্য গ্রিনল্যান্ডবাসীরা ট্রাম্পের এই আগ্রাসী মনোভাবকে পছন্দ করেননি বড় একটা। ফলে নির্বাচনে জিতল একটা মধ্যপন্থী দল, যারা ডেনমার্ক থেকে পর্যায়ক্রমে গ্রিনল্যান্ডের স্বাধীনতার পক্ষপাতী। বোঝাই যাচ্ছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রিনল্যান্ডবাসী সেটাকেই মনে করেছেন ট্রাম্পের আগ্রাসনের সঙ্গে যুঝবার পক্ষে সবচাইতে উপযোগী পরিস্থিতি। জয়ী দলের নেতা হান্স-ফ্রেডেরিক নিয়েলসেন বারবার ট্রাম্পকে আক্রমণ করেছেন, তাঁকে বলেছেন গ্রিনল্যান্ডের রাজনৈতিক স্বাধীনতার পক্ষে 'হুমকি'।

তারপর এপ্রিলের শেষে হল কানাডার অকালনির্বাচন। সে কিন্তু একটা ঐতিহাসিক ভোট। সে ভোটও একেবারে ট্রাম্পময়। ভোটের তিন-সাড়ে তিন মাস আগেও জনমত সমীক্ষায় কানাডার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো এবং তাঁর দল লিবারেল পার্টির ভরাডুবি প্রায় নিশ্চিত দেখাচ্ছিল। জানুয়ারির মাঝামাঝি নাগাদ ন্যানোস নামক এক সংস্থার করা প্রাক-নির্বাচনি সমীক্ষায় দেখা গেল বিরোধী দল কনজারভেটিভ পার্টির পক্ষে সমর্থন ৪৭ শতাংশ আর শাসক লিবারেল পার্টির পক্ষে জনসমর্থন মাত্র ২০ শতাংশ। অন্যান্য সংস্থার করা সমীক্ষার ফলেও মোটামুটি একই ছবি।

কিন্তু কুর্সিতে বসার আগে থেকেই ট্রাম্প কানাডাকে আমেরিকার ৫১তম রাজ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করে বসলেন প্রবলভাবে। বারবার। তৎকালীন কানাডিয়ান প্রধানমন্ত্রীকে বারবার 'গভর্নর ট্রুডো' হিসেবে ব্যঙ্গ করতে থাকলেন। তার ওপর তো গোটা দুনিয়ার সঙ্গেই শুরু করলেন তাঁর শুল্ক-যুদ্ধ। আমেরিকা-কানাডা-মেক্সিকোর মধ্যের বাণিজ্য চুক্তিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কানাডার ওপর শুল্ক চাপিয়ে দিলেন চড়া হারে। এসবের ফলশ্রুতিতে মারাত্মক চটল কানাডিয়ান জনতা। প্রবলভাবে উজ্জীবিত হল তাদের জাতীয়তাবোধ। ইতিমধ্যে ট্রুডোর জায়গায় কানাডার লিবারেল পার্টির নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন মার্ক কারনি। ভোটের বাজারে কানাডিয়ানদের জাতীয়তাবোধকে আরও উসকে দিতে পারলেন কারনি। আমেরিকার রিপাবলিকান পার্টি এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কানাডার কনজারভেটিভ দলের নেতা পিয়ের পয়লিয়েভর এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন দলের আদর্শগত মিল এবং সংযোগ সুবিদিত। এক, তীব্র ট্রাম্প বিরোধিতার আবহে এবং কানাডিয়ান জাতীয়তাবাদের উতল হাওয়ায় মুছে গেল ২০-২৫ শতাংশ বা তারও বেশি জনসমর্থনের ব্যবধান। উলটে এপ্রিলের ২৮ তারিখের ভোটে লিবারেলরাই পেল কনজারভেটিভদের থেকে আড়াই শতাংশ বেশি ভোট। যে পয়লিয়েভরের কানাডার প্রধানমন্ত্রী হওয়াটা মাস কয়েক আগেও ছিল প্রায় নিশ্চিত, ট্রাম্পের প্রভাবে এক ঘোলা জলের তীব্র আবর্তে তা ভেঙেচুরে হল একাকার। মোট কথা, কানাডার ভোটে ট্রাম্প-এফেক্ট যেভাবে কনজারভেটিভ পার্টিকে নিশ্চিত জয় থেকে টেনে নামিয়ে তাদের ভরাডুবি ঘটিয়েছে তা ভবিষ্যতে ভোট বিশেষজ্ঞদের পর্যালোচনায় এবং পলিটিকাল সায়েন্সের ক্লাসেও নানাভাবে উদাহরণ হিসেবে উল্লিখিত হবে।

যাই হোক, গ্রিনল্যান্ড কিংবা কানাডার ভোটপর্ব ট্রাম্পের ছায়ার নীচে গ্রহণে ঢাকা পড়া হয়তো স্বাভাবিকই ছিল, কারণ এদেরকে আমেরিকার অংশ করতে চেয়ে ট্রাম্প এদের জাতীয়তাবোধকে জাগিয়ে দিয়েছেন। একটা বড় অংশের মানুষ তাই ট্রাম্পবিরোধী হয়ে পড়েছেন। তাই যে পার্টি বা নেতার আমেরিকায় ট্রাম্প কিংবা তার দলের সঙ্গে মাখামাখি বা নীতিগত সংযোগ অথবা সাদৃশ্যও রয়েছে, তারা বিরাগভাজন হচ্ছেন জনগণের দরবারে। এমন ছবি কিন্তু দেখা যাচ্ছে এ গ্রহের অন্যত্রও।

যেমন অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়ার ভোট হল মে মাসের ৩ তারিখ। সেখানেও কিন্তু ক্ষমতাসীন লেবার পার্টি এবং প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি অ্যালবানিজ ক্রমশ জনপ্রিয়তা হারাচ্ছিলেন নানাবিধ কারণে। ডিসেম্বর নাগাদই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে বিরোধী জোট লিবারেল-ন্যাশনাল কোয়ালিশন বা এককথায় 'কোয়ালিশন' এগিয়ে আছে জনসমর্থনে। কিন্তু হঠাৎই যেন নেপথ্যে থেকেও রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন ট্রাম্প। দুনিয়াজুড়ে বাণিজ্য-যুদ্ধ নিয়ে তাঁর আগ্রাসন স্পষ্ট করলেন সুদূর ওয়াশিংটন, ডিসি-তে বসে। এবং বিরোধী নেতা পিটার ডাটন যদিও কোনওভাবেই ট্রাম্পের 'ক্লোন' রূপ ছিলেন না, কিন্তু ট্রাম্প ঘরানার রাজনীতি এবং ভাবমূর্তি থেকে তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলেন না কিছুতেই। বিরোধীরাও তাঁকে জুড়তে চেয়েছেন ট্রাম্প ঘরানার সঙ্গে। ফলশ্রুতিতে ভোটে তাঁর ভরাডুবি হল। পুনর্নির্বাচিত হলেন অ্যালবানিজ এবং তাঁর দল।

দুনিয়ার অন্যত্রও কিন্তু নির্বাচনে ট্রাম্পের প্রভাব স্পষ্ট অনুভূত হচ্ছে। যেমন সিঙ্গাপুরেও ভোট হয়েছে মার্চের ৩ তারিখ। সেখানে যদিও ৬৬ বছর ধরে ক্ষমতাসীন শাসকদল পিপলস অ্যাকশন পার্টির জয় নিয়ে কোনও সংশয় ছিল না, ভোটাররা কিন্তু আবার বিপুলভাবে জয়ী করেছে তাদের। আসলে ট্রাম্প ঘোষিত অতি চড়া শুল্কহারের ফলে দুনিয়াজুড়ে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষিতে নিজেদের দেশে রাজনৈতিক স্থিততাকেই বেছে নিয়েছে মানুষ। অর্থাৎ প্রকারান্তরে ডোনাল্ড ট্রাম্প ভোটে একটা নির্ণায়ক বিষয় হয়ে উঠছে অনেক দেশেই।

সামনেই ভোট রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়াতে। ভোট আছে জাপানের সংসদের উচ্চকক্ষেরও। এসব ভোটের ক্ষেত্রে এবং আগামীদিনে আরও অনেক দেশে ট্রাম্পের শুল্ক, তার অর্থনৈতিক প্রভাব, কোন নেতা ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে ভালো করে দরদস্তুর করতে পারবেন, কোন নেতার নীতি বা কথাবার্তা ট্রাম্পের মতো, এসবের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

ওপরের আলোচনায় মনে হতে পারে যে, সাম্প্রতিক অতীতে যখন বিশ্বব্যাপী অ্যান্টি-ইনকামবেন্সি অর্থাৎ ক্ষমতাসীনের বিরোধিতা করার মনোভাব এবং রক্ষণশীলতার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছিল বেশ চড়া মাত্রায়, ট্রাম্পের প্রভাবে কিন্তু উলটে একটা সামাজিক-গণতান্ত্রিক রাজনীতির পুনরুজ্জীবনের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, যা মধ্যপন্থী এবং বামপন্থী জোটগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করছে। সেই সঙ্গে ভোটাররা ভূ-রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই বেছে নিচ্ছেন স্থিতিশীলতা। এর অর্থ কি এটাই যে ট্রাম্প এবং ট্রাম্পবাদ বিশ্বজুড়ে এতটাই সমর্থন হারিয়েছে যে ট্রাম্পের বাণিজ্য-যুদ্ধ এবং অন্যান্য নীতির আবর্তে ট্রাম্পবিরোধী দৃষ্টিকোণ এবং বক্তব্য অন্য দেশেও নির্বাচনে জয়লাভের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে?

তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে, সেটাও কিন্তু ঠিক নয়। এজন্য আমাদের নিতে হবে আরও দুটো উদাহরণ। প্রথমটা হল ফেব্রুয়ারির জার্মানির ভোট। সে ভোটে অতি দক্ষিণপন্থী এবং ট্রাম্প-ঘনিষ্ঠ দল এএফডি-র ফল হয়েছে নজরকাড়া। এএফডি তাদের সর্বকালের সেরা ফল করেছে এই ভোটে। না জিতলেও হয়ে উঠেছে এক প্রধান শক্তি। আর দ্বিতীয় উদাহরণটা রোমানিয়ার। সম্প্রতি সেখানকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ের ভোটে জিতেছেন ট্রাম্প-ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত অতিজাতীয়তাবাদী নেতা জর্জ সিমিয়ন। সিমিয়ন নিজেকে বর্ণনা করেছেন ট্রাম্পের স্বাভাবিক বন্ধু হিসেবে। ট্রাম্পের 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেন'-এর স্টাইলে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পুনর্গঠন করতে চেয়েছে সিমিয়ন।

জার্মানি এবং রোমানিয়ার ভোট বোঝাচ্ছে, ট্রাম্প-ঘনিষ্ঠ হলে ভোটে হারতে হবে, বিষয়টার এতটা অতিসরলীকরণ সম্ভব নয়। উচিতও নয়। আসলে প্রতিটা দেশের পরিস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন। ভিন্ন তাদের ভোটারদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং মানসিকতা। এবং নেতারা ভোটের প্রচারে জনগণকে কীভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারলেন, সেটাও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তবে একটা বিষয় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক-যুদ্ধ এবং তাঁর বিবিধ নীতি এবং কথাবার্তার প্রভাব পৃথিবীর নানা দেশের অন্তর্বর্তী রাজনীতিতে এতটাই পড়েছে যা নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠতে পারে অনেক দেশের ভোটে। নিয়ন্ত্রক, তবে তার প্রভাব কিন্তু হতে পারে যে কোনও দিকেই। স্মরণকালের মধ্যে অন্য কোনও মার্কিন প্রেসিডেন্ট কি এমন ছাপ ফেলতে পেরেছেন বিশ্ব রাজনীতিতে?

(লেখক ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক)

আজ

১৯০৮

আজকের দিনে জন্ম বিশিষ্ট সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

১৯৯৭

আজকের দিনে প্রয়াণ কিংবদন্তি নাট্যব্যক্তিত্ব শম্ভু মিত্রের।

আলোচিত

বিরাট কোহলি ওঁর জমানার বড় খেলোয়াড়। আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ওঁর সিদ্ধান্তকে সম্মান জানানো উচিত। আসলে এদেশে ছেড়ে যাওয়াকে সবসময় সমাদর করা হয় না। কিন্তু বিরাট সঠিক সময়ই বেছে নিয়েছে। এটাই একজন অসাধারণ খেলোয়াড়ের অভিজ্ঞান।

- সঞ্জয় বাঙ্গার

ভাইরাল/১

মুম্বইয়ের জুহুতে তাঁর বাংলো 'জলসা'র বাইরে এসে অমিতাভ বচ্চন সবার দিকে হাত নাড়তেই ফ্যানরা কুপোকাত। মোবাইলে তোলা সেই ভিডিও মুহূর্তে ইন্টারনেটে আপলোড হতেই ভাইরাল। সাময়িক বিরতির পর বিগ বি আজকাল ফের কাজে ডুবে গিয়েছেন।

ভাইরাল/২

পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের 'মহাপ্রসাদ' টেবিলে বসা এক পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে- ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে এমন দৃশ্য দেখে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। মন্দিরের নিয়মে মহাপ্রসাদ মাটিতে বসে খাওয়ার নিয়ম।

জনমন জনমত

বরাকের স্মৃতিকে যেন না ভুলি

১৯৬০ সালের ১০ অক্টোবর অসমের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিমলাপ্রসাদ চালিহার সরকার অসমিয়া ভাষাকে অসমের একমাত্র সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতির প্রস্তাব দেয়। পরবর্তীতে সেই প্রস্তাব পাশ হয়। বরাক উপত্যকার বাঙালিদের ওপর অসমিয়া ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে 'কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদ'। তাদের দাবি ছিল, ১৩ মে'র মধ্যে বাংলা ভাষাকে অসমের দ্বিতীয় সরকারি ভাষা হিসাবে মান্যতা দেওয়া। সরকার এই দাবি না মানায় তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল ১৯ মে হরতাল করা।

ঘটনাক্রমে ১৯ মে পরিস্থিতি প্রতিকূল হলে শিলচরে অবস্থিত 'তারাপুর রেলস্টেশনের' দায়িত্বে থাকা সুরক্ষাকর্মীরা লাঠি ও বন্দুক দিয়ে বাংলা ভাষাপ্রেমী আন্দোলনকারীদের মারতে শুরু করে এবং গুলি চালাতে শুরু করে। সেইদিন নয়জন এবং পরদিন দুইজন বাংলা ভাষাপ্রেমী শহিদ হন।

এই ঘটনার পর অসম সরকার বরাক উপত্যকায় বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। এরপর প্রতি বছর বরাক উপত্যকা সহ ভারতের বিভিন্ন বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে ও রাজ্যে ১৯ মে বাংলা ভাষা শহিদ দিবস হিসাবে পালন করা হয়।

বাংলাদেশের ভাষা শহিদদের প্রতি সশ্রদ্ধ সম্মান জানিয়েই বলছি, শুধুমাত্র শিলচরে বা অসমে নয়, পৃথিবীর সব প্রান্তের বাঙালিরা যথাযোগ্য মর্যাদায় ১৯ মে ভাষা শহিদ দিবস হিসাবে পালন করি।

ধনঞ্জয় পাল
দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।

কর্মরত বহু বাঙালিও

১৫ মে উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'কর্মক্ষেত্রে জোড়া ফলায় বিদ্ধ বাঙালি' শীর্ষক প্রতিবেদন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এখানে বলা হয়েছে, বাঙালিরা কম বেতনে কাজ করতে চায় না এবং বিভিন্ন ভাষাও জানে না। বিষয়টি সম্পূর্ণ ঠিক নয়।

অনেক বাঙালি ছেলেমেয়ে আশপাশের গ্রামীণ এলাকা এবং শহরতলি থেকে এসে শিলিগুড়ির অনেক দোকান, শপিং মল এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। তারা কাজ চালানোর মতো কয়েকটি ভাষাও বলতে পারে। আমাদের কিছু বন্ধু ও পরিচিত মানুষ কম বেতনে এই ধরনের কাজ করে থাকেন। অনেক প্রতিষ্ঠানেই বাঙালি এবং অবাঙালি মিলেমিশে কাজ করে থাকে। আবার অনেক প্রতিষ্ঠানেই শুধু বাঙালি ছেলেমেয়ে সুনামের সঙ্গে কাজ করে।

রীতম হালদার, সংহতি মোড়, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বাংলায় 'উনিশে মে' মর্যাদা পায় না কেন

একুশে ফেব্রুয়ারির গর্বে ছিল উজ্জ্বল উনিশে মে। অসমের শিলচরে ১১ ভাষা শহিদকে এই বাংলা মনে রাখেনি সেভাবে।

পার্থ চৌধুরী

বাংলা ভাষার জন্য আত্মবলিদানে'র সূত্রে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি পেয়েছে, এ গর্ব আপামর বাঙালির। এক্ষেত্রে কাঁটাতারের বেড়া কখনোই অন্তরায় হয়নি সংগত কারণেই। দিনটিকে স্মরণ করে দুই বাংলাতেই আমরা সাড়ম্বরে উদযাপনে মেতে আছি বহু বছর ধরে। এ এক অনন্য নজির পৃথিবীর বুকে। ভাষার লড়াই যে একটা দেশকে স্বাধীন করতে পারে, এমনটা দুনিয়ার আর কেউ ভাবতে পেরেছিল?

এই দিনটি আরও মহিমান্বিত হতে পারত, কিন্তু হয়নি আত্মবিস্মৃত এপার বাংলার বাঙালির অনবধানতায়। আমরা সেভাবে গুরুত্বই দিলাম না 'উনিশে মে'-কে। যদি দিতাম, তাহলে এই দিনটির প্রতি যেমন আমাদের যথার্থ শ্রদ্ধা প্রকাশ পেত, তেমনই অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে একুশে ফেব্রুয়ারির ভিন্ন বৈশিষ্ট্যটিও সাধারণের আলোচনায় স্থান পেত।

১৯৬০ সালের ১০ অক্টোবর। বিধানসভার অধিবেশন। অসমের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিমলা প্রসাদ চলিহা একমাত্র অহমিয়াকেই সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতির প্রস্তাব আনলেন। বাংলা কিন্তু তখন অসমের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা। করিমগঞ্জের বিধায়ক নরেন্দ্রমোহন দাস তীব্র আপত্তি জানালেন প্রস্তাবের বিপক্ষে। কংগ্রেস সরকার আমল দিল না সেই আপত্তির। ২৪ অক্টোবর প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল।

এই ঘটনায় গর্জে উঠলেন অসমের বাঙালিরা। ১৯৬১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদ গঠিত হল। ১৪ এপ্রিল শিলচর, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দিতে পালিত হল 'সংকল্প

দিবস'। বরাক উপত্যকার বাঙালিরা ফুটছেন তখন। তাঁরা এপ্রিল মাসে প্রায় দশদিন ধরে উপত্যকায় প্রচার চালান পদযাত্রা করে। এই যাত্রায় তাঁরা অতিক্রম করে প্রায় ২০০ মাইল পথ। এ যেন আর এক লংমার্চ।

পরিষদের আহ্বায়ক রথীন সেন ঘোষণা করেন, 'যদি ১৩ এপ্রিলের মধ্যে বাংলাকে সরকারি ভাষা হিসাবে ঘোষণা করা না হয়, তাহলে ১৯ মে থেকে চলবে টানা হরতাল। বাঙালি বোঝাবে তাঁরা ভাষার জন্য কী করতে পারে।'

অসম সরকার চুপ করে বসে রইল না। নামল আসাম রাইফেলস, মাদ্রাজ রেজিমেন্ট এবং স্থানীয় পুলিশ। শিলচরে চলল রুটমার্চ। ১৮ মে আন্দোলনের তিন নেতা রথীন সেন, বিধুভূষণ চৌধুরী এবং নলিনী দাসকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ১৯ মে ১৯৬১ ঘটল সেই বৈপ্লবিক ঘটনা।

সেদিন সকাল থেকে শিলচর, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দিতে শুরু হল হরতাল। শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে সত্যাগ্রহ পালন চলছিল। দুপুরে উপস্থিত হলেন আসাম রাইফেলসের জওয়ানরা। বেলা আড়াইটে নাগাদ আন্দোলনকারী বাঙালিদের ওপর লাঠিচার্জ, বেয়নেট চার্জ শুরু করে এই প্যারামিলিটারি বাহিনী। জবাবে ফুঁসে ওঠেন বাঙালিরা। এলোপাতাড়ি ব্রাশফায়ার শুরু হয়। মুহূর্তের মধ্যে প্রাণ যায় ৯ জন আন্দোলনকারীর। ৩ জন আহত হন। পরদিন তাঁদের মধ্যে ২ জনও মারা যান। শহিদ হন মোট ১১ জন ভাষা শহিদ।

পরদিন ২০ মে মরদেহ সহ শোক মিছিল করে পথে নামে মানুষ। ফলশ্রুতিতে সরকার বাধ্য হয়েছিল বরাক উপত্যকায় বাংলাকে সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দিতে। আমাদের পূর্বসূরিদের ভাষার জন্য আত্মত্যাগের এই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়কে আমরা যথার্থ শ্রদ্ধা জানাই কি? কতজন বাঙালি জানে এই ঐতিহাসিক ঘটনা? আমাদের এত কুণ্ঠা কেন? পশ্চিমবাংলার সর্বত্র এই দিনটি যথাযথভাবে পালিত হয় না। একুশের গর্ভজাত উনিশকে আর কতকাল ব্রাত্য করে রাখব আমরা?

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা। নাট্যকর্মী।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৪৩

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। অর্থহীন উক্তি বা বাক্য, অসংলগ্ন কথাবার্তা ৪। টাকার ভাঙানি, খুচরো ৫। ইংরেজি বছরের একটি মাস ৭। তত্ত্ব, সন্ধান, খোঁজ, উপায় ও পথ ৮। চিরকাল ৯। দলিল, নথিপত্র ১১। ইচ্ছা, অভিরুচি, খুশি ১৩। লাক্ষা, গালা, আলতা ১৪। ভঙ্গুর, অত্যন্ত দুর্বল, পাশ্চাত্য নৃত্যবিশেষ ১৫। বন্ধু, বয়স্য, ফাজিল লোক।

উপর-নীচ : ১। কাক, চিল, শকুন, প্যাঁচা ইত্যাদি শিকারি পাখি ২। পরমেশ্বর ৩। কেনাবেচা ৬। ব্রজবুলিতে নবীন ৯। মুক্ত, খোলা, উদার, অকৃপণ ১০। লোকালয়, জনবসতিযুক্ত স্থান ১১। শস্যবিশেষ, ভুট্টা ১২। বিশেষ জোর, উচ্চ ধ্বনি, জয়োল্লাস।

সমাধান ■ ৪১৪২

পাশাপাশি : ১। দৈবক্রমে ৩। নোকর ৫। নীলকমল ৭। শামলা ৯। পরাত ১১। নরপুঙ্গব ১৪। বর্তিকা ১৫। কপর্দক।

উপর-নীচ : ১। দৈন্যদশা ২। মেদিনী ৩। নোলক ৪। রসালো ৬। মদিরা ৮। মঞ্জীর ১০। তকতক ১১। নসিব ১২। পুস্তিকা ১৩। বর্নিকে।

বিন্দুবিসর্গ

কোহলিকে ‘ভারতরত্ন’ দেওয়ার দাবি রায়নার

নয়াদিল্লি, ১৮ মে : শচীন তেন্ডুলকার প্রথম ক্রীড়াবিদ হিসেবে ভারতরত্ন পেয়েছেন। সুরেশ রায়না চান, বিরাট কোহলিকেও দেশের সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হোক। ভারতীয় ক্রিকেটে বিরাটের যা অবদান, ভারতরত্ন প্রাপ্য। বিরাটের জন্য ফেয়ারওয়েল ম্যাচ আয়োজনের দাবিও তুললেন।

শনিবার কলকাতা নাইট রাইডার্স-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যায়। একটা বলও খেলা সম্ভব হয়নি। কমেন্ট্রি বক্সে বসে বিরাটকে নিয়ে আলোচনার সময় রায়না এমনই চাঞ্চল্যকর পরামর্শ দেন। বলেছেন, ‘ভারতীয় ক্রিকেটে অবদানের জন্য বিরাটকে অবশ্যই ভারতরত্ন দেওয়া উচিত।’

রায়নার মতে, বিরাট যে মাপের ক্রিকেটার, তাতে বিদায়ি টেস্টও প্রাপ্য। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের উচিত উদ্যোগী হওয়া। শচীন যেমন ঘরের নিজের শহর মুম্বইয়ে বিদায়ি টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন।

> যখন ভারতীয় দল ঘোষণা করা হয়, আমি ঘুমোচ্ছিলাম। কোহলি আমাকে লাথি মেরে ঘুম থেকে তুলে খবরটা দেয়। বলে, তুই ভারতের হয়ে খেলবি। ডাক পেয়েছিস। উত্তরে বলেছিলাম, এখন তো ঘুমোতে দে।
>
> **ইশান্ত শর্মা**

বিরাটের জন্য তেমনই দিল্লিতে বিদায়ি ম্যাচের আয়োজন করা উচিত। ঘরের সমর্থক, গোটা পরিবারের সামনে বিদায়। এরচেয়ে ভালো মঞ্চ কী হতে পারে বিরাটের মতো খেলোয়াড়ের জন্য।

ম্যাচের পর টাকা গুনত চিকু : ইশান্ত

ইশান্ত শর্মা আবার বিরাটকে নিয়ে নতুন রহস্য ফাঁস করলেন। দিল্লি থেকে ভারতীয় দল-দীর্ঘদিনের সতীর্থ। অনূর্ধ্ব-১৭ পর্যায় থেকে একসঙ্গে খেলেছেন। ইশান্তের মতে, বাকিদের কাছে বিরাট মহাতারকা হতে পারে, কিন্তু তাঁর কাছে নয়! বিরাট হল তাঁর ছোটবেলার বন্ধু, প্রিয় চিকু।

ইশান্ত বলেছেন, ‘দিল্লির হয়ে যখন অনূর্ধ্ব-১৯ খেলতাম, তখন রোজ টাকা গুনতাম, দেখতাম আমাদের কাছে কত আছে। খেলার পর দুজনে খেতে যেতাম। যাতায়াতের খরচ বাবদ যা পেতাম, তার থেকে বাঁচিয়ে রেখে খেতাম দুজনে। একসঙ্গে বড় হয়েছি। কোহলি তাই বাকিদের কাছে মহাতারকা হতে পারে, আমার কাছে নয়।’

নিজেকে যেভাবে গড়ে নিয়েছে বিরাট, তাতে গর্বিত বন্ধু ইশান্ত। ভারতের জার্সিতে শতাধিক টেস্ট খেলা ইশান্ত বলেন, ‘কীভাবে দুজনে এত টেস্ট খেললাম, তা নিয়ে কখনও আলোচনা করিনি আমরা। অন্য সবকিছু নিয়ে মজা করি। বন্ধুদের মধ্যে যা হয় আর কী। কখনও মনে হয় না ও বিরাট কোহলি। আমাদের কাছে চিরকাল ও চিকু। এভাবেই দেখি বিরাটকে। একভাবে আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করে চিকুও।’

শুধু মনের কথা, খাবার নয়, বাইরে খেলতে গেলে রুম পার্টনার ছিলেন দুজনে। সেভাবেই জাতীয় দলে খেলার খবর বিরাটের থেকে পেয়েছিলেন ইশান্ত। বলেছেন, ‘যখন ভারতীয় দল ঘোষণা করা হয়, আমি ঘুমোচ্ছিলাম। কোহলি আমাকে লাথি মেরে ঘুম থেকে তুলে খবরটা দেয়। বলে, তুই ভারতের হয়ে খেলবি। ডাক পেয়েছিস। উত্তরে বলেছিলাম, এখন তো ঘুমোতে দে।’

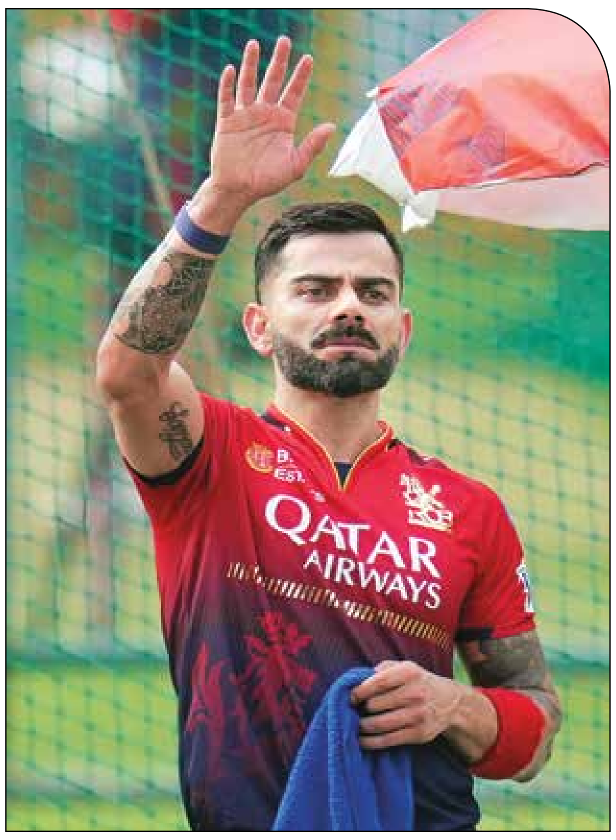

বিরাটকে কাউন্টি খেলার প্রস্তাব মিডলসেক্সের

লন্ডন, ১৮ মে : সম্প্রতি তিনি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। টিম ইন্ডিয়ার আসন্ন ইংল্যান্ড সফরে দেখা যাবে না বিরাট কোহলিকে।

কিন্তু তারপরও বিলেতের মাটিতে বিরাটকে খেলতে দেখা যেতে পারে। সব ঠিকমতো চললে কোহলি মিডলসেক্সের হয়ে কাউন্টি ক্রিকেট খেলতে পারেন। অতীতে কখনও কাউন্টি ক্রিকেট খেলেননি কোহলি। এবার কি তাঁকে কাউন্টি খেলতে দেখা যাবে? উত্তর এখনও অজানা। কিন্তু তার মধ্যেই ইংল্যান্ডের কাউন্টি ক্রিকেটের অন্যতম ঐতিহ্যশালী দল মিডলসেক্সের তরফে কোহলিকে দলে নেওয়ার আগ্রহ দেখানো হয়েছে। তাঁর কাছে প্রস্তাবও পাঠানো হয়েছে বলে খবর। তবে রাত পর্যন্ত কোহলি এই ব্যাপারে খোলসা করেননি। তাঁর ভাবনার কথাও তাই অজানা দুনিয়ার। কিন্তু মিডলসেক্সের প্রস্তাবের পর কোহলির বিলেতে কাউন্টি খেলা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। মিডলসেক্সের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট অ্যালান কোলম্যান আজ বলেছেন, ‘বিরাট ক্রিকেট দুনিয়ার কিংবদন্তি, আইকন। ওর মতো ক্রিকেটারকে দলে পেতে আগ্রহী আমরা।’ টিম ইন্ডিয়ার হয়ে ১২৩টি টেস্ট খেলা কোহলি শেষপর্যন্ত মিডলসেক্সের ডাকে সাড়া দিলে কেন উইলিয়ামসনের সতীর্থ হতে পারেন তিনি।

‘টেস্ট মিস করবে ওকে’

হতাশায় ডুবে বাঙ্গার-ভরত

নয়াদিল্লি, ১৮ মে : ১২ মে তিনি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করেছিলেন। মাঝে কেটে গিয়েছে কয়েকটি দিন। কিন্তু বিরাট কোহলির অবসর ঘোষণা নিয়ে এখনও হাহুতাশ চলছে ক্রিকেট দুনিয়ায়।

কোহলিকে নিয়ে হতাশায় ডুবে যেমন প্রাক্তন ও বর্তমান ক্রিকেটারদের বিশাল অংশ, ঠিক তেমনই টিম ইন্ডিয়ার দুই প্রাক্তন ব্যাটিং ও বোলিং কোচও কোহলির টেস্ট ছাড়ার সিদ্ধান্তে অবাক। মাসখানেক আগে দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে যাওয়ার আগে টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ব্যাটিং কোচ সঞ্জয় বাঙ্গারের সঙ্গে মুম্বইয়ের বান্দ্রা-কুরলা কমপ্লেক্সের মাঠে অনুশীলন করেছিলেন কোহলি। দুবাইয়ে ট্রফি জিতে দেশে ফেরার পরও বাঙ্গারের ক্লাসে দেখা গিয়েছিল কোহলিকে। সেই সময় মনে করা হয়েছিল, মিশন ইংল্যান্ডের লক্ষ্যে প্রস্তুতি চালাচ্ছেন বিরাট। সময়ের সঙ্গে পুরো ছবিটা বদলে গিয়ে কোহলি এখন টেস্ট ক্রিকেটে প্রাক্তন। প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের সিদ্ধান্তে অবাক বাঙ্গারও। ভারতীয় দলের প্রাক্তন ব্যাটিং কোচ আজ বলেছেন, ‘বিরাটের সিদ্ধান্ত একান্তই ব্যক্তিগত। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ওর টেস্ট ছাড়ার সিদ্ধান্তে আমি হতাশ, অবাকও। ওর যা ফিটনেস ও স্কিল, আমার ধারণা ছিল আরও কয়েক বছর অনায়াসে খেলবে ও।’

এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে বিরাট কোহলির সম্মানে ১৮ নম্বর সাদা জার্সিতে হাজির তাঁর অনুরাগীরা।

ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে বহু বিখ্যাত, কিংবদন্তি ক্রিকেটারের অবসর সুখের হয়নি। সেই তালিকায় এখন কোহলিও। বাঙ্গারের কথায়, ‘আমাদের দেশে অবসরের সিদ্ধান্ত সবসময় প্রশংসা পায় না। তবে পরিস্থিতির বিচারে হয়তো কোহলি সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছে। ওর মতো কিংবদন্তি যখন অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার সম্মান আমাদের সবারই করা উচিত।’ বাঙ্গার যেখানে থেমেছেন, ঠিক সেখান থেকেই কোহলির অবসরের সিদ্ধান্তে তাঁর হতাশার কথা দুনিয়ার দরবারে তুলে ধরেছেন ভরত অরুণ। টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন বোলিং কোচের কথায়, ‘টেস্ট ক্রিকেট মিস করবে কোহলিকে। ঠিক কেন ও এখনই অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, জানা নেই। হয়তো ওর সিদ্ধান্তই সঠিক। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি খুব অবাক হয়েছি।’ ভরত এখন কলকাতা নাইট রাইডার্সের বোলিং কোচ। গতরাতে কেকেআর বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ ভেস্তে গিয়েছে এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে। খেলা না হলেও দুই দলের ক্রিকেটার, কোচদের জমিয়ে আড্ডা দিতে দেখা গিয়েছে। কোহলিকেও দেখা গিয়েছিল ভরতের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলতে। তাঁদের মধ্যে ঠিক কী কথা হয়েছিল, তা নিয়ে কিছু বলেননি ভরত। কেকেআরের বোলিং কোচের কথায়, ‘বিরাট কিংবদন্তি। ওর সিদ্ধান্তকে সবারই সম্মান করা উচিত। ও যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছে অবসরের, তখন সেটাই ঠিক।’

টিকিটের টাকা ফিরিয়ে দিচ্ছে আরসিবি

বেঙ্গালুরু, ১৮ মে : মঞ্চ তৈরিই ছিল। হাজির ছিলেন তিনিও। কিন্তু বাদ সাধল প্রকৃতি।

আইপিএলের প্রত্যাবর্তনের রাত হতে পারত বিরাট কোহলিময়। বদলে সেটা হয়েছে নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টির আঙিনা। যেখানে রেইন রেইন গো অ্যাওয়ে স্লোগান ব্যর্থ হয়েছে। সঙ্গে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের ভরা গ্যালারির ধৈর্যের বাঁধও ভেঙেছে। বেঙ্গালুরুতে রাত বাড়ার সঙ্গে বেড়েছে বৃষ্টির দাপট। অন্তহীন অপেক্ষার পর কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ ভেস্তে গিয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। আর তারপরই ভরা গ্যালারিকে টিকিটের অর্থ ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোহলির দল। কমপ্লিমেন্টারি টিকিটের অর্থ ফিরিয়ে দেওয়ার কোনও ব্যাপার স্বাভাবিকভাবেই নেই। আরসিবির তরফে এক মিডিয়া রিলিজে আজ

নায়ক দর্শনে ভিলেন প্রকৃতি

জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ‘যেসব ক্রিকেটপ্রেমী অর্থের বিনিময়ে টিকিট কেটে মাঠে খেলা দেখতে হাজির হয়েছিলেন, তাঁদের সবাইকেই টিকিটের মূল্য ফেরত দেওয়া হবে।’

চিন্নাস্বামীর মায়াবী রাতে গ্যালারিতে হাজির ছিলেন হাজারো বিরাট। টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের পর প্রথমবার আধুনিক ক্রিকেটের ভগবানকে দেখার জন্য যাঁরা হাজির হয়েছিলেন মাঠে। তাঁদের বেশিরভাগেরই পরনে ছিল টেস্ট ক্রিকেটের সাদা জার্সি। যার পিছনে লেখা ছিল বিরাট। সঙ্গে ছিল কোহলির প্রিয় ১৮ নম্বর। আজ বিকেলের দিকে কর্ণাটক ক্রিকেট সংস্থার এক কর্তা বলছিলেন, ‘গতরাতে খেলা শুরুর জন্য সবদিক থেকে তৈরি ছিলাম আমরা। কিন্তু বৃষ্টি না থামলে কিছু করার ছিল না। অনেক রাতের দিকে যখন বেঙ্গালুরুতে বৃষ্টি থামে, তখন প্রায় শেষ রাত।’ আরসিবি-র তরফেও খেলা না হওয়ার জন্য হতাশা চেপে রাখা হয়নি। তাছাড়া কেকেআরের বিরুদ্ধে বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়া ম্যাচ থেকে আরসিবি পেয়েছে এক পয়েন্ট। সেই এক পয়েন্টের কারণে কোহলির দলের প্লে-অফ এখনও নিশ্চিত নয়। বাকি থাকা দুই ম্যাচের জন্য বিরাটদের এখন অপেক্ষা করতেই হবে। তবে আরসিবি-র বাকি থাকা সেই ম্যাচ কতটা বিরাটময় হয়ে ওঠে, সেটাই এখন দেখার।

নাইটদের সিদ্ধান্তে অবাক ক্রিকেট মহল

বিদায়ের পর দলে নয়া রহস্য স্পিনার!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ মে : হতাশায় ডুবে যাওয়ার রাত। বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়ার রাত।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর আইপিএল শুরু হল গতরাতে। আর শুরুতেই ভিলেন বৃষ্টি। কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ম্যাচে এক বলও খেলা হয়নি এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে। বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছে নাইটদের স্বপ্নও।

আর স্বপ্নভঙ্গের পরদিন নাইট শিবির থেকে এসেছে চমকপ্রদ তথ্য। জানা গিয়েছে, ২৫ মে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে বাকি থাকা শেষ লিগ ম্যাচের জন্য স্কোয়াডে নেওয়া হয়েছে মধ্যপ্রদেশের শিবম শুক্লাকে। ২৯ বছরের এই লেগস্পিনারকে রহস্য-স্পিনার আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। যদিও ঘরোয়া ক্রিকেটে এখনও পর্যন্ত তাঁর কোনও রহস্যের সন্ধান মেলেনি। কিন্তু কেন এমন সিদ্ধান্ত? জানা গিয়েছে, রোভমান পাওয়েল ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে না ফেরার সিদ্ধান্ত সামনে আসার পরই পরিবর্তের খোঁজে ছিল কেকেআর। আজ সেটাই চূড়ান্ত হয়েছে। তবে প্রশ্ন উঠেছে, শেষবেলায় একটি নিয়মরক্ষার ম্যাচের জন্য দলে পরিবর্তন না করলেই চলত না কি? কেকেআরের তরফে অবশ্য বাইরের দুনিয়ার এমন প্রশ্নের কোনও জবাব দেওয়া হয়নি।

বরং কেকেআর শিবির গতরাতে চিন্নাস্বামীর বৃষ্টি নিয়ে অনেক বেশি হতাশায় ডুবে রয়েছে। আজিঙ্কা রাহানেরা ভেবেছিলেন রজত পাতিদার, বিরাট কোহলিদের বিরুদ্ধে বেঁচে থাকার যুদ্ধে জিতে আগামীর অক্সিজেনের কথা। বাস্তবে সেটা হয়নি। বৃষ্টিতে ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ার পর নাইট সংসারে এসেছে মাত্র এক পয়েন্ট। শেষ ম্যাচে প্যাট কামিন্সদের বড় ব্যবধানে হারাতে পারলেও নাইটদের সুবিধা হওয়ার কিছু নেই। এমন অবস্থায় দলের মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো ও কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতরা শেষ ম্যাচের লক্ষ্যে নাইটদের চাঙ্গা করার কাজ শুরু করেছেন। দলকে উৎসাহ দিয়েছেন আগামীর লক্ষ্যে। কিন্তু তার মধ্যেই চলতি অষ্টাদশ আইপিএলে নিলাম থেকে কেকেআরের দল নির্বাচনের পাশাপাশি প্রস্তুতি- সব কিছু নিয়েই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে।

সমাজমাধ্যমে গতবারের চ্যাম্পিয়ন কেকেআর-কে ‘বুড়ো’-দের দল বলে কটাক্ষ করাও শুরু হয়েছে। পাশাপাশি ফিল সল্ট, মিচেল স্টার্ক, শ্রেয়স আইয়ার, নীতীশ রানাদের ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত যে চরম ভুল ছিল, সেই বিষয়ও নতুনভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বাস্তব হল, আপাতত ভুল শুধরে নেওয়ার কোনও সুযোগ নেই রাহানে-পণ্ডিতদের। কিন্তু এমন অচলাবস্থা চলতে থাকলে শেষ মরশুমের চ্যাম্পিয়নদের আগামীর লক্ষ্যে সফল হওয়ার সম্ভাবনাও তেমন দেখা যাচ্ছে না। যদিও ২০২৬ সালের আইপিএলের এখনও ঢের দেরি। কিন্তু তার আগে আগামীর লক্ষ্যে ভাবনা ও পরিকল্পনার বদল করতেই হবে কেকেআরকে। না পারলে ‘কেকেহার’ হয়েই থাকতে হবে।

আফটার শক

- সমাজমাধ্যমে গতবারের চ্যাম্পিয়ন কেকেআর-কে ‘বুড়ো’-দের দল বলে কটাক্ষ করা শুরু হয়েছে।
- ফিল সল্ট, মিচেল স্টার্ক, শ্রেয়স আইয়ার, নীতীশ রানাদের ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত যে চরম ভুল ছিল, সেই বিষয়ও নতুনভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

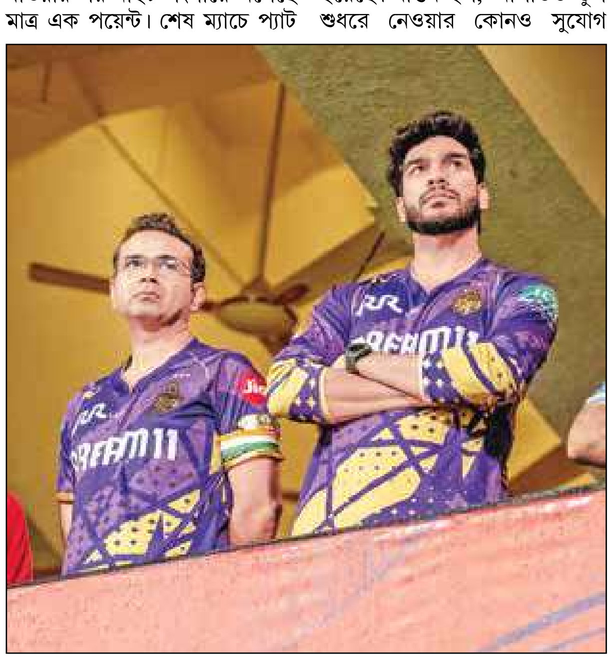

টানা বৃষ্টিতে শেষ হয়ে গেল কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্লে-অফের আশাও। হতাশা নিয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে রইলেন ভেঙ্কটেশ আইয়ার।

আশা বাঁচিয়ে রাখার ম্যাচ পন্থদের

লখনউ, ১৮ মে : শুরুটা দারুণ। কিন্তু লিগ যত এগিয়েছে, দিশা হারিয়েছে লখনউ সুপার জায়েন্টস। একসময় মনে হচ্ছিল, সহজেই প্লে-অফের টিকিট পকেটে পুরে ফেলবে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দল। কিন্তু সাপলুডোর আইপিএলে শেষ পাঁচ ম্যাচে চারটিতে হেরে খাদের কিনারে লখনউ!

ভারত-পাক সংঘর্ষে দিন দশেকের ‘ছুটি’। নতুন অক্সিজেন নিয়ে আগামীকাল নিজেদের দ্বাদশ ম্যাচ খেলতে নামছে টিম লখনউ। ১১ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট। নক আউটে পা রাখতে হলে বাকি তিন ম্যাচে জেতা এবং বাকি দলগুলির দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া রাস্তা নেই।

ঘরের মাঠ একানা স্টেডিয়ামে জয়ে ফেরার টক্কর ঋষভ পন্থ ব্রিগেডের জন্য। প্রতিপক্ষ সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। ইতিমধ্যেই যারা প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছেন (১১ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট)। নিয়মরক্ষার শেষ তিন ম্যাচে হায়দরাবাদের কাছে সম্মানরক্ষা এবং আগামীর ভাবনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

নড়বড়ে প্রতিপক্ষ। যদিও স্বস্তি নেই টিম লখনউয়ের। শেষ পাঁচ ম্যাচে দলের নিম্নমুখী পারফরমেন্সের সঙ্গে অধিনায়ক ঋষভের ফ্লপ শোয়ের লম্বা কাহিনী দলের মেজাজটাই বিগড়ে দিয়েছে। রেকর্ড ২৭ কোটিতে নেওয়া তারকা দলের মাথাব্যথা। ১১ ম্যাচে মাত্র ১২৮ রান। ব্যাটিং অর্ডারে পিছোতে পিছোতে ৭ নম্বরেও নেমেছেন। কিন্তু ভাগ্যের চাকা বদলায়নি।

আগামীকাল ঋষভের জন্য পরীক্ষার মঞ্চ। ভাগ্য বদলেরও। সামনে ইংল্যান্ড সফর। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি উত্তর পর্বে ফের লিডারশিপ গ্রুপে ফেরার হাতছানি। সহ অধিনায়ক করার কথা ভাবা হচ্ছে। তার আগে ঋষভের রানে ফেরাটা গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় দলের জন্য। পন্থও মরিয়া থাকবেন নিজের হারানো ছন্দটা ফিরে পেতে।

নিকোলাস পুরান (৪১০ রান) শুরুটা ভালো করেছিলেন। যদিও শেষ কয়েক ম্যাচে পুরানের ব্যাটেও রানের খরা। মাঝের ওভারে আয়ুষ বাদোনি (৩২৬), ডেভিড মিলার (১৬০) মাঝারিয়ানায় আটকে। ফল যা হওয়ার তাই। নড়বড়ে ব্যাটিং ভোগাচ্ছে। এর মধ্যেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিতে তিরুমালার বিখ্যাত তিরুপতি মন্দিরে সপরিবারে পুজো দিলেন ফ্র্যাঞ্চাইজির কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা।

সানরাইজার্সের অবশ্য হারানোর কিছু নেই। তবে অভিষেক শর্মা, নীতীশ কুমার রেড্ডি, ঈশান কিষানরা মরিয়া থাকবেন শেষ তিন ম্যাচে সমর্থকদের প্রত্যাশা কিছুটা হলেও মেটাতে। বিক্ষিপ্তভাবে অভিষেক, ঈশানরা তাঁদের বিধ্বংসী ক্রিকেটের ঝলক দেখিয়েছেন। কিন্তু ম্যারাথন লিগে সাফল্য পেতে ধারাবাহিকতা দরকার। তা দেখা যায়নি এবার।

লখনউ সুপার জায়েন্টসের সাফল্য প্রার্থনায় তিরুমালার তিরুপতি মন্দিরে পুজো দিলেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। দিলেন ৩.৫ কোটি টাকার দানসামগ্রী।

হায়দরাবাদের হারানোর কিছু নেই

আইপিএলে আজ

লখনউ সুপার জায়েন্টস
বনাম
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : লখনউ
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

কাল ট্রাভিস হেডকে পাচ্ছে না সানরাইজার্স। কোভিডে সংক্রামিত হয়েছিলেন অজি তারকা। হেডকোচ ড্যানিয়েল ভেত্তোরি জানান, এখনও দলের সঙ্গে যোগ দেননি হেড। সেক্ষেত্রে ওপেনিং জুটি বদলাচ্ছে হায়দরাবাদের। গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে পাওয়ার প্লে।

নতুন বলে অভিষেকদের জন্য চ্যালেঞ্জ হতে পারে টিম লখনউয়ের নবাগত তারকা মায়াঙ্ক যাদবের বদলি নিউজিল্যান্ডের পেসার উইলিয়াম ও’রৌরকে। তবে আকাশ দীপ, আবেশ খান, রবি বিষ্ণোইরা বল হাতে এখনও পর্যন্ত ভরসা জোগাতে ব্যর্থ লখনউকে। ব্যতিক্রম বলতে নবাগত স্পিনার দিগবেশ রাঠি (১২ উইকেট)। ব্যক্তিগত পারফরমেন্স নয়, দরকার দলগত প্রয়াস।

ঋষভের ফর্মে ফেরার সঙ্গে সেই শর্ত কাল পূরণ হয় কি না, সেটাই দেখার।

ঝুলনকে আদর্শ করার পরামর্শ দিলেন সৌরভ

আশিস মণ্ডল

বোলপুর, ১৮ মে : বোলপুর পুরসভা ও বীরভূম জেলা ক্রীড়া সংস্থার আহ্বানে এসে শান্তিনিকেতনের প্রেমে পড়ে গেলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ৯ মে তাঁর বোলপুর আসার কথা থাকলেও শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি আসতে পারেননি। মঞ্চে উঠে তিনি বলেছেন, ‘এই প্রথম বোলপুরে এলাম। এখানে রবীন্দ্রসংগীত, নৃত্য ও পরিবেশ দেখে মুগ্ধ। এখানে ভলিবল, বাস্কেটবল, ক্যারাটে সহ বিভিন্ন খেলার প্রতিভাবান খেলোয়াড় আছেন। তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়া হল। বীরভূম থেকে বহু খেলোয়াড় কলকাতায় যায়।’ এদিন তাঁদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, ‘দেশের আইকন ঝুলন গোস্বামী। ঝুলন যদি নদিয়ার একটি সাধারণ ঘরের মেয়ে হয়ে এই জায়গায় পৌঁছাতে পারে, বীরভূম কেন পারবে না? নিশ্চয় পারবে। শুধু পরিশ্রম করতে হবে।’ মঞ্চে দাঁড়িয়ে সৌরভের কাছে অনুব্রত মণ্ডল অনুরোধ করেন বোলপুরে একটি ক্রিকেট কোচিং সেন্টার চালু করার। সৌরভ অবশ্য অনুব্রতর অনুরোধ রাখার কোনও প্রতিশ্রুতি দেননি। এদিন বোলপুর সাংসদ অসিত মালকে ধন্যবাদ জানিয়ে সৌরভ বলেছেন, অসিত মাল ৪ কোটি টাকা দিয়েছেন স্টেডিয়ামের উন্নয়নে। তাঁকে ধন্যবাদ।

আজ শুরু হংকং ম্যাচের প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ মে : হংকং ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু সোমবার থেকে। তার আগে এদিনই বেশকিছু ফুটবলার যোগ দিলেন কলকাতার শিবিরে।

১০ জুন হংকংয়ে ২০২৭ এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে ভারত। যা খবর তাতে ওটাই সম্ভবত শেষ ম্যাচ হতে চলেছে মানোলো মার্কুয়েজের। তিনি নিজেই জানিয়েছেন, হংকং ম্যাচের পর ভারতীয় দলের দায়িত্ব নিতে আর রাজি নন। প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করায় গ্রুপ থেকে যোগ্যতা অর্জন করা যথেষ্ট কঠিন হয়ে গেছে ভারতের পক্ষে। যদিও এখনও হাতে পাঁচটা ম্যাচ বাকি। কিন্তু তার মধ্যে তিনটি অ্যাওয়ে ম্যাচ। নিজেদের ঘরের মাঠে দুর্বল বাংলাদেশের বিপক্ষে জিততে না পারায় এই দলকে নিয়ে বাজি ধরছেন না বিশেষজ্ঞরা। অনেকেই মনে করছেন, অ্যাওয়ে ম্যাচগুলিতে জেতার ক্ষমতা এই ভারতের নেই। যোগ্যতা অর্জন করতে হলে গ্রুপ শীর্ষে থাকতে হবে। যদিও অন্য ম্যাচে সিঙ্গাপুর ও হংকংও গোলশূন্য ড্র করে। তবুও ভারত আদৌ এই সহজ গ্রুপ থেকে যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে কি না তা নিয়ে সন্দিহান সকলেই। হংকং ম্যাচ খেলার আগে থাইল্যান্ডের বিপক্ষে ব্যাংককে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবেন সুনীল ছেত্রীরা।

শিবিরে মোট ২৮ জন ফুটবলার ডাকেন মানোলো। যার মধ্যে ইরফান ইয়াদওয়াদ অ্যাপেনডিক্সের অস্ত্রোপচার করানোয় যোগ দেননি। তাঁর বদলে আগেই এডমুন্ড লালরিনডিকাকে ডেকে নেন মানোলো। কলকাতাতেও স্থানীয় কোনও দলের বিপক্ষে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন জাতীয় দলের হেডকোচ। শিবিরে যোগ দেওয়ার আগে এদিন সুনীল বেঙ্গালুরুতে সিনিয়ার মহিলা দলের শিবিরে গিয়ে তাঁদের উৎসাহ দিয়ে আসেন। তাঁরাও ২০২৬ এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের জন্য তৈরি হচ্ছেন। যা আগামী ২৩ জুন মঙ্গোলিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে শুরু করবে ক্রিসপিন ছেত্রীর দল। এদিন মহিলা দলের প্রত্যেকে সদস্যের সই করা জার্সি তাঁরা সুনীলকে উপহার হিসাবে তুলে দেন।

ভারতীয় মহিলা দলের সই করা জার্সি সুনীল ছেত্রীকে তুলে দিলেন কোচ ক্রিসপিন ছেত্রী।

প্লে-অফের আরও কাছে প্রীতির দল

৩ উইকেট নিয়ে পাঞ্জাব কিংসের জয়ের নায়ক হরপ্রীত ব্রার।

পাঞ্জাব কিংস-২১৯/৫
রাজস্থান রয়্যালস-২০৯/৭

জয়পুর, ১৮ মে : শুরুটা হয়েছিল দেশের আসল হিরোদের কুর্নিশ জানিয়ে। দুই দলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গোটা গ্যালারি ভারতীয় সেনাদের লড়াইকে স্মরণ করে। শ্রেয়স আইয়ারের গলাতেও সেনাবাহিনীর বীরত্বের কথা।

সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামের বাইশ গজেও ব্যাট-বলের টক্করেও উত্তেজনার পারদ। রক্তচাপ বাড়ানো ম্যাচে শেষ হাসি হাসলেন পাঞ্জাব কিংস অধিনায়ক শ্রেয়স। আবারও ভালো শুরু, সম্ভাবনা জাগিয়েও ফের মাঝের ওভারে লড়াই থেকে হারিয়ে যাওয়ার চেনা ছবিতে ম্যাচ হাতছাড়া রাজস্থান রয়্যালসের।

পাঞ্জাবের ২১৯/৫ স্কোরের জবাবে ২০৯/৭-এ আটকে যাওয়া রাহুল দ্রাবিড়ের দলের। যার হাত ধরে মূল্যবান ২ পয়েন্ট টিম পাঞ্জাবের। প্লে-অফের আরও কাছে পৌঁছে যাওয়া প্রীতি জিন্টার কিংসরা (১২ ম্যাচে ১৭)।

অথচ, ২১৯ রানের জবাবে দারুণ শুরু করেছিলেন রাজস্থানের তরুণ ওপেনারদ্বয় যশস্বী জয়সওয়াল ও বৈভব সূর্যবংশী। অর্শদীপ সিংয়ের প্রথম ওভারে ২২ রান নিয়ে শুরু করেন যশস্বী। চারটি চার ও ১টি ছক্কা-গ্যালারির গোলাপি ঢেউয়ের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

ডান হাতের তর্জনীতে চোটের জন্য ফিল্ডিং করতে নামেননি শ্রেয়স। বদলে নেতৃত্বে শশাঙ্ক সিং। প্রতিপক্ষে দুই তরুণের দাপটে খেই হারাচ্ছিলেন। বাউন্ডারি লাইনের বাইরে উত্তেজিত দেখাচ্ছিল কোচ রিকি পন্টিংকে। ৪.৫ ওভারে ৭৬ রানের পর শেষপর্যন্ত জুটি ভাঙেন হরপ্রীত ব্রার। আউট বৈভব (১৫ বলে ৪০)।

৪টি চার ও ৪টি বিশাল ছক্কায় মার্কো জানসেন, অর্শদীপদের বিশ্বমানের পেসারদের নিয়ে কার্যত ছেলেখেলা করেন বছর চোদ্দোর বৈভব। একসময় ৮.৩ ওভারে রাজস্থানের স্কোর ছিল ১০৯/১। ৬৯ বলে দরকার আর ১১১ রান।

ক্রিজে তখনও আগুন ঝরাচ্ছেন যশস্বী (২৫ বলে ৫০)। কিন্তু বৈভবের পর ফের যশস্বীকে ফিরিয়ে ম্যাচের রংবদলে দেন হরপ্রীত (২২/৩)। পরে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে রিয়ান পরাগকে (১৩) ফিরিয়ে ম্যাচের সেরার পুরস্কার। শেষদিকে ধ্রুব জুরেল (৫৩) মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু ফের তীরে এসে তরী ডোবার কাহিনী।

ব্যর্থ যশস্বী, বৈভবের লড়াই

এর আগে টসে জিতে শ্রেয়স ব্যাটিং নেন। জানান, উইকেট বেশ ভালো, যা কাজে লাগাতে চান। যদিও তুষার দেশপান্ডের জোড়া ধাক্কায় ৩.১ ওভারেই ৩৪/৩ পাঞ্জাব। প্যাভিলিয়নে প্রিয়াংশ আর্য (৯), প্রভসিমরান সিং (২১) ও নবাগত মিচেল ওয়েন (০)।

প্রিয়াংশ-প্রভসিমরান জুটি চলতি লিগে প্রতি ম্যাচেই ভালো শুরু দিচ্ছেন। আজ ছবিটা উলটো। প্রথমে ফেরেন প্রিয়াংশ। আগের বলেই ক্যাচ দিয়ে বেঁচে গিয়েছিলেন। কিন্তু তা কাজে লাগাতে ব্যর্থ। আইপিএল অভিষেকে ওয়েনকে তিন নম্বরে নামানোর ফাটকাও কাজে আসেনি।

প্রভসিমরান ফেরেন ৩৪/৩ স্কোরে। এখান থেকে নেহাল ওয়াধেরা-শ্রেয়সের ৬৭ রানের জুটিতে প্রতিরোধ। শ্রেয়স (৩০) ফেরার পর নেহাল (৭০) ও শশাঙ্কের (অপরাজিত ৫৯) দাপট। চাপের মুখে ২৫ বলের হাফ সেঞ্চুরিতে মালকিন প্রীতি জিন্টার মুখের হাসি মেলাতে দেননি নেহাল। এরপর চেনা মেজাজে ফিনিশ শশাঙ্কের।

আজমাতুল্লাহ ওমরজাই (অপরাজিত ২১) ক্যামিও ইনিংস খেলেন শেষদিকে। যোগফল, ৩৪/৩-এর আতঙ্ক সরিয়ে ২১৯/৫ স্কোরে পৌঁছে যাওয়া এবং রাজস্থান-বধে মূল্যবান ২ পয়েন্ট নিয়ে ফেরা পাঞ্জাবের।

বিধ্বংসী অর্ধশতরানের পথে যশস্বী জয়সওয়াল। রবিবার।

টি২০-তে ভারতীয়দের মধ্যে দ্রুততম আট হাজারি

শতরানে গম্ভীরদের বার্তা দিলেন রাহুল

দিল্লি ক্যাপিটালস-১৯৯/৩

নয়াদিল্লি, ১৮ মে : টিম ইন্ডিয়ার আসন্ন ইংল্যান্ড সফরে যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে কে ওপেন করবেন? সব ঠিক থাকলে উত্তর হয়তো হতে চলেছে লোকেশ রাহুল। যা আন্দাজ করতে পেরে চলতি আইপিএলের বাকি ম্যাচে লোকেশকে ওপেনিং করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস। রবিবার গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে পছন্দের জায়গায় নেমে দুরন্ত শতরানে গৌতম গম্ভীরদের বার্তা দেওয়ার সঙ্গে আসন্ন বিলেত সফরের রিহার্সাল সেরে রাখলেন রাহুল। গড়ে ফেললেন নয়া রেকর্ডও।

চলতি আইপিএলে দ্বিতীয়বার ওপেন করতে নেমে ক্রিকেটপ্রেমীদের মন ভালো করে দিলেন রাহুল (৬৫ বলে অপরাজিত ১১২)। টি২০-র মারকাটারি যুগেও লোকেশের টাইমিং নির্ভর ব্যাটিং সবসময়ই চোখের জন্য আরামদায়ক। রবিবার অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে যা আবারও করে দেখালেন এই তারকা ব্যাটার।

লোকেশ এদিন শুরুই করেন মহম্মদ সিরাজকে জোড়া চার হাঁকিয়ে। তারপর ম্যাচ যত এগিয়েছে ১৪টি চার ও চারটি ছক্কার ইনিংসে শুভমান গিল ব্রিগেডের উপর জাঁকিয়ে বসেছেন রাহুল। ৩৫ বলে অর্ধশতরান করেন তিনি। শতরানে পৌঁছাতে নিলেন ৬০ বল। তার আগে বিরাট কোহলিকে (২৪৩ ইনিংস) টপকে টি২০-তে ভারতীয়দের মধ্যে দ্রুততম ৮ হাজার রানের মাইলস্টোনে পৌঁছে যান রাহুল (২২৪ ইনিংস)।

চোট সারিয়ে ফেরা ফাফ ডুপ্লেসি (৫) আর্শাদ খানের স্লোয়ারে ঠকে গেলেও রাহুল পাশে পেয়ে যান বাংলার রনজি ট্রফি দলের উইকেটকিপার-ব্যাটার অভিষেক পোড়েলকে (৩০)। তাঁদের ৯০ রানের পার্টনারশিপ মন্থর উইকেটে দিল্লির বড় রানের মঞ্চ গড়ে দেয়। অভিষেক ফেরার পর লোকেশকে সঙ্গ দেন অক্ষর প্যাটেল (২৫)। দিল্লি ৩ উইকেটে ১৯৯ রানে পৌঁছে যায়।

শতরানের পর লোকেশ রাহুল। রবিবার নয়াদিল্লিতে।

বায়ার্নে যাত্রা শেষ মুলারের

হফেনহেইম, ১৮ মে : জয় দিয়েই বায়ার্ন মিউনিখে দীর্ঘ ২৫ বছরের যাত্রা শেষ করলেন টমাস মুলার। শেষ ম্যাচে হফেনহেইমকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিল বুন্দেশলিগা চ্যাম্পিয়নরা।

উৎসবের আবহেও বিষাদের ছোঁয়া। ম্যাচ শেষ হতেই মুলার আবেগ ছড়িয়ে পড়ল মাঠ থেকে গ্যালারিতে। চোখে জল বায়ার্ন সমর্থকদের। ম্যাচের ৬০ মিনিটে মুলারকে তুলে হ্যারি কেনকে নামান বায়ার্ন কোচ ভিনসেন্ট কোম্পানি। ততক্ষণে যদিও দুই গোলে এগিয়ে গিয়ে জয় একপ্রকার নিশ্চিত করে ফেলেছে জার্মান জায়েন্টরা। ৩৩ মিনিটে মিকায়েল ওলিসে এবং ৫৩ মিনিটে জোসুয়া কিমিচ গোল করেন মিউনিখের ক্লাবটির হয়ে। শেষলগ্নে আরও দুটি গোল করেন সার্জে গ্যান্যাব্রি ও হ্যারি কেন।

ম্যাচ জেতার পর চোখের জলে বায়ার্নকে বিদায় জানান মুলার। বিদায়বেলায় জার্মান তারকা বললেন, 'বায়ার্নে আমার যাত্রাটা যেভাবে শেষ হল, এর থেকে ভালো উপলব্ধি আর কী হতে পারে।' জানিয়েছেন, ক্লাব ফুটবলে আরও কিছুদিন খেলা চালিয়ে যাবেন। যদিও আগামী মরশুমে তিনি কোন ক্লাবে খেলবেন সে ব্যাপারে এখনও সিদ্ধান্ত নেননি।

সেরা উদয়ন

কোচবিহার, ১৮ মে : রাসমোহন দেবনাথ ও ব্রজদাস পণ্ডিত ট্রফি কিডস কাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল উদয়ন ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। ফাইনালে তারা ৬ উইকেটে হারিয়েছে ফালাকাটার ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে। এমজেএন স্টেডিয়ামে প্রথমে ডুয়ার্স ১৬ ওভারে ৭ উইকেটে ৭৮ রান করে। জবাবে উদয়ন ১৫.৩ ওভারে ৪ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। ম্যাচের সেরা সৌমজিৎ কুণ্ডু ২৭ রানের সঙ্গে ৩ উইকেট পেয়েছে।

প্রথমবার বড় খেতাব জিতে আনন্দে আত্মহারা ক্রিস্টাল প্যালেসের ফুটবলাররা।

হতাশা ঝেড়ে লিগে চোখ গুয়ার্দিওলার

লন্ডন, ১৮ মে : শেষবেলাতেও হতাশাই সঙ্গী।

কমিউনিটি শিল্ড জিতে মরশুম শুরু। এরপর প্রত্যাশা ছিল অনেক। হলে কী হবে, বাকি মরশুম জুড়ে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি শিবিরে শুধুই শূন্যতা। এফএ কাপ ফাইনালেও ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে হেরে খেতাব হাতছাড়া। তবুও আক্ষেপ নেই সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলার। বরং ফাইনালে হারের যন্ত্রণা থেকেই রসদ খুঁজছেন তিনি।

পরিস্থিতি যা আগামী মরশুমে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলতে হলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে শেষ দুই ম্যাচ জিততেই হবে ম্যান সিটিকে। নয়তো চেলসি, অ্যাস্টন ভিলার পয়েন্ট নষ্টের অপেক্ষায় থাকতে হবে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে, এফএ কাপ ফাইনালে হারের পর গুয়ার্দিওলা বলছেন, 'ফাইনালে সবটা উজাড় করে দিয়েছি আমরা। কিন্তু কোনও পরিকল্পনাই কাজে আসেনি। মন খারাপ, তবে এই নিয়ে আক্ষেপ করার সময় নেই। দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে হবে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ছাড়পত্র আদায়ের জন্য প্রিমিয়ার লিগে শেষ দুই ম্যাচ জিততেই হবে।'

হেরে মেজাজ হারালেন গুয়ার্দিওলা।

শনিবার প্যালেসের কাছে গোল হজমের পরও পেনাল্টি থেকে তা শোধ করার সুবর্ণ সুযোগ ছিল সিটির সামনে। আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড মাঠে থাকলেও স্পটকিক নেন ওমর মারমৌশ। তাঁর শট রুখে দেন প্যালেস গোলরক্ষক ডিন হেন্ডারসন। হাল্যান্ড থাকতেও কেন অন্য কেউ? উত্তরে পেপ বলেছেন, 'প্লেয়াররা মাঠেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমার সঙ্গে আলাদা করে কথা হয়নি। তবে এটা মানতে হবে হেন্ডারসন ভালো সেভ করেছে।'

এদিকে, এই এফএ কাপই জাতীয় স্তরে ক্রিস্টাল প্যালেসের প্রথম খেতাব। ওয়েম্বলির মাঠে ইতিহাস লিখে উচ্ছ্বসিত প্যালেসকে প্রথম ট্রফি জেতানো কোচ অলিভার গ্লাসনার। বলেছেন, 'এই মুহূর্তটা আমাদের আর সমর্থকদের। মরশুমের শুরুতে একটা সময় টানা আট ম্যাচ জয়হীন ছিলাম আমরা। সেখান থেকে আজ চ্যাম্পিয়ন। আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। এরকম ম্যাচ দশটায় হয়তো একটা জিতব। সেই একটা দিন আজই ছিল।'

প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ নীরজের

দোহা, ১৮ মে : ৯০ মিটার পার করার জন্য নীরজ চোপড়ার প্রশংসা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেজন্য এবার প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ভারতের তারকা অ্যাথলিট। নীরজ বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রীকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য। আশা করছি, আগামী দিনেও দেশের হয়ে নিজের সেরাটা দেব।'

১৮ জুলাই শুরু হতে পারে ডুরান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ মে : ফেডারেশন কাপ দিয়ে মরশুম শুরু করতে চাইলেও অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকেই পিছু হটতে হচ্ছে। এবারও মরশুম শুরু হবে ডুরান্ড কাপ দিয়েই। ফলে ফেডারেশন কাপ আদৌ হবে কি না বা হলে কবে হবে, তা পরিষ্কার নয়। যা খবর তাতে ডুরান্ড শুরু হওয়ার কথা ১৮ জুলাই।

সম্ভবত অগাস্টের ২৩ তারিখ শেষ হতে পারে এই টুর্নামেন্টের ফাইনাল। সেপ্টেম্বরের প্রথম না হলেও দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই শুরু হয়ে যাবে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ। ফলে ফেডারেশন কাপ করার মতো কোনও উইন্ডো মাঝে দেখা যাচ্ছে না। তাছাড়া জুলাইয়ের মাঝামাঝি এআইএফএফে নির্বাচনের দামামা বেজে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে হয়তো মরশুম শেষে ফের সেই সুপার কাপই করতে হতে পারে ফেডারেশনকে।

লা লিগা জিতে ট্রফি প্যারেডে বার্সেলোনার ফুটবলাররা।

প্রতি বছর লা লিগা জিততে চান হ্যান্সি

বার্সেলোনা, ১৮ মে : অভিষেক মরশুমেই লিগ চ্যাম্পিয়ন। সেইসঙ্গে রয়েছে কোপা দেল রে এবং স্প্যানিশ সুপার কাপ ট্রফি। বার্সেলোনা কোচ হ্যান্সি ফ্লিককে স্পেনের সবচেয়ে সুখী মানুষ বললে খুব একটা ভুল হবে না।

পেপ গুয়ার্দিওলা, লুইস এনরিকে জমানার পর এবার হ্যান্সিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছে বার্সেলোনা সমর্থকরা। এই জার্মান কোচ নিজেও চান প্রতি বছর লিগ জিতে এভাবেই সমর্থকদের আনন্দ দিতে। হ্যান্সি বলেছেন, 'বার্সা সমর্থকরা সত্যিই অসাধারণ। লিগ জেতার পর ওরা যেভাবে উৎসবে মেতে উঠেছিল, দেখে খুব ভালো লাগছিল। আমরা চেষ্টা করব প্রতি বছর লিগ জিতে এভাবেই সমর্থকদের সঙ্গে উচ্ছ্বাসে মেতে উঠতে।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'প্রতি বছর লিগ জেতা বেশ কঠিন। আগামী বছর ফের লিগ জেতার জন্য আমরা কঠোর পরিশ্রম করব। সেইদিকে এখন থেকেই মনঃসংযোগ করছি।'

আগামী মরশুমে ফের নিজেদের হোম গ্রাউন্ড ন্যু ক্যাম্পে ফিরছে বার্সেলোনা। ন্যু ক্যাম্পে সংস্কারের কাজ চলছিল বলে অলিম্পিক স্টেডিয়ামে নিজেদের হোম ম্যাচ খেলেছেন লামিনে ইয়ামালরা। এই নিয়ে হ্যান্সি বলেছেন, 'অলিম্পিক স্টেডিয়ামে খেলার অভিজ্ঞতাই আলাদা। আমরা আগামী মরশুমে ন্যু ক্যাম্পে খেলার জন্য মুখিয়ে আছি।'

ইস্টবেঙ্গলে চূড়ান্ত রশিদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ মে : আগামী মরশুমের জন্য দ্বিতীয় বিদেশি চূড়ান্ত করে ফেলল ইস্টবেঙ্গল।

ভারতীয় সময় শনিবার মধ্যরাতেই লাল-হলুদের চুক্তিপত্র পৌঁছে গিয়েছে মহম্মদ বাসিম রশিদের কাছে। রবিবারই সই করে দেওয়ার কথা। আপাতত একবছরের চুক্তিতে ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিচ্ছেন প্যালেস্তাইনের এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। এই মরশুমে ইন্দোনেশিয়ার ক্লাব পার্সাতুয়ান সুরাবায়ার হয়ে খেলছেন ২৯ বছরের রশিদ। এছাড়া প্যালেস্তাইন ও মিশরের ক্লাবে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। প্যালেস্তাইন জাতীয় দলের হয়েও পঞ্চাশের কাছাকাছি ম্যাচ খেলেছেন। এবার লাল-হলুদে নতুন ইনিংস শুরু করছেন তিনি।

এদিকে সার্বিয়ান ডিফেন্ডার ইভান মিলাদিনোভিচের সঙ্গে কথাবার্তা একপ্রকার চূড়ান্ত হয়ে গেলেও তাঁর ইস্টবেঙ্গলে আসা এখন বিশবাঁও জলে। কাজাখস্তান প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব টোবোল কোস্টানায়ের সঙ্গে এই বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ ইভান। কাজাখস্তানের ক্লাবটি এই মুহূর্তে তাঁকে ছাড়তে নারাজ। এরকম একাধিক নাম আলোচনায় থাকলেও এখনও পর্যন্ত নতুনদের মধ্যে কেবল দুই বিদেশিকে চূড়ান্ত করেছে ইস্টবেঙ্গল। রশিদ ছাড়াও ব্রাজিলের মিগুয়েল ফেরেইরাও লাল-হলুদে চূড়ান্ত। পুরোনোদের মধ্যে মাদিহ তালালের সঙ্গে চুক্তি থাকলেও জানুয়ারির আগে তাঁর মাঠে ফেরার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। এছাড়া সাউল ক্রেসপো ও দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসের সঙ্গেও আরও একবছরের চুক্তি রয়েছে। যদিও কোচ অস্কার ব্রুজোঁ দুজনেরই পরিবর্ত চেয়েছেন। শেষপর্যন্ত দিয়ামান্তাকোসকে রেখে দেওয়া হলেও সাউলের থাকার সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন মালদা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মালদা - এর একজন বাসিন্দা সমর রায় - কে 05.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 70A 37230 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি শুধুমাত্র আর্থিক স্বাধীনতাই অর্জন করিনি, আমি আমার পরিবারকে সর্বত্তোম উপায়ে সাহায্য করার স্বাধীনতা পেয়েছি এবং আমি বর্তমানে বড়ো স্বপ্ন দেখতে পারবো। একজন কোটিপতি হওয়া আমার জন্য একটি অকল্পনীয় বিষয় এবং এটি সম্ভপর হয়েছে শুধুমাত্র ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির দ্বারা। তাদেরকে আমার সমস্ত ধন্যবাদ জানাই।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

বালুরঘাটে চলছে যোগাসন প্রতিযোগিতা। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

জেলা যোগাসনে ১২৫

বালুরঘাট, ১৮ মে : বঙ্গীয় প্রাদেশিক জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা ও শক্তি সংঘের পরিচালনায় এবং বিংশ শতাব্দী যোগা অ্যাকাডেমির ব্যবস্থাপনায় জেলা পর্যায়ের স্নেহেশ শূর ট্রফি যোগাসন রবিবার অনুষ্ঠিত হল। প্রতিযোগিতায় ১২৫ জন অংশ নিয়েছিল। বয়সের ভিত্তিতে ছেলে ও মেয়েদের পাঁচটি করে মোট দশটি বিভাগে প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিটি বিভাগের প্রথম তিন স্থানাধিকারী রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে।

জেতালেন রাহুল

জলপাইগুড়ি, ১৮ মে : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে রবিবার রায়কতপাড়া ইয়ং অ্যাসোসিয়েশন ১-০ গোলে পাণ্ডাপাড়া বয়েজ ক্লাবকে হারিয়েছে। একমাত্র গোল করে ম্যাচের সেরা মহম্মদ রাহুল। বহু চেষ্টা করেও পাণ্ডাপাড়া গোলমুখ খুলতে পারেনি।

বড় হার গঙ্গারামপুরের

বালুরঘাট, ১৮ মে : জেলা ক্রীড়া সংস্থার আন্তঃ মহকুমা অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের ক্রিকেটে রবিবার ইসলামপুর ৮৭ রানে গঙ্গারামপুরকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে ইসলামপুর ৪১ ওভারে ৬ উইকেটে ১৯৩ রান তোলে। তন্ময় তালুকদার ৩৮ ও রামিজ রাজা ৩৬ রান করে। বিশ্বরূপ সরকার ১৮ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। জবাবে গঙ্গারামপুর ৩৮ ওভারে ১০৬ রানে অল আউট হয়। সাইন ইকবাল ২৬ ও সুতীর্থ দাস ২৩ রান করে। ফয়জান আলম ১৯ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। ম্যাচের সেরা নুর ১০ রানে নেয় ২ উইকেট।

ম্যাচের সেরা নুর। -পঙ্কজ মহন্ত

অখিলের ক্রিকেট শুরু ২৫ মে

রায়গঞ্জ, ১৮ মে : অখিল ভুবন বিদ্যার্থী প্রতিষ্ঠানের ১২ দলীয় ক্রিকেট ২৫ মে শুরু হবে। আয়োজকদের তরফে অরিন্দম প্রামাণিক জানিয়েছেন, কর্নজোড়ার হাউজিং মাঠে খেলবে পূর্ণিয়া স্কাই ইলেভেন, শিলিগুড়ি মুখার্জি চ্যালেঞ্জার্স, মালদা সুপার কিংস, বুনিয়াদপুর এলিট ঈগলস, ডালখোলা ইয়ং স্টার, হেমতাবাদ গণপতি সুপার স্ট্রাইকার্স, রায়গঞ্জ সেভ ইকো অর্গানিক, রায়গঞ্জ হিউম্যান রাইটস ফোর্স, বোগ্রাম মুক্তি সংঘ, কর্নজোড়া ডাক্তার একাদশ, কর্নজোড়া ইলেভেন স্টার এবং কর্নজোড়া এ ওয়ান রয়্যালস।